Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত

আদি-লীলা ঃ প্রথম ভাগ

3/176

3|178

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 3/176......

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত

3/176

আদি-লীলা-বিলাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত

পূর্ব্বাভাস ও আবির্ভাব-তত্ত্ব

আদি-লীলা-বিলাস

প্রথম খণ্ড—প্রথম ভাগ

3/176

'বন্ধুকথা' প্রণেতা, প্রভুর আদেশ ও উপদেশ এবং
প্রভুর রচিত সংগীতাদি প্রকাশক

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৬২

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য—২৷৹ টাকা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার
ব্রাদার্স' ইউনিয়ন
৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীবিরাজমোহন দে
ইউনিক প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স্
২২নং ফরডাইস্ লেন, কলিঃ-১৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার
ব্রাদার্স ইউনিয়ন
৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

২। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩।৩২৩ শিভালা, বেনারস,
ইউ, পি

৩। শ্রীনরেন্দ্রলাল বসু
১১।২৮, বলাই মিস্ত্রি লেন,
পাঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া

৪। ডাঃ আশুতোষ নন্দী এম্-বি
২, পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া

৫। শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
২৬এ, সাগর মান্না রোড
বেহালা, কলিকাতা - ৩৪

৬। শ্রীনিশিকান্ত ভদ্র
ডি।৯৭, বাঘা যতীন কলোনী
যাদবপুর, কলিকাতা - ৩

৭। শ্রীমাখনলাল ধর
১ডি রামনারায়ণ মতিলাল
লেন, কলিকাতা - ১৪

৮। ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো
৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৬

৯। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬৫।১, মির্জাপুর ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৯

১০। শ্রীদুর্গাসুন্দর ভট্টাচার্য্য
ইণ্টারনেশানাল কলেজ অব কমার্স
৭৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি

১১। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন
বরিশা কলেজ অব ওয়্যারলেস এণ্ড কমার্স
১৮, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা

১২। শ্রীভূপতি মোহন সোম
১, দেশবন্ধু নগর
সৈদপুর, ২৪ পরগণা

১৩। ডাঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি
মেডিকেল সাপ্লাই কন্সার্ন লিঃ
১৯৭, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৪। ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ, এম্-বি
পোঃ আন্দুল,
হাওড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপহার

ওগো, লিখি নাই গ্রন্থ এই,
লাভের আশায়।
রচি নাই আমি ইহা যশ আকাঙ্ক্ষায়।
প্রত্যক্ষ করেছি যাহা জীবন-প্রভাতে,
জীবন-সন্ধ্যায় হয় স্বপন প্রতীত!
তাহাই রচিনু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থপাতে।
— ভরসা রাখি;—
মহৎ উদার, অদোষদরশী,
সুধী, ধর্ম-পিপাসু জন;
এই লীলা-গ্রন্থ, দীন উপহার,
লবে গো আদরে তুলি।

পরমবান্ধব

শ্রী

করকমলে—

বানারস,
৩।৩২৩ শিবালা। } দীন সেবক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার
ব্রাদার্স ইউনিয়ন
৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীবিরাজমোহন দে
ইউনিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২২নং ফরডাইস্ লেন, কলিঃ-১৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার
ব্রাদার্স ইউনিয়ন
৮৭।২ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

২। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩।৩২৩ শিভালা, বেনারস,
ইউ, পি

৩। শ্রীনরেন্দ্রলাল বসু
১১।২৮, বলাই মিস্ত্রি লেন,
পাঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া

৪। ডাঃ আশুতোষ নন্দী এম্-বি
২, পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া

৫। শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
২৬এ, সাগর মান্না রোড
বেহালা, কলিকাতা - ৩৪

৬। শ্রীনিশিকান্ত ভদ্র
ডি।৯২, বাঘা যতীন কলোনী
যাদবপুর, কলিকাতা - ৩

৭। শ্রীমাখনলাল ধর
১ডি রামনারায়ণ মতিলাল
লেন, কলিকাতা - ১৪

৮। ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো
৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৬

৯। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬৫।১, মির্জাপুর ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৯

১০। শ্রীদুর্গাসুন্দর ভট্টাচার্য্য
ইন্টারনেশানাল কলেজ অব কমার্স
৭৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি

১১। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন
বরিশা কলেজ অব ওয়ারলেস এণ্ড কমার্স
১৮, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা

১২। শ্রীভূপতি মোহন সোম
১, দেশবন্ধু নগর
সৈদপুর, ২৪ পরগণা

১৩। ডাঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি
মেডিকেল সাপ্লাই কন্সার্ন লিঃ
১৯৭, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৪। ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ, এম্-বি
পোঃ আন্দুল,
হাওড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপহার

ওগো, লিখি নাই গ্রন্থ এই,
লাভের আশায়।
রচি নাই আমি ইহা যশ আকাঙ্ক্ষায়।
প্রত্যক্ষ করেছি যাহা জীবন-প্রভাতে,
জীবন-সন্ধ্যায় হয় স্বপন প্রতীত !
তাহাই রচিনু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থপাতে।
— ভরসা রাখি ;—
মহৎ উদার, অদোষদরশী,
সুধী, ধর্ম-পিপাসু জন ;
এই লীলা-গ্রন্থ, দীন উপহার,
লবে গো আদরে তুলি।

পরমবান্ধব

শ্রী

করকমলে—

বানারস,
৩।৩২৩ শিবালা।

দীন সেবক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

চিরকুমার ব্রহ্মচারী, প্রভুবন্ধুতে সমর্পিতপ্রাণ, একনিষ্ঠ ও চিরানুগত, নিন্দা-স্তুতিতে সমজ্ঞান, অক্রোধ পরমানন্দ

রমেশচন্দ্র !

তুমি ছিলে অজপা-সাধনে নিত্যসিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তাপস, অন্তর্য্যামীত্ব শক্তিসম্পন্ন। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো সর্বদা আত্মগোপনে তোমার অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রেম-ভক্তি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। বাহ্যদৃষ্টিতে নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন কেহ তোমাকে বুঝিতে পারিত না যে তুমি কি! জীবনব্যাপী প্রভু-বন্ধুবাণী একনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া, তাঁহার ডাকে, তাঁহার সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছ। হে পরম বান্ধব রমেশচন্দ্র, আবাল্য তোমার যে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি পাইয়াছি তাহা ভুলিবার নহে।

তোমার প্রাণারাম দেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ধারাবাহিক জীবনী সঠিকভাবে কিছুমাত্র বাদ না দিয়া, অলঙ্কারে সুসজ্জিত না করিয়া প্রকাশিত করিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং কি ধারায় উহার আরম্ভ ও শেষ করিতে হইবে তাহারও লিখিত ইঙ্গিত দিয়াছিলে। কিন্তু নিদারুণ অর্থসঙ্কট ও দৈহিক বিপ্লবে যথাসময়ে তাহা হইয়া উঠে নাই।

একমাত্র প্রভুবন্ধুর ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই তাঁহাতে অনুপ্রাণিত কতিপয় একনিষ্ঠ ভক্ত-প্রাণের উৎসাহে ও উদ্যোগে. আমার অস্থি-সমষ্টি-মাত্র দেহে, তোমারই নির্দ্দেশিত পথে 'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত' গ্রন্থের সূচনা করিয়াছি। তোমার জীবন-মরণের সাথী প্রভুবন্ধুর চরিতসুধা-ভাণ্ড তোমার করে সমর্পণ করিলাম। যথাযথ প্রবাহিত হইল কি না তাহা দেখিবে এবং অলক্ষিতে থাকিয়া প্রেরণা দিবে, ইহাই একমাত্র প্রাণের প্রয়াস।

বন্ধু নবমী
১৩৬২

তোমার চির-স্নেহের
সুরেশ (সুবল)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগ্‌দর্শন—ভূমিকা

(ক) দিগ্‌দর্শন

ভাগবত গ্রন্থের প্রথমেই রহিয়াছেন ;—

"পিবত-ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো
রসিকাভুবি ভাবুকা।" ১।১।৩

অর্থাৎ যাঁহারা রসিক-প্রেমিক-ভক্ত ও ভাবুক (চিন্তাশীল) তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত ভাগবত-রস, আদরে, আনন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ পান করুন।

প্রগতিযুগে গ্রন্থের আদর বৃদ্ধি ও বিশেষরূপে বাজারে চালু করিবার উদ্দেশ্যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা ভূমিকা লেখার একটা রেওয়াজ চলিতেছে।

এই ত্রিকালের পতিত, দীন লেখক এই প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে নাই।

স্বয়ং যিনি আত্ম-পরিচয় দিয়া লীলা রঙ্গমঞ্চে, লীলা-বিলাস করিয়া নিজের ভূমিকা, পরিচ্ছদপট, নিজেই রচনা কারয়াছেন, অপরের দ্বারা তাঁহার ভূমিকা লেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি? কেবলমাত্র আলোচনাদ্বারা আত্ম-শোধন ও চিত্তদর্পণ মার্জ্জন উদ্দেশ্যে দিগ্‌দর্শন-ভূমিকার অবতারণা করা হইল।

"এই সব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।"

প্রভুবন্ধু, "ইচ্ছাধীন অবতার—কি ভয় রে," বলিয়া কলিহত জীবকে অভয় দিয়াছেন।

তাঁহার ধরায় অবতরণের কাল, শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না কি কারণে, কেন আবির্ভূত হইলেন তাহারও কৈফিয়ৎ দিতে তিনি রাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেন। তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য্য এবং প্রচারণের ধারা দেখিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া ও চিনিয়া লইতে হয়। কালে আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"আমা ভিন্ন ব্রজ-প্রেম অন্যে দিতে নারে।" ধরার ভার লাঘব ও ভক্তি-প্রেম, ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য পূর্ণ অবতারিরূপে তিনি ধরায় অবতরণ করিয়া থাকেন।

যে সময়ে বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি-ধর্ম্ম লোপ হইয়া, কেবলমাত্র 'জ্ঞান-কর্ম্ম-কাণ্ড কেবলি বিয়ের-ভাণ্ডে'র সৃষ্টি হইতে থাকে, সেই অকল্যাণ যুগে, একান্ত ভক্তের কাতর প্রার্থনায় ও ভৈরব হুঙ্কারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া ঐ ধ্বনি পরব্যোমের (ইথারের) উপরে পৌছায়। সেই সময়ে ভগবানের সিংহাসন টলাইয়া, ধরায় অবতরণ করাইয়া থাকেন। শ্রীমন্ অদ্বৈত-আচার্য্য দেবের ভীমগর্জ্জন ও গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা অর্চ্চনা ও আকুল প্রার্থনা বলেই ধরায় জগতে প্রেম-ভক্তি স্থাপনের জন্য শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণেই সর্ব্বদুঃখমোচনকারী উচ্চ নাম-কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের ৩৮৬ বৎসর যাইতে না যাইতেই পুনরায় আবিভূ‍র্ত হইবার সময় উপস্থিত হইল।

এবারের প্রচারণ আরও কঠিনতর, কেন না মহাপ্রলয় যুগ সম্মুখীন।

আর্য্যস্থানের আর্য্যসন্তানগণ আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-বিমুখী। নাস্তিকতাবাদে বিশ্ব ব্যাপিয়াছে। আজ তাই দূরদর্শী চিন্তাশীল মহাজন, বড় দুঃখে গাহিয়াছেন ;—

"এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্য সন্তান!
যাঁদের তপোবলে, বীর্যবলে,
কাঁপিত দেবতার প্রাণ।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবে, ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে,
ভারত হতেছে শ্মশান।"

এই সকল গবেষণা ছাড়িয়া দেই। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের "ত্রিকাল গ্রন্থে" সূত্ররূপে বর্ণিত বাণী ;—

" 'হরি' শব্দ উচ্চারণ, হরিপুরুষ উদয়,
হরিপুরুষ উদ্ধারণ, উচ্চারণ।
উদ্ধারণ আগমন।"

"ইচ্ছাকৃতি অবতার।'
"গো-জাতির ঈশ্বরত্ব।"

যিনি ভালবাসা ও প্রেম-ভক্তি প্রদানে দুর্গত জীবের সর্ব্বদুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, তিনিই 'হরি'। এই শব্দ-ব্রহ্ম, যে জাতি, যে ভাব ও যে ভাষাতেই হউক না কেন, গগনভেদী স্বরে উচ্চারণ করিলেই 'হরিপুরুষ' উদিত হইয়া থাকেন।

"হরিপুরুষ" এই মহানাম উচ্চারণ করিলেই স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার-সাধন ও দুঃখ বিমোচন হইয়া থাকে।

কাতরকণ্ঠে আহ্বান করিলেই উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণচন্দ্রের আগমন হয়। যখন তখন অবতরণ করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। কাহারও কোনরূপ অপেক্ষা রাখেন না।

অবতার ও অবতারী শাস্ত্রীয় বিভাগ থাকিলেও আমরা প্রচলিত "অবতার" শব্দই ব্যবহার করিব।

গো-জাতির ঈশ্বরত্ব

অনতিদূরে প্রলয় ও মহাপ্রলয় আগমন। কালাম্বু প্রলয়গর্জ্জন, ভূমিকম্প ভব শঙ্কা, 'পৃথিবীতে বিষ্ঠা গন্ধ,' এই অকল্যাণ যুগের পূর্ব্ব সূচী সূচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। এবার তেমন কেহ আহ্বান করিবার নাই দেখিয়া, 'ধরিত্রীদেবী স্বয়ং গাভীরূপ ধারণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে উর্দ্ধমুখীন হইয়া' (প্রভুবন্ধুর ইঙ্গিত-বাণী হইতে লিখিত হইল) হা অম্ব! হা অম্ব!! পরব্যোমভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ('হা,'-দুঃখবিজড়িত পীড়াক্রান্তা শব্দ, 'অম্ব,'—কাতর আহ্বান)।

"হে প্রভো, তোমার সৃজিত বিশ্ব আজ অধর্ম্ম অকালে পূর্ণ। এস এস উদ্ধারণধারি, মহাপ্রলয়ের হাত হইতে জগতকে রক্ষা কর।" এই করুণ আর্ত্তনাদের ঝঙ্কার, পরব্যোমের উপরে পৌঁছিলে হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু, পাপপূর্ণ, ভক্তি-প্রেম শূন্য ধরায় জীবমঙ্গলের জন্য অবতরণ করিলেন।

এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার মাটিতে, বাংগালীর আঁধার ঘর আলো করিয়া, ভাগীরথী তীরে চিণ্ময়পুরুষ হরি, মরজগতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি মায়িক জগতে আসিলেও মায়াতীত বস্তু।

তাঁহার চিরন্তন নিয়ম অনুসারে, লৌকিক জগতে আসিলেও, অলৌকিক রহস্য অর্থাৎ গূঢ়তম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বাংলার আকাশতলে, বাংলার জলবায়ুর মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো লালিত পালিত ও পুষ্ট হইতে লাগিলেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। তাঁহার আবির্ভাবে ও পাদস্পর্শে বাংলার ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র।

বাংলার বাংগালীর যাহা কিছু গর্ব্বের, প্রভুর মাধুর্য্যপূর্ণ-লীলা-বিলাসই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

প্রভু জগদ্বন্ধু বাংলার ও বাঙ্গালীর আদরের ধন ও গর্ব্বের বস্তু হইলেও তিনি নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন, "আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের Ambrosia—অমৃত। সকল Nationই আমাকে চায়। আমি Sweeper (ঝাড়ুদার) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঝাড়ু দিয়া Purify (পবিত্র) নির্ম্মল ছাপ বরফের মত করতে এসেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঈশ্বরের বাক্য কভু নহে ব্যভিচারী"। তিনি মিথ্যা বলিয়া লোক ভুলাইতে আসেন না।

তিনি বলিয়াছেন, "আমি ভিখারী, প্রেম-ভক্তির কাঙ্গাল আমি।"

তাঁহার রচিত সংগীতচ্ছলে নিজের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আস্বাদনীয় ,—

"আয় আয় বলে, ডাকিছে সকলে,
পাপী তাপী কে কোথায়।
—প্রেমধন, অদেয় রতন.
দিবরে কে নিবি আয়।
গুপ্তভাণ্ডার, এনেছি এবার,
সকলে বিলাব ভাই।
কে কোথা আছিস্, আর না ভুলিস্
আয় গৌর গুণ গাই।"

দুয়ারে-দুয়ারে, সেধে সেধে, কেঁদে কেঁদে, ফিরিয়া গিয়াছেন, সব রাখিয়া, কিছুমাত্র সঙ্গে না লইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধারণে।

"সব র'ল প্রভু গেল অন্য উদ্ধারণে।" তাঁহার চিন্ময় বপু লোক-লোচনের অন্তরাল হইলেও, লীলারূপে, তাঁহার আদেশ উপদেশ, রচিত সঙ্গীত, চিঠি-পত্রের মধ্যে, নামরূপে দেহের-আলেখ্যমধ্যে মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজিত। তাঁহার লীলা-বিলাস এবং আদেশ উপদেশ একই বস্তু। ইহাই তাঁহার জীবনের আলেখ্য।

তাঁহার চিন্ময় বপু অদর্শনের বেদনা স্বাভাবিক।

যাঁহারা তাঁহার চিন্ময় বপুর উপাসক, তাঁহাদের ইচ্ছা, তিনি আবার চলে আসেন, সেই কলেবরে, আমরা দর্শন ও সেবা পূজা রিয়া ধন্য হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপর পক্ষ, যাঁহারা তাঁহার বপু ও আদেশ উপদেশ একই বস্তু মনে করিয়া, আদেশ পালন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা মনে করেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে, নিত্য সত্য জাগ্রত হয়ে আছেন ও থাকিবেন।

বুদ্ধদেবের শ্রীগোপার কথা মনে পড়ে—

"তিনি নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাস জীবের উদ্ধার তরে।
আমি কুলবতী আমার সন্ন্যাস, তাঁহার চরণ তরে।"

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু বিশ্ববাসীর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতি আপন জন।

তাই আসেন ধরায় নেমে,
বিশ্ববাসীর বন্ধুরূপে।

তিনি যুগে যুগে, নানা ভাবে, নানা জাতির মধ্যে অলৌকিক জন্ম-রহস্য রচনা করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আসেন। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন ;—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম, নৈতি নামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

গীতা, ৪র্থ অঃ ৯ শ্লোক।

অর্থাৎ "যিনি আমার স্বেচ্ছাকৃত অলৌকিক জন্ম ও ধর্ম্মপালনরূপ কর্ম্ম সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তিনি পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

যে যুগে যেরূপ জন্ম-বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে, সেই যুগে কয়টা লোক তাহা মানিয়া লয়! মানিয়া লইতে যুগযুগান্তর কাটিয়া যায়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও তার্কিক সকল যুগেই আছে ও থাকিবে!

কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন চতুর্ভূজরূপে, পরে সরল শিশু মূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন কয়েকজন নৈষ্ঠিক ভক্ত ব্যতীত আর সকলে বিশ্বাস করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথ মিশ্র ও শচী মাতার অঙ্গজ্যোতি হইতে শ্রীগৌরাঙ্গস্থন্দরের আবির্ভাব। অযোনী সম্ভব। চারিশত সত্তর বৎসরের অধিক হইয়া গেল, এখনও জগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্য দিয়া চলছে। ভাগবত, চরিতামৃত ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লোক-মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই, সুস্পষ্ট সত্য আবির্ভাব-তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুস্থন্দরের আবির্ভাব-তত্ত্ব অলৌকিক, মাত্র চুরাশী বৎসর হইল, ইহার মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাবের নিগূঢ় তত্ত্ব এই নাস্তিকতার যুগে সকলে মানিয়া লইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

খ্রীষ্টের জন্মরহস্য এবং 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' বলিয়া নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন, তথাপি তাহা লইয়া খ্রীষ্ট সমাজে এখনও মতভেদ চলিতেছে।

এই স্থলে মূল গ্রন্থে লিখিত প্রসঙ্গ পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। ইহাতে দ্বিরুক্তিদোষ কেহ মনে করিবেন না।

বন্ধুভক্ত সকলের শিরোমণি শ্রীমন্ অতুল চম্পটি মহাশয়,—প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব-তত্ত্ব সঠিক জানিতেন, ইহা সত্য। সুযোগ্য কৃষক জানে কোন্ ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি কিরূপ। তাই বুঝিয়া বীজ বপন করিয়া থাকে। সুচিকিৎসক রোগীর হজমশক্তি বুঝিয়াই পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অনেকে যে সময়ে তাঁহার নিকটে প্রভুবন্ধুর জন্মরহস্য জানিতে চাহিয়াছিল, সে সময়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও হজমশক্তি প্রবল হয় নাই, 'প্রকাশে শত দ্রোহের' সৃষ্টি হইতে পারে এই কারণে এবং 'এখন গোপন রাখিবি' প্রভুবন্ধুর বাণীতে একনিষ্ঠতার বশীভূত চম্পটী মহাশয়, 'প্রভুবন্ধু বামাসুন্দরী বা অন্য কাহারও গর্ভজাত পুত্র নহেন, অযোনীসম্ভব'— মূলে এই সত্য ঠিক রাখিয়া এক এক জনকে এক এক রকম বলিয়াছেন। এতে বৈষম্যদোষ নাই। একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত এবং চম্পটী মহাশয়ের একান্ত অনুরক্ত আন্দুলের ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ মহাশয় প্রিয়পাত্র প্রস্তুতিক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া, তাঁহার হাত এড়াইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না পারিয়া, শেষটুকু বাদে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ইঙ্গিতে, তাহাতেই আবির্ভাব-তত্ত্ব রহস্য ভেদ করা যাইতে পারে। একনিষ্ঠ, পরমভাগবত, চম্পটী মহাশয়ের ভাবমুগ্ধ ডাঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্ভবত নিগূঢ়-তত্ত্ব ভেদ করিয়া থাকিবেন বিশ্বাস করি। যাহা হউক ;—

সূর্য্য স্ব-প্রকাশ। তাঁহার কিরণজাল সর্ব্বস্থানে, সমানভাবেই বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তবে যদি চারিদিকে অট্টালিকা নির্ম্মিত থাকে অথবা নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ রাখা হয়, তাহা হইলে রশ্মি প্রবেশ করিবে কিরূপে। তথাপি উঁকি-ঝুকিতে কিছু কিছু প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায়।

প্রভুবন্ধু বাণী,—"আমি স্ব-প্রকাশ" দিনান্তে একবার স্মরণ করিস্। আমার স্থান আমিই করিয়া লইব। তিনি মানব-হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিতে জানেন।

তাঁহার আদেশ, উপদেশ এবং লীলা-বিলাসসমূহ এতই মধুর ও সারল্যপূর্ণ যে, তাহা বুঝিতে শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক চর্চ্চার আবশ্যক করে না। এই ছাঁচে ফেলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে প্রয়াস পাইলে ভাষ্যমেঘে মূল সত্য ঢাকা পড়িয়া যাইবে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর মুরারীকে বলিয়াছিলেন ;—

"মুরারী, আধ্যাত্মিক চর্চ্চা করিও না, তাহা হইলে আমাকে পাইবে না।"

যাহাতে তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলে এবং তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা করা সমীচীন নহে। তাঁহাকে চাওয়া ও পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য।

মায়াবাদ, আধ্যাত্মিক চর্চ্চা, তন্ত্রের বিভীষিকা কর্ম্মকাণ্ড, যোগ-যাগ প্রভৃতি অসার ধর্ম কর্ম সমস্ত এবলিস্ (লোপ) করিয়া নিগূঢ় প্রেমরস বিতরণের জন্য, উদ্ধারণ, মহাউদ্ধারণ প্রেম-সূত্রে একতা বন্ধনের জন্যই অবতরণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুবন্ধুর **জীবন**—পবিত্র, মধুর, প্রাণারাম ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ।

তাঁহার **আদেশ, উপদেশ**—সরল, স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর। তাঁহার **আচরণ ও প্রচারণ** জাতিবিদ্বেষমূলক বা গণ্ডিবদ্ধ নহে।

মানবত্ব বিকাশের পরিপন্থী, প্রাণহীন অনুষ্ঠান, কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক আড়ম্বর এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্যে রাখিয়া পরোক্ষে নিজকে প্রচারিত করিবার উপদেশ তাঁহার নাই।

জনসমাজের মধ্যে থাকিয়া কি ভাবে ত্যাগ ও কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা মানব মহামানবত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি আচরণ করিয়া, বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই উদ্ধারণ আত্মশুদ্ধি, "আত্মশুচি উদ্ধারণে", মহাউদ্ধারণ, বিশ্বপ্রেম, একতাবন্ধন, সাম্যবাদ এই মানব-ধর্মমতের ও পথের সৃষ্টি করিয়াছেন **প্রভুবন্ধু**।

প্রভু নিজেকে পরিচয় দিলেন ও জগত-সভায় কোন শঙ্কা না করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া জানাইতে বলিলেন, "আমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আমাতে সকলি প্রকাশ। আমি হরিপুরুষ, প্রভু, জগদ্বন্ধু। আমি নেতা, গুরু, জীবন মরণের সাথী।"

"তোমরা যোগ-ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ঊর্দ্ধরেতা ও অজপা-সাধনসিদ্ধ হও।" "শূন্য থেক না, সদা স্মরণ বই।"

"তেজ, অগ্নি বা ব্রহ্মবীর্য্য সঞ্চয় ক'রে, অপাপবিদ্ধ হও, হরিনাম মহানাম করে, আমাকে চিনিয়া লও।"

"জীবে জীবে গাঢ় সম্বন্ধ। মহাকল্যাণকর মহামিলনের একমাত্র পথ, এই ভাব জাগাইয়া তোল। নিজে প্রেমভক্তিরসে আপনি ডুবিয়া, অন্যকে ডুবাও।" (বন্ধুবাণী)

ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তাঁহাকে দেখিলাম, বচন-অমিয়-রস পান করিলাম, তাঁহাকে চিনিলাম কৈ, বুঝিতে প্রয়াস পাইলাম কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই বিদ্যাপতির ভাষায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না ;—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন কেলি,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।'

এমন দয়াল শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর সেবা পরিচর্য্যা করিলাম না, তাঁহার আদেশ উপদেশ পালন করিয়া তাঁকে সুখী ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিলাম না, অনাদরে দূরে সরাইয়া দিলাম। বন্ধুভক্ত, সেবক নামধারিগণের এবং বিশ্বের চরম ও পরম দুর্ভাগ্য। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "তোরা হরিনাম তথা মহানাম না করলে আমি ঘরে থেকে থেকে পাষাণ হয়ে যাব।"

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের শেষ বাণী 'এমন সোণার দেহ বাঘে খেয়ে ফেলল, কেউ দেখল না।"

তাঁকে পাষাণ করিয়া দিলাম, তবুও হরিনাম দ্বারা, আদেশ উপদেশ প্রতিপালন দ্বারা, তাঁহার পাষাণ হইবার গতিরোধ করিলাম না, এর চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে পারে!

"বিদায় করেছি যারে নয়নের জলে,
এখন আনিব তাঁরে কিসের ছলে।"

ইহাই প্রভুবন্ধুর দিগ্‌দরশন। একনিষ্ঠ বন্ধুভক্তগণ এই দিগ্‌দর্শন আস্বাদন করিয়া নিজ অধিকার অনুযায়ী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবেন, এই ভরসা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ চায় শান্তি ও আনন্দ। আনন্দই ব্রহ্ম। সত্যানুসন্ধিৎসুগণ—যাঁহারা জগদ্বন্ধু পূর্ণ ভগবান, মহাপুরুষ কি মহামানব বা মহাসাধু অথবা সাধারণ মানুষ, সেই বিচারবুদ্ধির পূর্ব্বে, প্রভুবন্ধুর জীবনী, ঘটনাবলী, আদেশ উপদেশ—জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহারা এই সুমধুর লীলাগ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু চরিতামৃতের আদি প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে আবির্ভাব-তত্ত্ব।

দ্বিতীয় ভাগে—বাল্যলীলা, বিদ্যা-বিলাস, পাবনায় প্রথম প্রকাশ ও কোমলদেহে অমানুষিক অত্যাচার, অহিংসার বাণী, নিরুদ্দেশ, চিন্ময় দেহের আলেখ্য (ফটো) গ্রহণ এবং ফরিদপুরে পদার্পণ-কাহিনী বর্ণিত হইবেন।

মধ্যলীলা খণ্ডে—লৌকিক ও অলৌকিক, অন্তর্য্যামিত্ব, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, মায়াতীত হইয়াও মায়িক জগতে সম্পর্ক পাতাইয়া জীবে ও ভগবানে অতি গাঢ় নিকট সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য লৌকিকভাবে, অনেক মাধুর্য্যময়ী লীলাবিলাস করিয়াছেন,—সে এক অপূর্ব্ব-কাহিনী বর্ণিত হইবেন।

অন্ত্য-খণ্ডে—বন্দুক, যষ্টী প্রহার, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতনের নানারূপ হুমকি ভয় না করিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া, লোকাপেক্ষা না করিয়া, একাকী নির্জ্জন, অন্ধকার পর্ণ-কুটিরে, জনসমাজের মধ্যে ছিলেন প্রায় সতের বৎসর কঠোর মৌন তপশ্চর্য্যায়। তৎপর সর্বত্যাগী, উলঙ্গ মূর্ত্তি, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু-ভাবের লীলা-বিলাস, বাহিরে আসিয়া প্রায় শেষ তিন বৎসরকাল কি ভাবে ছিলেন, কাহার জানিতে সাধ না হয় ? আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ডে এই তিন অবস্থা বর্ণিত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) অবতার বার্ত্তা প্রচারণ

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে আবাল্য খেলাধূলার মধ্যেই দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, এমন কি মার্ব্বেল গুটি লইয়াও হাত কাড়াকাড়ি করিয়াছি। সেই সময়ে তাঁহাকে বুঝি নাই, চিনি নাই, সাধারণভাবে জগৎসাধু বলিয়াই নিন্দাবাদ করিয়াছি।

কিশোর বয়সের পূর্ণ বিকাশ সময়ে, সংযমবিহীন কতিপয় সঙ্গীসহ ক্রমে অজ্ঞান তামসীতে ডুবিতেছিলাম ; সেই অকল্যাণকর দুঃসময়ে, পিছন হইতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "ওপথে যেওনা, ফিরে এসো। ভয় নাই, আমি আছি। তোমার গতি অহং, আমি ভিন্ন একুলে, ওকুলে আর কেউ নাই। চিন্তা করোনা, চিরগুরু রইলাম, ইত্যাদি বলিয়া তেজোময় শক্তিতে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া আদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"সুবল বটু সকল রকমে পটু।"

সেই সময়ে যোগ ব্রহ্মচর্য্য-প্রণালী লিখিয়া দিলেন ও হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়া এবং তৎসম্বন্ধেই কতকগুলি কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়, একনিষ্ঠ, কঠোর ব্রহ্মচারী, অজপা-জপসিদ্ধ, প্রেমিক রমেশচন্দ্রের সহকর্ম্মীরূপে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন। তদবধি রমেশচন্দ্রের সেনাপতিত্বে, সতীর্থ, ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্গীসহ, প্রভুবন্ধুর আদেশ মতো কার্য্য করিতে লাগিলাম। আমাদের দল পুষ্ট দেখিয়া প্রভুবন্ধু রহস্যচ্ছলে বলিতেন, 'সহরিয়া বাবু', 'পদাতিক সৈন্য'।

আত্ম-প্রকাশের আভাষ

সেই সময়ে প্রভুবন্ধু, জন্মরহস্য ভেদ ও হরিপুরুষ মহাউদ্ধারণ, পূর্ণব্রহ্ম, প্রভুবন্ধু, গুরুবন্ধু ইত্যাদি লিখিতভাবে ও বাণীর মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিয়া, যেখানে সেখানে, ছোট বড় না বাছিয়া, প্রচার করিবার ভার শ্রীমৎ অতুল চম্পটী ও রমেশচন্দ্রের প্রতি অর্পণ করিলেন। চম্পটী মহাশয় আদেশ পাইয়াই কলিকাতা মহানগরীরতে বেহাল-বেশে, শ্রীকরতাল হস্তে শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত নির্ভয়চিত্তে হাইকোর্টের মধ্য দিয়া এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে অলি-গলির মধ্য দিয়া 'ভজ জগদ্বন্ধু, 'কহ জগদ্বন্ধু' গাহিয়া মহানগরী মাতাইয়া উঠাইলেন জগদ্বন্ধু নামে। এই প্রচারণের ফলে তাহাকে অনেকবার লালবাজার থানার গারদেও যাইতে হইয়াছিল, তবুও জগদ্বন্ধু নাম ছাড়েন নাই। যেমন ঠাকুর হরিদাস প্রহার খাইয়াও বলিয়াছিলেন,—' বদনে না ছারিমু হরি নাম।'

এদিকে অবতারবার্ত্তা ও জন্মরহস্য ভেদ করিবার আদেশ পাইয়া রমেশ চন্দ্র মহোল্লাসে প্রথমতঃ নিজ সঙ্গীগণ মধ্যে আলোচনা করেন। ফলে; যাহারা হুজুগে পড়িয়া যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজন সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্যে জনসমাজে ও সভাসমিতিতে অপ-প্রচার করিতে থাকেন। ফলে দুই কার্য্যই হইল, যাঁহারা জগদ্বন্ধু সম্বন্ধে কোন কিছুই জানিতেন না তাহারও জানিয়া গেলেন, নিজেরাও নানা সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া যোগ দিলেন।

অদম্য উৎসাহী রমেশচন্দ্র প্রকাশ্যে অবতারবার্ত্তা সহরে ও সহরতলিতে জোর প্রচারণ আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর প্রিয় ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম বিতরণ করিতে লাগিলেন,—বাগ্‌দী মোহন্ত সম্প্রদায় খোল করতালে কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় গানের মধ্যে আখর দিল, -

১। নগরবাসী পুরুষ নারী,
বল, জগদ্বন্ধু অবতারী।

২। জগদ্বন্ধু অবতারে,
নাশ কৈল জাত-বিচারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। জগদ্বন্ধু অবতার,
সব কৈল একাকার।

ফলে ছাত্রমহলের অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া, প্রাণের আবেগে অভিভাবকের অত্যাচারে গৃহ ত্যাগ করিল। বড় শিক্ষিত মহল সভা সমিতি করিয়া এই গতি রোধ করিবার প্রয়াস পাইলেন। ফলে জগদ্বন্ধু নাম প্রচারণ ভালই হইল। রমেশের প্রতি প্রভুবন্ধুর লিখিত আদেশ আসিল 'ঢাকা লাল সিটি', সেখানে লাল অক্ষর মুখস্থ করিয়া মাষ্টার হইবা, ঢাকা যাও।

রমেশচন্দ্র ফরিদপুরের বন্ধু-সঙ্ঘ (সংঘ) পরিচালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য-ভার এই ত্রিকালের পতিতের প্রতি অর্পণ করিয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন ও মিশনারী স্কুলে এসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টারী পদ গ্রহণ করিলেন। প্রধান শিক্ষক দীনবন্ধু বাবু গুণমুগ্ধ হইয়া 'প্রভুবন্ধু' নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কালিন্দীমোহন, উপেন, ধীরেন সেন, তারকেশ্বর সঙ্গী ছিল, আরও নূতন নূতন অনেক সঙ্গী জুটিয়া গেল। উল্লেখযোগ্য নাম ডাক্তার ঊষারঞ্জন মজুমদার, ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার সুধন্যকুমার সরকার, শিক্ষক ব্রজেন্দ্রকুমার নিয়োগী, তিল্লির জমিদার নরেন্দ্রমোহন রায়, রাধাবল্লভ সাহা, মহেন্দ্র রায়, প্যারীমোহন সেন প্রভৃতি আরও অনেকে। ঢাকায় দল পুষ্ট হওয়ায় প্রভুবন্ধুর বড় চিত্রপট লইয়া কীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং পাগলা গারদ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত ও সাধু সন্ন্যাসী মহলে অবতারবার্ত্তা জোর প্রচারণ হইল। যদিও তেমন কেহই গ্রহণ করিল না, তথাপি জগদ্বন্ধু নাম সকলে জানিল মাত্র।

বৎসর কয়েক পরে প্রভুবন্ধুর আদেশ হইল। ঢাকা চিরত্যাগ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে যাইয়া প্রফেসরী কর। মহানগরীতে আসিবার পরই আদেশ আসিল,—"কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া হরিনাম ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কর ও বছরে তের কেতাব লিখ।" শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দরের নিগূঢ়-তত্ত্ব অলৌকিক।

রমেশচন্দ্র ইঙ্গিতে আদেশের দুইটি কারণ বুঝিলেন। প্রথমতঃ নৈষ্ঠিক-ভক্ত অতুল চম্পটী মহাশয় মহানগরীতে ঘরে ঘরে নাম বিলাইয়াছেন,—গ্রহণ করিয়াছে অতি সামান্য সংখ্যক লোক।

তুমি ফরিদপুর এবং ঢাকায় জোর প্রচারণ চালাইয়াছ, গ্রহণের সংখ্যা অতি অল্প। তবে জগদ্বন্ধু নাম চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। অবতার বা অবতারী সময় হলে লোকে বুঝবে, প্রকৃতির অনুকূলে ধীরে ধীরে আমার কাজ হইবে। তোরা যোগ ব্রহ্মচর্য্য ধর। আমি স্ব-প্রকাশ নিজের আসন নিজেই করিব। ইত্যাদি রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রচারণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

জ্ঞানের উদয় না হইলে, মানুষ সত্যগ্রাহী না হইলে, মনুষ্যত্বলাভ না করিলে উচ্চ চিন্তার অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন ;—

"Let us, first. try and be human ; then we shall be fit to have a realisation to Higher Truth."

(Rames Sarma)

আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা যতই উন্নত ও বিকশিত হইবে ততই আমরা নব নব, অধিক হইতেও অধিকতরভাবে উচ্চ বিষয় সমূহ অতি সুস্পষ্ট এবং সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিব।

মহানগরীতে আসিবার অতি অল্পকাল মধ্যেই রমেশচন্দ্র অযাচিতভাবে কলেজে প্রফেসারী পাইলেন এবং বন্ধু-বাণী সত্য হইল। মহানগরীতে শ্রীমান্ মাখনলাল ধর, শ্রীমান নরেন্দ্রলাল বসু দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, ব্রহ্মচর্য্য ও তাঁহার রচিত অন্যান্য মানুষ-গড়া পুস্তক প্রচারণ আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট জগদ্বন্ধু-প্রসঙ্গ বলা ছাড়িয়া দিলেন। কেহ আগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের বিষয় কিছু জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিতেন, সুরেশের নিকট হইতে শোনগে। তাঁহার প্রতি প্রভুর অর্পিত ভার রয়েছে। এদিকে প্রভুবন্ধু রমেশচন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মচর্য্য প্রচারণের ভার অর্পণ করিয়া এই ত্রিকালের পতিতের প্রতি "বন্ধু-চর্চ্চা, চারণ, প্রচারণ, সব" কিছু মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচারণ করিয়া চালাইবার আদেশ আমার "মস্তকে" প্রদান করিলেন।

একটা কথা মনে পড়ে, বাংলা প্রবচন ঃ—

"সকল গেল মইরা,
কর্ত্তা হইল হইরা।"

রমেশচন্দ্র সাক্ষাৎ আলোচনায় এবং পরে কলিকাতা ও আগ্রা হইতে বারংবার চিঠি পত্রদ্বারা "আর কালবিলম্ব না করিয়া, ধারাবাহিক, কিছুমাত্র গোপন ও কাহারও মুখাপেক্ষা বা রূপাইত না করিয়া, সঠিক ধারাবাহিক প্রভুবন্ধু-চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা ও ছাপাইয়া প্রচার কর"—এই নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। কি ধারায় আরম্ভ ও শেষ করিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে আমার হৃদয়ে প্রাণারাম দেবতার একখানা সঠিক জীবনী লিখিয়া বিশ্ববাসীকে উপহার দিবার ইচ্ছা বলবতী ছিল। কিন্তু এদিকে নিদারুণ অর্থ-শঙ্কট। বহু অর্থের প্রয়োজন, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা আমার আর নাই। কাজেই "আমাদ্বারা এই কার্য্য হবেনা সাধন' এই ভাবিয়া হতাশ-তিমিরে বসিয়াছিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রেমদাস ব্রহ্মচারী ভাই কাশীতে আসিয়া গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে। বলে যে, কলিকাতা মহানগরীতে মহাপ্রাণ এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে আছেন, যাঁহারা অর্থ এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দ্বারা এই মহান্ কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিতে পারেন।"

ইহার পর গত বৎসর কলিকাতা যাই। তথায় শ্রীমান্ হরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার, শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ মাখনলাল ধর, কবিরাজ মাখন ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ নরেন্দ্রলাল বসু, শ্রীমান্ উপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ যামিনীকান্ত গুপ্ত, ডাঃ শ্রীমান্ আশুতোষ নন্দী, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত মজুমদার, ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ (বাড়ী থাকিয়া) এবং শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভদ্র প্রভৃতি আরও কতিপয় প্রভুবন্ধুতে একনিষ্ঠ ও অনুপ্রাণিত পরিচিত, নূতন ও পুরাতন বন্ধুভক্ত বান্ধবগণ, সম্মিলিত হইয়া, আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এবং বন্ধু-কথা শুনিয়া বলিলেন, "ইহা বিশ্ব-কল্যাণকর, ইহা লুপ্ত হইতে পারে না। আমরা অর্থ কড়ি সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রচারণের ভার বহন করিব, আপনার কোন কিছু ভাবিতে হইবে না, আপনি কেবলমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিন" ইত্যাদি আশার-বাণী বলায়, ইহা প্রভুবন্ধুর প্রেরণা ও অভাবনীয় সুযোগ মনে করিয়া এই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত গ্রন্থ মুদ্রণ ও বহুল প্রচারণ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের হাতে প্রদান করিলাম।

বর্ত্তমানে আমি অনারোগ্য রোগে জীবন-মরণ সন্ধিস্থলে, তথাপি বিশ্ব-হিতকামী সারল্য-প্রতিম বন্ধুভক্ত বান্ধবগণ এই ত্রিকালের পতিতের দ্বারা কার্য্য করাইবার উদ্দেশ্যে জীবন ভিক্ষা ও কার্য্যশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রভুবন্ধুর শ্রীচরণে সকাতরে নিয়ত কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন সমবেত প্রার্থনায়। সেই শক্তিতে এবং মনোবলেই কার্য্য-সূচনা করিয়াছি। ভাব ও ভাষাশুদ্ধির দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিয়াই মূল বিষয়বস্তু যথাযথ পরিবেশন করারই প্রয়াস পাইয়াছি। অদোষদরশী, ভক্ত ও সুধী সমাজ, এই গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিলেই শ্রম সফলবোধ করিব এবং চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশ্বকল্যাণকর সুমহান্ কার্য্যে যাঁহারা অর্থদ্বারা এবং অন্যান্যভাবে সাহায্য করিবেন ও করিয়াছেন, এ দীন, পতিত, অধম অবনতমস্তকে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

যে সমুদয় বন্ধুভক্ত, একনিষ্ঠ সেবক পরম উৎসাহে এই দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, আমার আজীবন সাধনার আকাঙ্ক্ষা পূরণে অগ্রসর হইয়া হৃদয়ভার লাঘব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক বন্ধু-প্রীতি জানাইবার ভাষা আমার নাই। পরমকরুণাময় পতিতপাবন দীনজনবল্লভ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে গললগ্নীকৃতবাসে কায়মনোপ্রাণে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল কামনা করি। ইতি—

বানারস
বৈশাখ, ১৩৬২।

বিনয়াবনত, দীন-সেবক
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু জয়তি

প্রকাশকের নিবেদন

বন্ধুবাণী :—

"মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম, দান, উদ্ধার বিধান ॥"

বিবেকবাণী : —

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।"

'শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃতে'র গ্রন্থকার, প্রভুবন্ধুর একনিষ্ঠ সেবক, সত্যপ্রিয়, তত্ত্বজ্ঞ, পরমধার্ম্মিক, সর্ব্বজন-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, উদারহৃদয়, অজপা-সিদ্ধ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার ন্যায় অভাজনেরও পরমবান্ধব এবং আত্মীয়।

তিনি জীবন-সন্ধ্যায়, কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত। এই অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, জগজ্জন-কল্যাণ-কামনায়, বিশেষভাবে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরেরর অনুগ্রহভাজন ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রের জন্য এই অমূল্যগ্রন্থ সম্পাদন করিয়া যে মহান্-কীর্ত্তি রাখিলেন তাহার তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভবে।

বাল্যের খেলাধূলার সময় হইতেই তিনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুকে দর্শনের এবং কৈশোর হইতে প্রভুর প্রেমমাধুর্য্যপূর্ণ সঙ্গলাভ ও আদেশানুযায়ী কঠোরতম নিয়মাদি পালন করিয়া মানব-জীবন ধন্য করিয়াছেন।

পঞ্চাশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকালের শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর লিখিত চিঠিপত্র, ভূত-ভবিষ্যৎ-বাণীর শ্রীহস্তলিখিত খাতাপত্র, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের মাধুর্য্য-লীলা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাসের বিচিত্র কাহিনী, প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবিধ ঘটনার বিবরণ এবং বহু স্মারক-লিপি গ্রন্থকারের হাতে রহিয়াছে। এই সমুদয় বিষয় এতদিন অনেকের নিকটেই অজ্ঞাত ছিল।

আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা-বিলাসের প্রকৃত বিবরণ জানিয়া বিশ্ববাসী জীবন সার্থক করুন। আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা নিজ নাম জাহির করিবার প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা প্রভুবন্ধুর বাণী, আদর্শ ও আস্বাদনীয় বিষয়-সমূহ সঠিকভাবে জগতকে জানাইতে পারিবেন তিনি বা তাঁহারা আমাদের সকলেরই পরম বান্ধব ও প্রণম্য। সেই জাতীয় মহতী চেষ্টায়ই একমাত্র প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

গ্রন্থকার মহোদয়কে প্রলোভিত করিয়া অনেকে বিবরণ ও গ্রন্থ মুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে এই সুপবিত্র মহান্ জিনিষ যার তার হাতে দিয়া আত্মলাভেচ্ছা চাহেন নাই। অথচ নিজের সামর্থ্যের অভাবে মুদ্রণও করিতে পারিতেছিলেন না।

তিনি কলিকাতা আসিলে আমাদের বন্ধু-ভক্ত সম্মেলনে তাঁহাকে এতৎসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি অকপটভাবে, দুঃখবিজড়িত করুণকণ্ঠে সমুদয় জ্ঞাপন করিলেন :—

তিনি বলিলেন,—"আমি জানি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর জগতবাসী সকলের, এক জনের নহে। তাঁহার সব কিছু, বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য। প্রভুর বিশালত্বের যেটুকু জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তাহা প্রকাশিত না হইলে বা অন্যকে প্রকাশ করিতে না দিলে, আমার অভাবে এই সব লুপ্ত হইবে এবং বিশ্ব-কল্যাণের দ্বার এই দিকটা রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদ গ্রহণের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া পাইতেছি না—যিনি ইহা বুঝিয়া গ্রহণ করিবেন ও সঠিকভাবে প্রচার করিবেন।"

তিনি আরও বলিলেন, —"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের প্রভু-বন্ধু লিখিত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা, তাঁহার রচিত সঙ্গীত, চিঠিপত্র, আদেশ, উপদেশ, সব কিছু মুদ্রণ, প্রকাশন, প্রচারণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু বলিয়াছিলেন,—"তোর হাড় দ্বারা আমার কার্য্য হইবে"—এই আশালতা ধরিয়াই রহিয়াছি এতকাল।"

"দধিচী মুনির হাড়ে বিশ্বখ্যাত বজ্র তৈয়ারী হইয়াছিল। এ দেহ অচল, পঙ্গু, হাড়ের সমষ্টি হইয়া গেল, কার্য্য কিছুই হইল না, বিশ্বমাঝে প্রেমের প্লাবনে শীতল করবার মতো। প্রভু কথিত "যা কিছু সব" বলার মধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ-লীলা প্রকাশেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীত অনেক আছে, তিনি কীর্ত্তনচ্ছলে আত্মকথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যে চলিয়া যাইবেন অর্থাৎ চিণ্ময় বপু অদর্শন হইবে, তাহারও আভাষ দিয়াছেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়া। '**সব র'ল**, প্রভু গেল অন্য উদ্ধারণে' অর্থাৎ আমি কিছুই লইয়া গেলাম না, আমার যা কিছু অবদান সবই তোমাদের জন্য রাখিয়া, অন্য ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধারণে গেলাম।" যাহা হউক,—প্রভুর সকল আদেশ পালন করিতে না পারিলেও পঞ্চাশ বছর পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ফলাফলের মালিক তিনি।"

'তাঁহার রচিত ও সুসজ্জিত সংকীর্ত্তন ও কীর্ত্তন-সঙ্গীত, সংক্ষিপ্ত জীবনী 'বন্ধু-কথা', আদেশ-উপদেশ, সার্ব্বজনীন উপদেশ, উপদেশ-পত্র, কীর্ত্তনে শিক্ষাদান প্রভৃতি গ্রন্থ তৎসময়ে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকায়, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই কয়েক সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির আলেখ্য প্রচার করিয়াছি। উহাতে অর্থলাভের কোন আশা বা উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল প্রচারণ।'

"উপরোক্ত গ্রন্থাদি প্রচারণের ফলে, 'উল্‌টো বুঝিলি রামে'র অবস্থা হইয়াছে। কেহ কেহ 'বন্ধু-কথা' ও 'আদেশ উপদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমার বিনা অনুমতিতেই বেড়াজালে ছাকিয়া লইয়া অনেক স্থলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক বিষয় ও কথা, নিজ মনোমত খাপ খাওয়াইয়া প্রকাশ করিতেছেন।

"শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর গভীর তত্ত্বমূলক সহজ বাণীসমূহ শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি, প্রমাণ এবং আধ্যাত্মিক নানা ব্যাখ্যা দ্বারা জনগণকে বুঝান হইতেছে, পরোক্ষে স্বীয় মত স্থাপনোদ্দেশ্যে। আমার সংশ্লিষ্ট অনেক জানা বিষয়েরও রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে।

এমন কি, প্রভু-বন্ধুর রচিত ও সুসজ্জিত সংকীর্ত্তনাদি, সঙ্গীতসমূহ ওলট পালট করিয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। প্রভুর রচনা, কীর্ত্তন, ত্যাগী বা গৃহীদের মধ্য হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে মাত্র, চন্দ্রপাত গ্রন্থের মহাকীর্ত্তন, প্রভু-পতন রচনার দুঃখময় কাহিনীর প্রথম মুখটুকু। তদ্ভিন্ন নিজ নিজ রচিত সংগীত প্রচলনে প্রভুর রচনা লুপ্তপ্রায়। কেবল বিক্রয়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত আছে। "আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়" এরূপ ভাব নাই। অন্তর্য্যামী প্রভু-বন্ধু ভবিষ্যতে এরূপ হবে বুঝিয়া 'চন্দ্রপাত' গ্রন্থের শেষে ইঙ্গিত করিয়াছেন—আমার মনে হয়—"আপন অপন পণ পাণীয় না না। ভাণীয় ভণীয় ভন তানিয় নানা। (না না না ব) (হরি নাই আয় যাই)"। —(চন্দ্রপাত

অর্থাৎ "সেবকগণের মধ্যে আনুগত্য, প্রীতির ভাব না থাকায় নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ তৈরী পানীয় আমাকে খাওয়াইবার জন্য জেদ্ ধরে চলছে।"

আমার রচনা, হরিনাম বাদ দিয়ে নিজ নিজ ভণিতাযুক্ত নানা তানে চলছে, এতে হরিনাম নাই, ও শুনে কি হবে 'আয় যাই'। ইত্যাদিরূপ অপ-প্রচার আমি জীবিত থাকতেই করা হচ্ছে, পরোক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ হচ্ছে মাত্র।" এই আমার মনে হয়।

"আমি নিজে কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না; এক দিকে দেহ অপটু, অপর দিকে নিদারুণ অর্থসঙ্কট, অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, সে অভ্যাস বা সামর্থ্য নাই, তা পারবও না। আমি জীবিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে নিজে অপ্রকাশিত ঘটনাবলী মুদ্রিত করে যাব ; যদি বিশ্ব-সভায় না ধরতে পারি বা ভবিষ্যতে যাঁরা সুচারু বন্ধু-মন্দির গড়বেন তাঁদের জন্য যদি উপাদানও রেখে যেতে না পারি ;—তা হলে ধরাধাম ছাড়বার পূর্ব্বে সমস্ত গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দিব, তথাপি আমার প্রাণারাম নয়নানন্দকে অপ-প্রচারিত করিবে, জানা সত্ত্বেও অন্যকে দিতে ইচ্ছা করি না" ইত্যাদি অনেক অনুশোচনা করলেন।

শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্রের সঙ্গীয় অনেক খাতাপত্রে জগৎ-কল্যাণকর বহু বিষয় দেখিয়া ও লীলা-বিলাস মাধুরী আস্বাদন করিয়া, উপস্থিত বন্ধুভক্তগণ বলিলেন, ইহা লুপ্ত হইতে পারে না, যেভাবেই হউক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেই হইবে। আপনি লিখিয়া আমাদের হস্তে ন্যস্ত করুন, অর্থ সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রচারণ করিবার যাবতীয় কার্য্যভার আমরা গ্রহণ করিলাম।

উপস্থিত প্রভু-বন্ধুতে একনিষ্ঠ বান্ধবমণ্ডলী একবাক্যে এই কথা বলায়, তিনি হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ধন বিশ্ব-মানবের কল্যাণকর এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন ও কার্য্য-ক্ষমতা রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা চাহিয়া সমবেত প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চরিতামৃত গ্রন্থ প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, আবির্ভাব-তত্ত্ব। বিষয়টি অতি জটিল হইলেও সুমধুর এবং আস্বাদনীয়। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগে পাঠ্যাবস্থা এবং নবনীত চিণ্ময় কোমল দেহে অমানুষিক অত্যাচার, অহিংসার বাণী প্রচারণ ও আত্ম-প্রকাশ কাহিনীর পূর্ণ বিবরণে পরিশোভিত থাকিবে।

মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে লীলা-বিলাস-রস-উদ্গীরণের অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূরিত হইবে।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, গ্রন্থকার অতি বৃদ্ধ এবং পীড়িত। ভাষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ব্যাকারণ-শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তিনি মূল বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও যথাসম্ভব তাহাই প্রকাশ করিলাম। আমাদের কার্য্যের জন্য কোন বিষয়ে ত্রুটি হইলে তাহার জন্য আমরাই দায়ী, গ্রন্থকার নহেন।

আমার ন্যায় ভগবদ্‌বিমুখ জনের উপর এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়া পরোক্ষে জগদারাধ্য শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের অপূর্ব্ব লীলামাধুর্য্য আস্বাদনেরই কতকটা সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি খুব তাড়াতাড়ি ছাপিতে গিয়া সামান্য মুদ্রণ-ত্রুটি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়াছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ, রাজহংস যেমন নীড় ফেলিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, তদ্রূপ গ্রন্থের সার সত্যবস্তুই গ্রহণ করিবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যে সকল বন্ধু-সেবক আমাকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইউনিক প্রিন্টিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় তাড়াতাড়ি গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিনয়াবনত

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সমাজদার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ॥

১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের শ্রীমূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-চরিতামৃত

আদিলীলা-বিলাস

প্রথম ভাগ

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরম্

প্রথম পল্লব

প্রণতি

"নমস্তে নিত্যরূপায় বিশ্ববীজ সনাতন।
নমঃ সর্ব্বস্বরূপায়, প্রধান পুরুষাত্মনে,
বিশাল বিশ্বরূপস্তং কারণাঞ্চ কারণম্।
নমঃস্তেতু জগদ্বন্ধু, মমনাথ, মমপ্রভু॥
সন্তঃপ্রাণ তদাত্মকাঃ।"

"জগদ্বন্ধোকৃপাসিন্ধো, শরণাগত পালকঃ,
তদ্দাস দাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং ত্বং নানারূপধারকঃ
ক্ষমস্ব পাপরাশিং মে মনোবাগ দেহসম্ভবং
দেহি মে বিমলাভক্তিং ত্বাং নমামি জগৎপ্রভো ॥"
"সর্ব্বাশ্রমানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
অত্রামুত্রৈক মিত্রায় নমো ধর্ম্মায় বেধসে ॥"
ধর্ম্মনৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং, ধর্ম্ম ধরাধারকং
ধর্ম্ম-দ্বস্ত ন কিঞ্চিদস্তি, ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ।

যাহা শ্রবণ করিলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত ও "নির্ম্মল ছাপ সাদা বরফের মতো হয়।"

যাহা কলিকলুষনাশন, প্রলয়দমনকারী, ভবদাবাগ্নি-মোক্ষণ ও পরমকল্যাণ পথস্বরূপ। যাহার উচ্চ নিনাদের শব্দঝঙ্কারের মহতী-শক্তি বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত, পশু-পক্ষী স্থাবর-জঙ্গম তরাইতে এবং বৃক্ষ-লতা-গুল্ম নাচাইতে ও পৃথিবীর ধূলিকণা, অণু-পরমাণু পবিত্র করিতে সমর্থ; যাহা শ্রবণ-মন-রসায়ন, প্রেমামৃত আস্বাদন ও রসাবেশে দেহ-মন-প্রাণ আনন্দ উৎফুল্ল করে,—সেই **শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন** তথা মহানাম—হরিপুরুষজগদ্বন্ধু নাম কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক। এই ত্রিকালের পতিত সাষ্টাঙ্গে মহানাম-যজ্ঞে প্রণাম করিয়া ধন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিতের প্রার্থনা

প্রভুবন্ধু ! প্রাণারাম !! নয়নানন্দ !!! হৃদয়রঞ্জন ।

সংসার অরণ্যে যদি বান্ধব-বিহীন,
পথভ্রমে ভ্রমি ভ্রান্তমতি ।
নিরন্তর যন্ত্রণায় হই যদি ক্ষীণ,
তব পদে থাকে যেন মতি ।
তুমিত সর্বত্র নাথ, আছ বর্ত্তমান,
তোমাতে তো সকলি প্রকাশ ।
দুঃখেতে কিহেতু তবে হব ম্রিয়মাণ,
তব প্রেম না করি বিশ্বাস ।
দেও প্রেম ! দেও প্রেম !! দীনে প্রেমময়,
বড় আশা, পূজিব হে পা দুখানি প্রাণেশ !
মরুময় হৃদয় আমার,
সিঞ্চ প্রভু প্রেমবারি তাহে,
বঞ্চনা করোনা দেব, বাঞ্ছাকল্পতরু ।

দয়া কর দয়াময় কর ছায়া দান,
চরণ-ছায়াতে রাখ, রাখ নাম মান ।
আপদ হরণ কর, অনাথ বৎসল,
আমার ভরসা তব চরণকমল ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা দৃষ্টি কর প্রভো ! তোমার সৃজিত
বিশ্বের প্রতি। কর নাথ কারুণ্য কল্যাণ,
ক্ষমা-দয়া-ধর্ম্ম-দান উদ্ধার বিধান ।

"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি,
শুষ্ক হৃদয় লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
ঊর্দ্ধ্ব মুখে নর নারী ॥"

"প্রভো, সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন,
তব মঙ্গল মন্ত্রে।
বিকাশে মাধুরী, হৃদয় বাহিরে,
তব সঙ্গীত ছন্দে।"

দেও শক্তি শক্তিময় দেবতা আমার।

হে প্রভো জগদ্বন্ধুসুন্দর !

তুমি বাংলার। তুমি গৌরব বাঙ্গালীর। তুমি নাম ধরেছ জগদ্বন্ধু ! তুমি ভারতের, তুমি জগতবাসীর পরম হিতকারী বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছ, তাই আজ প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া ;—

"তোমারি ঘোষণা ঘোষিব জগতে
গাহিব তোমারি গান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কাহিনী কহিব সবারে,
তোমারে করিব দান ৷”

নির্মম, নিষ্ঠুর, পাষাণ মানুষের মতো
করিওনা প্রত্যাখ্যান।

হে প্রভো! জীব-কল্যাণের জন্যই তোমার এই ধরাধামে আবির্ভাব। তোমার চরিত-কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবনপ্রদ। পাপহরণে, ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে অতুলনীয়। শ্রবণ, আস্বাদন মাত্র মানবের কাম-কামনা, কর্মপ্রবাহ, নিবারিত হইয়া থাকে।

তোমার জগতজোড়া "জগদ্বন্ধু" নাম। নাম-নামী এক বস্তু, একই শক্তি ধরে।

বিশ্ববাসী তোমার স্নিগ্ধ-শীতল প্রাণারাম নাম-সুধা-মাধুর্য্য-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনার নিজ প্রভুকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হউক, ত্রিকালের পতিতজনের ইহাই কাতর প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SAYINGS OF RAMESH SARMA.

Does not the name of
Jagadbandhu mean,
One that has power to
Save from sin.

He is the great Friend of the whole
universe,
He is Sovereign of Heaven and Earth,
King of Kings and Lord of Lords.

Oh ! **Pravoo,** take our sins away,
And make us ever thine we pray.

Oh ! Our beloved Lord !
Jagadbandhu
Thou art Love and mercy,
All our hope and pride,
And glory are in Thee.

Yours for ever,
RAMESH SARMA
Agra.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমেশ শর্ম্মার বাণী।

যে নামেতে পাপ-তাপ হরণ করে,
সেই প্রাণারাম শ্রীজগদ্বন্ধু নাম।
নিখিল বিশ্বের তিনিই বন্ধু, তাই
নাম ধরেছেন জগদ্বন্ধু।
স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল স্থানের তিনি বিভু বরীয়ান্,
রাজ-রাজেশ্বর, প্রভুর-প্রভু তিনি।

হে প্রভো, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, নিরাশ্রয় জীব আমরা, তুমি হাত ধরে তুলে নেও, তোমার আপন করে লও।

হে প্রাণের দেবতা, দয়া ও কারুণ্যের অবতার, তুমি আমাদিগের আশা ভরসা, সকল প্রকার গর্ব্ব-গরিমা-আনন্দের মূলাধার তুমি।

তোমারই আশ্রিতত—
রমেশচন্দ্র শর্ম্মা
আগ্রা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পল্লব

বন্ধু ধামাষ্টক

বন্দনা

১

জয় জয় "ডাহাপাড়া"
চিন্তামণি ধাম,
যেথা অবতীর্ণ হৈলা
বন্ধু প্রাণারাম।

২

জয় জয়,
শৈশব-বাল্যের লীলা
"শ্রীগোবিন্দপুর"
শিক্ষার প্রথম স্থল,
পদ্মা কৈল চুড়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

জয় জয়,
কৈশোর-যৌবন লীলা
"শ্রীব্রাহ্মণকান্দা"
কীর্ত্তন তরঙ্গে রঙ্গ
কৈলা বন্ধু চন্দা ॥

৪

জয় জয়,
"পাব-না" (*) দুর্লভ জিলা
ধাম মনোহর।
প্রথম প্রকাশ বন্ধু,
সবার গোচর ॥

৫

জয় জয়,
বাদল আলয়ে বাস,
"শ্রীবদরপুরে"
উৎসব আরম্ভিলা
(গৌর) পুর্ণিমা দিবসে ॥

(*) পাবনা জিলাকে প্রভুবন্ধু রহস্য করিয়া বলিতেন "দুর্লভ জিলা' অর্থাৎ এমন আর "পাব না"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

জয় জয়,
"বাকুচর-ধাম-ত্রাম *
শ্রীবন্ধু লেখনী,
নন্দিত করিল সবে
বন্ধু দ্বিজমণি ॥

৭

জয় জয়,
কলিকাতা ডোমপল্লী
"শ্রীরাম বাগান"
পতিত নিস্তারে প্রভু
পতিত পাবন ॥

৮

জয় জয়,
"আঙ্গিনাই শেষ ধর্ম"
গুরু-বন্ধু বাণী,
মহাতপঃক্ষেত্র যাঁহা
আনন্দের খনি ॥

---

* বাকুচর ধাম "ত্রাম" প্রভুবন্ধু লিখিত বাণী। ত্রাম শব্দার্থ অজ্ঞাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর যোড়ে
বন্দিলাম ধাম অষ্ট
ভুবন পাবন
স্মরণে বিনাশে তাপ,
মিলে বন্ধু ধন ॥

প্রণমামি অষ্ট অঙ্গে
প্রভুর চরণে
প্রেম দানে ধন্য কর,
কৃপা বরিষণে ॥

চরণ ছায়ায় রেখো
অনাথ শরণ,
আমার ভরসা তব
রাতুল চরণ ॥

প্রণমামি ধামবাসি
ভকত চরণে,
বন্ধু ধনে ধনী ক'রো,
প্রেম বিতরণে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডবত নতি রহু
বন্ধু ভক্ত পদে.
কেশে ধরি লও তুলি
ডুবি মোহ মদে ॥

সবে ক'রো আশীর্ব্বাদ ;—
গাই যেন জগভরি,
জয় জগদ্বন্ধু হরি,
ভক্ত পদে এই ভিক্ষা,
কৃপা বাঞ্ছা করি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু দান কৈলা জগজীবে,
মহাধর্ম্ম, মহাউদ্ধারণ।
নাহি তথা মন্ত্র, নাহি তথা তন্ত্র
নাহি জাতি, নাহি পাতি।
কীর্ত্তন মঙ্গলন, সংকীর্ত্তন গীয়ন ;
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু"

রমেশচন্দ্রের ইংরাজী কবিতার বাংলা কবিতাছন্দে অনুবাদ।

জগদ্বন্ধু নামটি যাঁর, আছে তাঁর শকতি ;
পাপ তারিবার ॥
নিখিল বিশ্বের যিনি বন্ধু মহান্।
দ্যুলোক, ভূলোকের তিনি বিভু বরীয়ান্,
রাজ রাজেশ্বর প্রভুর প্রভু তিনি ॥
হে প্রভো !
মুছিয়ে দিয়ে মোদের পাপের গ্লানি,
তোমার ক'রে লওগো তুলি, এই শুধু আকুতি ॥
ওগো প্রভো ! প্রিয় মোদের, প্রেম তুমি, করুণাপুর,
মোদের আশা, মোদের গরব, মোদের গরিমা,
তোমাতে লভিয়রাছে স্থিতি ॥

শ্রীকালী মোহন চক্রবর্ত্তী।*

---

* একনিষ্ঠ বন্ধুভক্ত শ্রীমান উপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Sree Sree Pravoo Jagat Bandhu.

Living Emblem

OF

PURITY, LOVE & AUSTERITY.

Photo taken—age 17

Was Vow of Silent Seventeen Years

IN

A thatched cottage (18ft. × 10½ft.)

IN

A small village, two miles from Faridpur

Railway station

Came out after twelve years

only for three days

IN

Magh 1320 B.S. February, 1914.

NAKED, LOOKED BRIGHT & SMILING,

SIMPLE LIKE A CHILD

AND

Again was alone in the same cottage

up to 4th Falgoon, 1325 B.S.

AND

Came out naked simple like a child."

Ramesh Sarma

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পল্লব

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

একাধারে কঠোরতা এবং প্রেমের মূর্ত্তিমান প্রতীক্।

সপ্তদশ বর্ষ বয়সের প্রতিকৃতি

পূর্ব্ব-পাকিস্থান, জিলা ফরিদপুর, রেল ষ্টেসানের দুই মাইল পশ্চিমে, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সতের বৎসরকাল একাদিক্রমে ছিলেন, ১৮ × ১০৷৷০ ফিট ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটিরে, কঠোরতর মৌনাবলম্বন করিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ও কোন লোকাপেক্ষা না করিয়া।

বারো বৎসর পরে মাত্র তিন দিবসের জন্য মৌনব্রত বজায় রাখিয়া, নীরবে বাহির আঙ্গিনায় পদার্পণ করিয়াছিলেন বাংলা ১৩২০ সনের মাঘ মাসে, ইং ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে।

সকলকে দর্শন দিলেন, শিশুর মতো সরলতা ও পূর্ণ উলঙ্গ মূর্ত্তিতে, চিণ্ময় দীপ্তিতে দীপ্তিমান, সহাস্যবদনে।

পুনরায়, কঠোরতার সহিত প্রবেশ করিলেন, সেই পর্ণ কুটিরে। তৎপর পাঁচ বৎসর পরে, বাংলা ১৩২৫ সনের ৪ঠা ফাল্গুন বাহিরে পদার্পণ করিলেন মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া। সম্পূর্ণ ত্যাগী উলঙ্গ জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি, সরল দৃষ্টিভঙ্গী যেন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু। অসংলগ্ন আধ আধ কথা বলিতেন।

রমেশ শর্ম্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-পরিচয়

"জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে,
সকল শঙ্কা করিয়া জয় "

(— রবীন্দ্রনাথ)

যিনি পুরোভাগে থাকিয়া, অলক্ষিত শক্তিদানে, এই সত্তোর-ঊর্দ্ধ, দৈহিক বিপ্লবে জরাজীর্ণ, জীবন-আহবে ক্লান্ত, পংগু বৃদ্ধ দ্বারা মধুর হইতে সুমধুর, স্বীয় চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ লিখাইতেছেন, তিনি আমার প্রাণারাম শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর।

অহিংসা, সত্য, প্রেম, পবিত্রতার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে যিনি পদ্মাসনে সমাসীন; পরিহিত শুভ্র বসনে, বক্ষের বামার্দ্ধ যাঁহার আবৃত, একনিষ্ঠ শিবোপাসক দম্পতীযুগল, যাঁহাকে প্রত্যক্ষ শিবরূপে দর্শন করিয়া আবিষ্ট হইয়াছিলেন,— তাহাদিগের ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত, সুবর্ণ-তারে গ্রথিত ত্রিসূত্র রুদ্রাক্ষ মালা যাঁহার সুচারু বক্ষে, যজ্ঞসূত্রসহ শোভমান, ইনিই বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুগঠিত, সুগোল-সুন্দর-মস্তক, সুচিক্কণ কৃষ্ণকেশদামে শোভিত, যাঁহার সুবিমল, প্রশান্ত ললাটদেশ, সময়ে যাহা হইতে রাকাশশী (পূর্ণচন্দ্র) ও নীলজ্যোতি প্রকাশিত হইত,—যাঁহাকে স্বয়ং "চন্দ্রভাল" ও স্বভাবজ্যোতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—যাঁহার আকর্ণ বিস্ফারিত প্রান্তভাগ ঈষদ্ রক্তিমাভ কমলনয়ন,—স্ফটিকখচিত সূক্ষ্ম দন্তপাঁতি, প্রেমের মাধুরীমাখা, ভুবন-পাবন সহাস্য বদন, আজানুলম্বিত-ভূজ,—আনন্দঘন মূর্ত্তিতে যিনি উপবিষ্ট, তিনিই শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু।

এই প্রগতি যুগে, ধর্ম ও নীতিহীন শিক্ষার অভিমানে স্ফীত, এমন কি ভগবান্ বলিয়া কোন বস্তু আছেন বিশ্বাস করিতে বিদ্যারূপী অবিদ্যার চড়ায় ঠেকিয়া পড়ে। এই নাস্তিক বা আস্তিক্যবিহীন জনমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া,—কোনও লোকের মন্তব্যের অপেক্ষা না করিয়া, নির্ভীকচিত্তে শ্রীহস্ত লেখনী ও বাণীর মধ্য দিয়া, যিনি নিজকে "হরি-পুরুষ জগদ্বন্ধু, পূর্ণব্রহ্ম পুং-অবতার" "অনন্ত বিগ্রহে আমার স্থিতি", "প্রলয় দমন, কীট মোক্ষণ ও মহাউদ্ধারণ আমার কার্য্য !" "আমি গুরু, প্রভু, বন্ধু, আমি ভিন্ন অন্য গুরু হতে পারে না।" ইত্যাদি বহু বাণীর মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন যিনি, তিনিই গুরু, বন্ধু, প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু।

ভক্তমুখে ঐ সমস্ত বাণী শ্রবণে ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত জনসেবিত ও পূজিত স্বামী-ত্রিপুলিঙ, দম্ভভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারবাদের প্রতিবাদ ও শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—তাঁহাকে শ্রীহস্তলিখিত আত্ম-পরিচয় প্রদান ও শক্তি সঞ্চালনদ্বারা তাঁহার জ্ঞানগর্ব্বিত উন্নত মস্তক যিনি অবনত করাইয়াছিলেন তিনিই মহাউদ্ধারণচন্দ্র শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু।

অপর দিকে জড়বিজ্ঞানবাদী, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, কাহান চাঁদ, হিন্দুর বেদ-পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থসমূহ, অসাধারণ বাগ্মীতায় উড়াইয়া দিয়া নিজ জড়-মতবাদ স্থাপন প্রচেষ্টায় নব্য শিক্ষিত সমাজে "বাহবা" লইতেছিলেন, তাঁহাকে একখানা লিপি-শক্তিতে, বক্তৃতার কণ্ঠরোধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনে বাধ্য করিয়াছিলেন—তিনিই এই গ্রন্থের অগ্রভাগে থাকিয়া বিষয়-বস্তুসমূহ যোগাইতেছেন। তিনি যুগ-ধর্ম-সংস্থাপক শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগম্বর - শ্রীজগদ্বন্ধু

যিনি সরল শিশুর ন্যায় আবরণশূন্য, দিগম্বরবেশে উপবিষ্ট, যাঁহার তেজঃপুঞ্জ মনোহরণকারী, অপূর্ব রূপমাধুরী, অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ-আধ কথায় এবং পরাণ-পাগলকরা স্বাভাবিক অঙ্গগন্ধে জনগণ বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তিনিই প্রলয়-দমনকারী শ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দর।

যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুপম সারথী, ত্যাগের আদর্শ মূর্ত্ত-বিগ্রহ, এই ধর্ম্ম-বিমুখতার যুগে বিশ্বমানবের প্রাণে অহিংসা, সত্য, প্রেম, পবিত্রতার স্পন্দন জাগাইবার জন্য বাহিরের সংশ্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া, কঠোর মৌন-তপশ্চর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া যিনি প্রায় দীর্ঘ সতের বৎসরকাল আলো-বাতাস রহিত, অন্ধকার সামান্য পর্ণকুটিরে, একাকী মহা-গম্ভীরায় স্বানুভাবে নিমগ্ন ছিলেন, তিনিই বিশ্বের কল্যাণকারী মহাউদ্ধারণচন্দ্র শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু।

বর্ণনাতীত যাঁহার স্ব-স্ফুরিত অনুপম রূপের ছটা, সেই রূপ-সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া, যখন যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের মনোভাব ও অধিকার অনুযায়ী সেই রূপেই দর্শন পাইয়াছেন—রূপের বর্ণনা সকলের একরূপ হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও মৌণতপাশ্চর্য্যার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

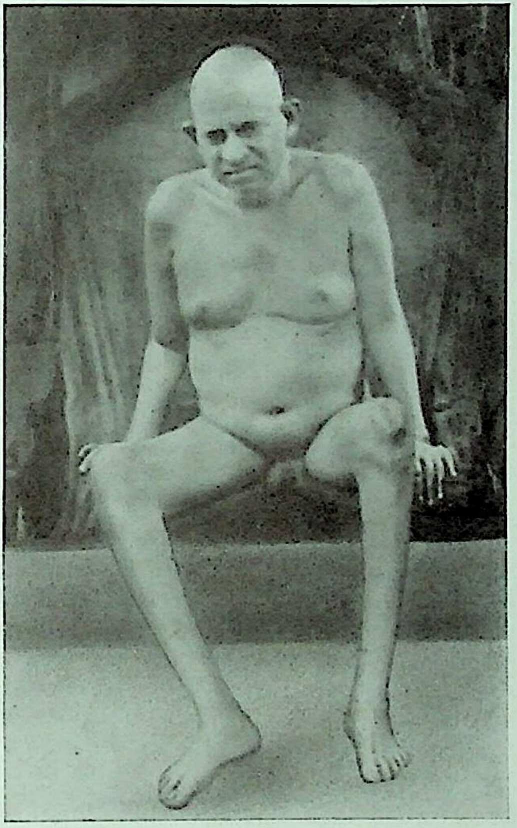

শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু

আবির্ভাব :-১৬ই বৈশাখ, ১২৭৮। দেহাশ্রয় ত্যাগ :- ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

লোকদৃষ্টির অন্তরাল :- ১৩ই আশ্বিন, ১৩২৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অবর্ণনীয় রূপ-মাধুরী বিকাশ করিয়া যিনি নগ্নবেশে উপবিষ্ট, তিনিই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনরূপে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর।

একদা পূর্ব্ব বাংলার (বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্থানের) গয়ঘর-গঙ্গানগর নিবাসী, সু-প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ও সামুদ্রিক বিদ্যারত্ন পণ্ডিত কালীনাথের* প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, যিনি গৃহমধ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দর্শন-দানের সুযোগ দিয়াছিলেন; কালীনাথ যাঁহার ভুবন-পাবন রূপের জ্যোতি ও বপু-সংহননে সামুদ্রিকে বর্ণিত মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ ও শ্রীহস্ত-চরণে বিষ্ণু-চিহ্ন দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত ও চমৎকৃত হইয়া, চিরতরে শ্রীচরণে শরণ লইয়াছিলেন, তিনিই এই গ্রন্থের মূল জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর।

---

* কালীনাথের বিষয় যথাস্থানে বর্ণিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পল্লব

অবতারবাদ, লীলারস-তত্ত্ব ও বস্তু নির্ণয়

"কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে তাহা বলি, না করিয়া ডর ॥"

(চৈঃ চঃ মঃ)

অবতারবাদ।

বর্ত্তমানকালে বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে। জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবে, নূতন নূতন তত্ত্ব, উড়ো বিমান, বেতার-বার্ত্তা, টকি-সিনেমা, এট্যাম্ ব্যোম প্রভৃতি কত কি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে জড়বাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

একদিকদর্শী জনগণ, দর্শন-বিজ্ঞানের উপরে কল্পনাতীত কিছু থাকিতে পারে—বিচার না করিয়া, অথবা চেতন-শক্তি সম্বন্ধে নিজ নিজ অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ মানুষে অচিন্ত্যশক্তি দেখিয়া, নাস্তিকতাবাদে, ভগবান এবং পরকাল উড়াইয়া দিতেছেন ; যদিও তাঁহাদিগের নাস্তিকতা-বিচার-বুদ্ধির ফলে ভগবানের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। তাঁহাদিগের আত্মপক্ষ সমর্থনের উপাদানও যথেষ্ট। যুক্তি-তর্ক দ্বারা ইঁহাদিগের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খণ্ডন করিবার প্রয়াস না পাওয়াই ভাল। কারণ, যাহা সাধন-রাজ্যের বস্তু—"সাধন বিনা, সাধ্য-বস্তু কভু নাহি পায়।" তাহা পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা-বুদ্ধির কল কৌশলে বুঝিতে ও ধরিতে পারা যায় না। উহা ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ।

আর এক পক্ষ আছেন, তাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি সর্বশক্তিমান্, সর্বত্র বিরাজমান। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া সংগীতচ্ছন্দে গান করিয়া থাকেন, 'আছ অনলে অনিলে, চির নভনীলে, ভূধর, সলিলে, গহনে; আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়, গ্রহ তারকায় তপনে।" এই বিরাটের উপাসকগণ, মনে প্রাণে কতটুকু অনুভব ও ধারণা করিয়া থাকেন তাহাই বিবেচ্য। কিন্তু সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছা করিলে ছোট শিশু হইয়া মায়ের কোলে বসিয়া ননী খাইতে পারেন, আবার অর্জ্জুনের রথে সারথ্য করিয়া, তাহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার মায়া মোহজাল ছিন্ন করিতে পারেন, এই অবতারবাদে আদৌ বিশ্বাসী নহেন।

"সামান্য মানুষে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি এতে কি বিস্ময়॥"

সাধারণ মানুষকে এই বিশ্বাস লওয়ান সহজসাধ্য নহে।

আর এক উপাসক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা অবতারবাদে কিছু কিছু বিশ্বাসী, ষোল আনা নয়। ভগবান্ লাভ করা লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য; উদ্দেশ্য নয়—উপায়ের পন্থা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে উপলক্ষ্যে রাখিয়া যদি উদ্দেশ্য সফল না হয়, তাহা হইলে অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি-ভাব অবিশ্বাসের ঘরে স্থান লইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা বিশ্বাস, অবিশ্বাস কোন বিষয়ের অবতারণা না করিয়া, আস্তিক্য-বুদ্ধিতে, সর্ব-শক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি, তিনি ছোট বড় সব হইতে পারেন, প্রয়োজন অনুসারে এই মায়া-প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া, নানা-রূপ লীলা-বিলাস করিতে পারেন, এই মতবাদ লইয়া, এই বিষয় আলোচনা করিব।

"যদি কেহ থাকে, শ্রদ্ধাবান্ বিনয়ী তেমন,
হৃদয় অপক্ষপাতী, ধর্ম অভিলাষী,
সে জন শুনিবে কথা।
শুনিয়া বুঝিবে, বুঝিয়া করিবে ইহা গ্রহণ ধারণ।
নাহি কী এমন পাত্র ?"

যখন নৈমিত্তিক বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান, কর্মকাণ্ড প্রভৃতি শুষ্ক, অসার অনুষ্ঠানে পরিণত ও 'অস্তিত্ব'-বিহীন হইয়া পড়ে। যে সময়ে মিথ্যা অনাচার ব্যাভিচাররূপ উপধর্ম্মের ও নানা-রূপ গোড়ামীর পরগাছায় ধর্মবৃক্ষকে আবৃত, পথ কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম করিয়া ফেলে, সেই অকল্যাণ যুগে, পরগাছা ও কণ্টক কাটিয়া, সুগম সরল পথ আবিষ্কার ও ধরার পাপভার লাঘব করিবার জন্য ভগবান লীলা-রসময়, জগতের যখন যেরূপ অবস্থা হয় তাহা বুঝিয়া, তিনি স্বয়ং, অংশ বা কলাংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে জীব মঙ্গলের জন্য এই মায়াপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

"অনুগ্রহায় ভক্ত্যানাং ত্বং—নানারূপধারকং"।

ভগবান সকল সময়ে একই রূপ ধারণ করিয়া আসেন না। তাহার আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে প্রকারেও হইয়া থাকে।

যিনি স্বয়ং নিত্য পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, আনাদিকাল হইতে জীব-জগৎ লইয়া তাঁর রসের খেলা। তিনি প্রেম-রসময়। প্রেমের খেলাতেই তাঁর আনন্দ। স্বয়ং ভিন্ন এ খেলা কেহ খেলিতে পারে না। "আমি ভিন্ন ব্রজপ্রেম, অন্যে দিতে নারে"। এই তাঁর বাণী।

সৃষ্টির বন্ধনতলে তিনি কেন আসেন, কেন জীব-জগৎ লইয়া অভিনয় করেন, এই কৈফিয়তে তিনি বাধ্য নন। সৃষ্টি যাঁর, ইচ্ছা তাঁর। বেদান্ত বলেন,—"লোকবর্ত্তু লীলা কৈবল্যং"। তাঁর ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তিনি। "ইচ্ছাধীন অবতার"।

আবহমানকাল হইতে তাঁহাকে পাইবার ও রস আস্বাদন করিবার মাত্র দুইটী পথ নির্ণীত আছে। একটি বিধিমার্গ প্রণালী-বদ্ধ তপস্যা বা সাধনবলে তাঁহাকে ধরিবার ও পাইবার প্রচেষ্টা। কৃপাসিদ্ধ-দেহে তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত প্রেম-ভক্তি বলে লাভ ও প্রাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরটি—অসাধনে নিত্যবস্তু লাভ। ইহা রাগমার্গের সাধনা। বিধি-নিষেধের পরপারে। 'আমি তোমার হলেম' এই বলিয়া আত্মসমর্পণ। প্রেম-রস-মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভ। সে রূপময়ের মোহন দর্শন। রসভূপের প্রেমসুধা আস্বাদন। গন্ধ বরণের পাগল করা অঙ্গগন্ধ,—পরশমণির সোণা হইবার পরশ, ভুবনমাতান বচন-সঙ্গীত-কলা শ্রবণ। এই সুমধুর রস আস্বাদনের লোভই রাগমার্গের সাধনা। ইহাই পরম ও চরম পুরুষার্থ।

এই দুই ভাবেই তাঁহাকে লাভ করা ও আস্বাদন করা যায় তাঁহার মাধুর্য্য-রস।

নানা ভাবের সাধনক্রমেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, যে যে-ভাবে ভজে, তিনিও সেই ভাবেই তাকে দর্শন দান করেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্। তাঁকে পাওয়া বা দর্শন লাভ করা এক কথা, তাঁকে পাইয়া, মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করা আর এক কথা। উভয়ের বিচারে পার্থক্য আছে। যার যে ভাব, সে-ই উত্তম। আমরা এই সমুদয় তত্ত্ব বিষয়ের আর অধিক আলোচনা করিব না।

তিনি অনাদির আদি, সর্বকারণের কারণ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ হইয়াও,—পূর্ণতম অবতার বা অবতারী-রূপে এই মায়ার জগতে জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়া, বিশ্বকে তাঁহার দিকে উন্মুখী করিবার জন্য দীন ভিখারীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতো, মানবের দুয়ারে-দুয়ারে যাচিয়া বেড়াইয়া থাকেন ; তাই নবযুগের ঋষি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন ঃ—

প্রভো !

"তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নেমে,
তোমার সিংহাসনের আসন ছেড়ে।
আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।
তাইত প্রভু, হেথায় এলে নেমে।"

* * *

"এই সৃষ্টি বন্ধন পরে, বাঁধা সবার কাছে"।

বিশ্বমানবের প্রেমলোভী ভগবান্। তাই, 'মানুষের সহিত তাঁহার অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহাই অবতারবাদ। পূর্ণতম সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ-ভাব লইয়া যখন অবতরণ করেন তখন তাঁকে অবতারী-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। অংশ বা লব অংশ বা পূর্ণকে অবতার বলা শাস্ত্রীয় বিভাগ থাকিলেও অবতারই চলিত কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা—রসতত্ত্ব

লীলা-রসতত্ত্ব আলোচনা করিতে একটি প্রসঙ্গ মনে পড়িল। আশা করি, ইহা অনাস্বাদনীয় হইবে না।

হিন্দুর অনেক বাড়ীতে গৃহদেব-বিগ্রহ আছেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও মঙ্গলময়। এই জ্ঞানবিচারে তাঁহারা অতি সন্তর্পণে ও সযত্নে বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গনে বা পার্শ্বে একটী পাকা মন্দির বা কুটির নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া অতি পবিত্রভাবে সকালে সন্ধ্যায় ধূপ, ধূনা, আরতি, মামুলি-প্রণালীমতো চাউল কলা, বাতাসা বা চিনির নৈবেদ্যে পূজা সমাধা করিয়া থাকেন। কেহ বা আতপান্ন ব্যঞ্জনেও বিগ্রহের মধ্যাহ্ন ভোগের ব্যবস্থা করেন। পুষ্প, পত্র, চন্দনাদি দ্বারা নিত্য পুষ্প পাত্রও সুসজ্জিত করিবার ত্রুটী নাই। গৃহ-কর্ত্তা নিজে বা পূজারী দ্বারা পূজা নির্বাহ করিয়া থাকেন। পূজার সময়ে বাংলা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয় না। হঠাৎ উচ্চারিত হইলে আচমন পূর্ব্বক রসনা শুদ্ধ করিতে হয় ইত্যাদি বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া বিগ্রহ অর্চ্চনা করিতে হয়। তাহা না হইলে ঠাকুর রাগ করিয়া অকল্যাণ করিবেন। এইরূপ ভয়-ভক্তিতে, পূজা শেষ অন্তে ঘর বন্ধ করিয়া, অন্দর মহলে প্রবেশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কোচে স্বজনসহ আমোদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্লাদ ও চব্য চোষ্য নানাবিধ আহারের ঘটা চলিতে থাকে। ঠাকুর দেবতা ঘরে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছেন ও ভাবিতেছেন, আমি যে ওদের আপনা হতেও অতি আপনার, আমাকে চিনিল না। এই প্রণালীবদ্ধ পূজা, চাল-কলা নৈবেদ্যে আর থাকা যায় না। এবার নিজকে ধরা দিব। সম্পর্ক পাতাইয়া আপনজন করিয়া লইব। এই গণ্ডিবদ্ধ ধর্ম (Religion of Law) ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সেই কারণে যোগমায়া আশ্রয়ে চিন্ময়, অচিন্ত্য-শক্তি আবৃত্ত করিয়া সাধারণ মানুষের মতো ধরায় অবতীর্ণ হইলেন। ইহা লীলা-রসতত্ত্বের একদিক।

পূর্বে মানুষ জানিত জ্ঞান লাভ কর। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি শুকায়ে না ফেলিলে, ভালবাসার বীজ নষ্ট ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে এবং 'আমার আমার' চিন্তা ত্যাগ না করিলে ভগবান লাভ হইবে না, মোক্ষই মানবের চরম পরিণতি। চতুবর্গই সাধনার স্তর—ইহাই মানব ধর্ম।

পরে মানুষ শুনিল, তাহা নয়। প্রেম-ভক্তি অর্জ্জন কর। হৃদয়ের কোমলতার প্রবাহ বহাইয়া দেও। হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম-ভালবাসার বীজ বেশী করিয়া বপন কর। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ না করিয়া, সংযম প্রণালী অনুযায়ী, আত্ম-বশে আনিয়া ভগবৎ উন্মুখী করিয়া দেও, তাহাদিগের গতি ফিরাইয়া। "আমার চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রেমময় ভগবান্ তোমার, তুমি তাঁর অতি আপন জন। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার এ সংসার-সাজান বাগান, বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম, অণু পরমাণু বিশ্বমানব সবই তোমার। স্বামী যদি আমার হন, তাহা হইলে—স্বামীর যাহা কিছু সকলি আমার। জগৎস্বামীর আশ্রিত জনের আমার শব্দ ত্যাগ হইতে পারে না, মোক্ষ চরম পরিণতি নহে। "মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।"

সেই সচ্চিদানন্দ, লীলা-রসময়কে পাওয়ার লালসা। ভালবাসার ভগবান, প্রেমের ভগবানকে লইয়া পরিকররূপে খেলা করা। এই খেলার চেয়ে বড় খেলা আর কিছু হইতে পারে না। চতুঃবর্গ এই রসের খেলার কাছে তুচ্ছ। ইহাই পঞ্চম বা চরম পুরুষার্থ। প্রেমের সাধনা। (Religion of Love) রসের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে পাওয়া ও মাধুর্য্য রসের আস্বাদন করা যায়।

"To see Him, is to Love Him and to Love Him is to be free".

তাঁহার দর্শন পাইলে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। তাঁহাকে ভালবাসিলেই মানুষ স্বাধীন।

তখন,—"ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে
সর্ব্ব-সংশয়া। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানী,
তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

তাঁহার মায়া-মোহ গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সকল সংশয় দুর হয় এবং সর্বপ্রকার কর্ম ও প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রসের খেলার রূপ দিয়াছেন ঃ—

"আমায় নিয়ে খেলছ এই খেলা।
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।"

*　　　　*　　　　*

"তাইত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে।
তবু আমার হৃদয় লাগি,
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
তোমারি প্রাণ ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে॥"

তিনি বন্ধু, প্রেমের গুরু, প্রেম-শিক্ষাদাতা প্রভু পরিত্রাতা, যা কিছু সব। সকল দিকের সকল ভালবাসা কুড়াইয়া তাঁকে ভালবাসিতে হয়। তাঁকে পাইলে মানবের আর কিছুই পাওয়ার বাকী থাকে না। তিনি প্রেমময়, আনন্দময়। ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের বাণী।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা বিশ্লেষণ

বস্তু-নির্ণয়

(শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, শ্রীজগদ্বন্ধু লীলা বিশ্লেষণ)

শ্রীকৃষ্ণ

প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর বাণী,—

"অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি সংসারের অধীশ্বর ও অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট তুরীয়, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ।" 'নিরুপাধি মাধুর্য্য-বিগ্রহ।'

বন্য বালকবেশে যমুনা পুলিনে, গহন কাননে-বনে, লীলাবিলাস হয়েছিল একদিন। দেখেছে মানব, প্রেমের মাধুরীমাখা সুচারু সে ছবি, সে লীলা—মধুর।

বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্ব মুকুরে দেখিয়া তাহার সহিত খেলা করে, সেইরূপ খেলিয়াছিলেন, নিজ অঙ্গের আধা 'রাধা' ও কায়ব্যূহ সঙ্গিনী 'অষ্টসখী' সহ। জীব-জগতকে বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কারণে। সেই 'রাধা' প্রেম-ধারাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবাহিত, অনন্তকাল ধরিয়া।

তাই—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপবেশ বেণু কর,
নবকিশোর নটবর,
নর লীলা হয় অনুরূপ ॥"

* *

"পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম,
সর্বচিত্ত আকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।"

* * *

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ, শুনি ভক্তগণ,
রাগমার্গে ভজে যেন,
ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।"

নির্ম্মল প্রেমের ইহা আদর্শ প্রেম লীলা,
ভক্ত ভগবানে প্রেমের খেলা।

ইহাই পরম ও চরম পুরুষার্থ শিরোমণি। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর বাণী—

" — — ইহার উপরে আর কিছু নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরাঙ্গ

পূর্ব লীলার রস-মাধুর্য্য, পরবর্ত্তী লীলা-রসময় একই সনাতন-সত্য-ধারায় আরো কিছু নূতন ভাব মিশ্রিত করিয়া দেশ, কাল ও মানবের প্রস্তুতি-হৃদয়ক্ষেত্রের গ্রহণ উপযোগী অবস্থা বুঝিয়া সেইরূপ প্রচারণ ও ধর্ম বিতরণ করিয়া থাকেন। কোনও লীলার ধারা একরূপ নহে ও তাহা হইতে পারে না।

কালের বিচিত্র নিয়মে, ব্রজ-লীলামাধুরীর অপূর্ব্ব প্রেমরস আস্বাদনে অসমর্থ হইয়া ইহা বিকৃতভাবে গ্রহণ করিতেছিল। ব্রজের মানুষ, ব্রজেশ্বরকে ভুলিয়াছিল, সেই সময়ে, আবার আসিলেন প্রভু নব-কলেবরে,—ভক্তভাব অঙ্গীকারী, পতিত-পাবনী-কুলে, পতিতপাবন। এই লীলা করুণ, শীতল ও মধুর।

শ্রীগৌর-সুন্দর আবির্ভূত হইলেন ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্বর্ণ-বঙ্গভূমে, সুবর্ণকান্তি লইয়া। ব্রজ-প্রেমের আলেখ্য ধরিলেন জগৎ-সম্মুখে।

শ্রীগোবিন্দ দাস বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা আস্বাদনীয় বস্তু ঃ-

"কুন্দন কণয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতই মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জপিয়ে জপায় মধুর নিজ নাম।
গাহিয়া গাওয়ায় আপন গুণগান ॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড়-অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পরবন্ধ ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর-নারী।
গোবিন্দ দাস কহে, যাই বলিহারি ॥"

পূর্ব্বে লোকে জানিত না যে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কী। ইহার প্রণালীই বা কি প্রকার। নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা ভগবান্ লাভ হয় কিরূপে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অচৈতন্য মানবের চৈতন্য দান করিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। আপনি আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, জপিয়া-নাচিয়া-গাহিয়া। সংকীর্ত্তন-মহিমা জগতে প্রচারিত হইতে লাগিল।

তাঁহার বাণী,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম,
সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম ॥"

সেই আশার বাণী সফল হইল না। তিনি পুরীধামে, কাশী মিশ্রের বাড়ীতে, মহাগম্ভীরায় রাধাপ্রেমে আত্মভোলা হইয়া রহিলেন। প্রেম অনর্পিত রহিয়া গেল। পরবর্ত্তী-

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে আগমনের সূত্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার বপু অদর্শন হইল বটে, কিন্তু নামরূপে তিনি রহিয়া গেলেন জগতের সামনে।

তাঁহার অদর্শনের পরে আবার ক্রমে ক্রমে ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার নাম উপলক্ষ করিয়া নেড়া-নেড়ি, আউল-বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, সাই প্রভৃতি নানা উপধর্ম আসিয়া আত্ম-ধর্ম্মের আবিষ্কৃত পথ কণ্টকাকীর্ণ হইতে লাগিল। যুগে যুগে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা তাঁহারই বিধান। ধর্মপথ দুর্গম হওয়াই ভগবানের আসিবার সূত্র মনে হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ;
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥"
—গীতা ৪।৭

সন্ন্যাস গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রতিজ্ঞার কথাও মনে পড়ে,—

"এই মত আরো আছে, দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ-রূপ হইবে আমার ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর মূলে এক তত্ত্ব হইলেও আকৃতি-প্রকৃতি ও কার্য্যভেদে বিভিন্ন প্রকারের। সকল ফলবান বৃক্ষের আকৃতি এক নহে। তাহার ফলের স্বাদ ও গুণের তারতম্য আছে।

যাহা হউক, ভাগ্যহীন বলিয়া এই পতিতাধমের ঐ দুই লীলার একটিরও দর্শনলাভ ঘটে নাই। ভক্তি-গ্রন্থাদি পাঠে, ভক্ত-পাঠক, কথক এবং তাঁহাদের নিকট নাম-গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণে, বাল্যাবধি শ্রীভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট ও অবতারবাদে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

এই ত্রিকালের পতিত, জীবনের পুণ্যপ্রভাতে, মাহেন্দ্রক্ষণে কি এক শুভ মুহূর্ত্তে, সুপবিত্র মনোহরণকারী মূর্ত্তি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তদবধি প্রভুর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যও পাইয়াছিলাম।

তাই, "প্রভুর যা আচরণ তা করি বর্ণন।
তবে, সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীজগদ্বন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত ও লিখিত বাণী, "আমি হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু, একক সর্ব্ব-সমষ্টি।" *"Lila Combination of all Things"* এই সূত্র ধরিয়া ;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কৃষ্ণ, গৌর, জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
একাধারে পূর্ণ-লীলা মহাসম্মিলন।"

এই ভাবধারায় প্রচার চলিতেছে। ইহাতে কোন বিতর্ক নাই। "কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচারিলে, আছে তার তম।" শ্রীজগদ্বন্ধুর আকৃতি, প্রকৃতি, কার্য্য ; আচরণ ও প্রচারণ পূর্ব্ব দুই লীলা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্। বেশী ভিন্ন কম নহে। আমরা এই পার্থক্যের আলোচনা ও আস্বাদন করিয়া বস্তু-নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাই,—ঢল ঢল প্রেম বিহ্বল, রাস-রস, মাধুর্য্যে ভরপুর। কিশোর বালক বালিকা লইয়া রসের খেলা।

শ্রীজগদ্বন্ধু লীলাতে ইহা দেখিতে পাই রূপান্তরিতভাবে। এখানে সখা-সখী নাই—আছে বিশ্ব-চিত্তাকর্ষক প্রেম-মাধুর্য্যে ভরপুর, সংকীর্ত্তন-রাস-রস।

অনাড়ম্বরে জনসাধারণ এবং সমাজ-ঘৃণিত জল-অচল নিম্ন-পর্য্যায়ের লোকদিগকে লইয়া সংকীর্ত্তন রস-রঙ্গে মাতিয়া ও নগরবাসী সকলকে মাতাইয়াছিলেন প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দর। তাঁরই প্রেমে নাচিয়াছিল তরুলতা, পাখী গাহিয়াছিল কলকণ্ঠে গান,—সবাই প্রেমের বন্যায় আত্মহারাভাবে ভাসিয়াছিল। ইহাতে কোন অতিরঞ্জন নাই—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

অনেকে অনুমান করেন অদূর ভবিষ্যতে সংকীর্ত্তন-রসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিকালের পতিত দ্বারাই তিনি বিশ্বে প্লাবন আনিবেন। তরুলতা, অণুপরমাণু নাচাইবেন, মাতাইবেন বিশ্ব চরাচর, ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা।

শ্রীজগদ্বন্ধুর আচরণ ও প্রচারণে, শ্রীগৌরচন্দ্রমণির নাম, প্রেম, সংকীর্ত্তন পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট। কিন্তু নাই শ্রীবাস অঙ্গনে অন্তরঙ্গ সঙ্গে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন-রস আস্বাদন। প্রভু জগদ্বন্ধু প্রকাশ্যে, দিবালোকে, আপনি মৃদঙ্গ স্কন্ধে লইয়া, ভক্তসঙ্গে, কলিহত জীবের দুয়ারে দুয়ারে, রাস্তা, ঘাটে ও মাঠে কলি-কলুষ-নাশন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-রসে নিজে মাতিয়া ও সকলকে মাতাইয়া দুল্লভ প্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরের প্রথম প্রচারণ আরম্ভ হয়—সেই সময়ের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ লইয়া। পদানত হয় বৈদান্তিক-নাস্তিকবাদী ও শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি।

শ্রীজগদ্বন্ধুর কার্য্যে দেখিতে পাই, তিনি প্রচারণ সুরু করেন, সমাজে কতিপয় অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, বুনা, বাগ্দী, ডোম এবং অশিক্ষিত বৈশ্য, সাহা, বারুজীবি প্রভৃতি লইয়া। পণ্ডিত বা শিক্ষিত সমাজে অথবা ধনী বড় লোকদের মধ্যে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই বা ধরা দেন নাই। তাঁহার বাক্য, ভাব এবং বাণীতে যে গভীর ভগবৎ-তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা একমাত্র প্রভুর অনুগত জনেরই অনুভূতির বিষয়। তাঁহার 'ভাব' সাধারণের মধ্যে বেশী প্রচারিত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কৃষ্ণ, গৌর, জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
একাধারে পূর্ণ-লীলা মহাসম্মিলন।"

এই ভাবধারায় প্রচার চলিতেছে। ইহাতে কোন বিতর্ক নাই। "কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচারিলে, আছে তার তম।" শ্রীজগদ্বন্ধুর আকৃতি, প্রকৃতি, কার্য্য; আচরণ ও প্রচারণ পূর্ব্ব দুই লীলা হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্। বেশী ভিন্ন কম নহে। আমরা এই পার্থক্যের আলোচনা ও আস্বাদন করিয়া বস্তু-নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাই,—ঢল ঢল প্রেম বিহ্বল, রাস-রস, মাধুর্য্যে ভরপুর। কিশোর বালক বালিকা লইয়া রসের খেলা।

শ্রীজগদ্বন্ধু লীলাতে ইহা দেখিতে পাই রূপান্তরিতভাবে। এখানে সখা-সখী নাই—আছে বিশ্ব-চিত্তাকর্ষক প্রেম-মাধুর্য্যে ভরপুর, সংকীর্ত্তন-রাস-রস।

অনাড়ম্বরে জনসাধারণ এবং সমাজ-ঘৃণিত জল-অচল নিম্ন-পর্য্যায়ের লোকদিগকে লইয়া সংকীর্ত্তন রস-রঙ্গে মাতিয়া ও নগরবাসী সকলকে মাতাইয়াছিলেন প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দর। তাঁরই প্রেমে নাচিয়াছিল তরুলতা, পাখী গাহিয়াছিল কলকণ্ঠে গান,—সবাই প্রেমের বন্যায় আত্মহারাভাবে ভাসিয়াছিল। ইহাতে কোন অতিরঞ্জন নাই—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

অনেকে অনুমান করেন অদূর ভবিষ্যতে সংকীর্ত্তন-রসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিকালের পতিত দ্বারাই তিনি বিশ্বে প্লাবন আনিবেন। তরুলতা, অণুপরমাণু নাচাইবেন, মাতাইবেন বিশ্ব চরাচর, ইহা তাহারই পূর্ব্ব সূচনা।

শ্রীজগদ্বন্ধুর আচরণ ও প্রচারণে, শ্রীগৌরচন্দ্রমণির নাম, প্রেম, সংকীর্ত্তন পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট। কিন্তু নাই শ্রীবাস অঙ্গনে অন্তরঙ্গ সঙ্গে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন-রস আস্বাদন। প্রভু জগদ্বন্ধু প্রকাশ্যে, দিবালোকে, আপনি মৃদঙ্গ স্কন্ধে লইয়া, ভক্তসঙ্গে, কলিহত জীবের দুয়ারে দুয়ারে, রাস্তা, ঘাটে ও মাঠে কলি-কলুষ-নাশন শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-রসে নিজে মাতিয়া ও সকলকে মাতাইয়া দুল্লভ প্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরের প্রথম প্রচারণ আরম্ভ হয়—সেই সময়ের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ লইয়া। পদানত হয় বৈদান্তিক-নাস্তিকবাদী ও শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি।

শ্রীজগদ্বন্ধুর কার্য্যে দেখিতে পাই, তিনি প্রচারণ সুরু করেন, সমাজে কতিপয় অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, বুনা, বাগ্দী, ডোম এবং অশিক্ষিত বৈশ্য, সাহা, বারুজীবি প্রভৃতি লইয়া। পণ্ডিত বা শিক্ষিত সমাজে অথবা ধনী বড় লোকদের মধ্যে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই বা ধরা দেন নাই। তাঁহার বাক্য, ভাব এবং বাণীতে যে গভীর ভগবৎ-তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা একমাত্র প্রভুর অনুগত জনেরই অনুভূতির বিষয়। তাঁহার 'ভাব' সাধারণের মধ্যে বেশী প্রচারিত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌর তৎকালীন দেশ, কাল, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে আভিজাত্যের গণ্ডি একেবারে ভাঙ্গিয়া দেন নাই। স্বয়ং ব্রাহ্মণের ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ভক্তগণের নিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য, প্রসাদ পাইবার সময়ে শ্রেণী বিভাগ করিয়া পংক্তি বসাইতেন। তৎসময়ে বোধ হয় ইহার প্রয়োজন ছিল।

প্রভু জগদ্বন্ধুর নীতি ইহার বিপরীত। তিনি মহোৎসবের প্রসাদ পাইবার সময়ে, এক চন্দ্রাতপতলে, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত ও বুনা, বাগ্দী, ডোম, সাহা প্রভৃতি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করাইতেন। নিরাপত্তে ভক্তিভরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই ভাবে তিনি ছুঁৎমার্গ-গণ্ডির প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বাক্যচ্ছলে বলিয়াছেন, "আমি জাতি রাখিব না"। "সমাজ ভাঙ্গিয়া দিব।" ফলে তাহাই হইয়াছিল। এখনও তাহা হইয়া থাকে।

প্রভু স্বয়ং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা-ভক্তি-যুক্ত সকলের প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিতেন।

প্রভু-বন্ধুর প্রচারিত প্রথমবারের চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন ও মহোৎসবের রন্ধনাদি প্রচলিত প্রথানুযায়ী অধিকারী ঠাকুর ও বৈরাগী দ্বারা হইয়াছিল। জাত্যাভিমানিগণ সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই। পরে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত বুনো, বাগ্দী, ডোম, সাহা প্রভৃতি হরিজনদিগের দ্বারা ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রন্ধনাদির ও পরিবেশনের প্রবর্ত্তন করেন। ইহা শ্রীগৌর-লীলার কার্য্যক্রম হইতে পৃথক।

শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকাশ্যে যারে-তারে কোল দিয়া শক্তি সঞ্চারণ করিতেন। সকলেই তাঁহাকে অবাধে স্পর্শ ও দর্শন করিতে পারিত।

প্রভু জগদ্বন্ধুর ভাব স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। তিনি লোক স্পর্শ করা দূরে থাকুক, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া, লোক সংশ্রব হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেন, কেহ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিতে পারিত না। অথচ অলক্ষিত শক্তি সঞ্চালনে সকল লোক মুগ্ধ হইত এবং মন্ত্রমুগ্ধ পুতুলের মতো তাঁহার আদেশ পালন করিত। এরূপ শক্তির স্ফুরণ আর কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীগৌরসুন্দর গৃহী-ভক্ত ও ত্যাগী-ভক্ত পৃথক্ পদবী দিয়া বৈষম্যভাব প্রদর্শন করেন নাই। জগদ্বন্ধুসুন্দরের সঙ্গিগণ মধ্যে সেই-ভাবই প্রচলিত ছিল।

শ্রীগৌর কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করেন নাই, যাহারা দীক্ষিত তাহাদিগকে দীক্ষা-মন্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। দীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, "হরিনাম কৃষ্ণনাম যার জিহ্বায় স্ফুরণ হয়, তার দীক্ষা পুরশ্চরণ আবশ্যক করে না।" তৎকালীন দেশ কালের নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কালধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীজগদ্বন্ধু কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। তাঁহার কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রশিষ্য নাই। "কেহই দীক্ষা লইও না, দীক্ষা তান্ত্রিকতা মাত্র, মহা কৈতব"—ইহা প্রভুবন্ধুর বাণী।

দীক্ষা লইবার বা দীক্ষা দান করিবার বিধি তিনি দেন নাই, বিশেষরূপ নিষেধ করিয়াছেন। এই বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

তাই বলিয়া তিনি গুরুবাদ একেবারে উঠাইয়া দেন নাই। গুরু কৃষ্ণ, গুরু গৌরাঙ্গ, গুরু জগদ্বন্ধু। ইহা ভিন্ন অন্য গুরু হইতে পারে না ও নাই। এই বাণীতে গুরুবাদের ভিত্তি রাখিয়াছেন নিজ করায়ত্তে।

শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বদাই দীনহীন, দাস্য এবং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। যদিও তাহা সকল সময় সম্ভবপর হইত না, "ভক্তগণ ধরি করয়ে বাহির।"

শ্রীপ্রভুবন্ধুর মধ্যে দীন, দাস্য, পতিত ইত্যাদি দৈন্যভাব ত পূর্ণভাবেই আছে, ইহা ভিন্ন ঈশ্বরীয়-ভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে বেশী পরিমাণে।

তাঁহার রচিত সংগীত-লহরী, শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এবং লিখিত পত্রাবলীতে নির্ভিকচিত্তে "প্রভু বন্ধু, গুরু বন্ধু, বন্ধু-বন্ধু." আমি বিশ্বের কেন্দ্র, আমি পুরুষ ও ব্রহ্ম অবতারী। আমি Sweeper (ঝাড়ুদার), বিশ্বের অমৃত (Embrosia), কীট মোক্ষণ, প্রলয় দমন, উদ্ধারণ, মহাউদ্ধারণ, বিশ্বে প্রেম দান আমার কার্য্য ইত্যাদি কত কি বলিয়াছেন ও জগত সভায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃশঙ্কোচে তাহার ডংকা বাজাইয়া, সকলকে জানাইতে আদেশ দিয়াছেন।

এত সুস্পষ্টভাবে কোনও অবতার বা মহা-অবতারি বলেন নাই। ইহাই বিশেষত্ব এই আবির্ভাব-তত্ত্বের। যথাস্থানে বিশদভাবে ইহাও বর্ণিত হইবে।

কোন লীলাতেই দেহের আলেখ্য নাই। ধ্যানের ও কল্পিত মূর্ত্তি জগতে প্রচারিত। প্রভুবন্ধু কৃপাপরবশে নিজেই ১৭ বৎসর বয়সে, নিজে দেহের আলেখ্য দান করিয়াছেন, ইহা চিন্ময় দেহস্বরূপ, ইহা কোন কল্পিত মূর্ত্তি নহে। তৎপরে মহাগম্ভীরা-লীলার অবসানের পরে, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ ও মৌন তপশ্চর্য্যার তেজপূর্ণ দিব্য দিগম্বর মূর্ত্তি ও অন্যান্য ভাবের আলোকচিত্র লওয়া হইয়াছে। কোনটিই কল্পিত চিত্র নহে। এই চিন্ময় আলোকচিত্রই তাঁহর ভক্তজনের হৃদয়ের ধন ও ভজনীয়, ধ্যানের বস্তু। শ্রীহস্তলিখিত পত্রাবলী, উপদেশ, রচিত সংগীতও তাঁহার অবদান।

সর্ব্বশেষ শ্রীগম্ভীরা-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু-গৌরাঙ্গ পুরীধামে কাশী মিশ্রের বাড়ী মহাগম্ভীরায় মহাপ্রেম-ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। সেই সময় রসপাত্র রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ নিকটে থাকিতেন। ইহার মধ্যে ছয় বৎসর নানা তীর্থ-ভ্রমণ ও ছয় বৎসর ভক্ত সমাগম। মোট চব্বিশ বৎসর হইতে বার বৎসর বাদে, গম্ভীরায় অবস্থান হইতে পারে। বারো বৎসয়র কি ন্যূনবেশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের গম্ভীরা-লীলা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। পূর্ব্বে এইরূপ দেখা বা শোনা যায় নাই। কত প্রকার নির্য্যাতনের হুমকী, নিন্দা-গঞ্জনার তীব্র কষাঘাত, কোন কিছুতেই ভীত না হইয়া অথবা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া, জনকোলাহলের মধ্যে, আলোবাতাস যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া অন্ধকার সামান্য পর্ণ কুটিরে, দীর্ঘ সতের বৎসরকাল নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মহামৌন তপশ্চর্য্যায়, সানুভাবানন্দে একাকী নিমগ্ন ছিলেন। এই সময়ে কোনরূপ জন-সংশ্রব বা লোকাপেক্ষায় ছিলেন না। গৃহমধ্যে এমনভাবে থাকিতেন, কেহ কোন প্রকার চেষ্টা করিয়াও শ্রীঅঙ্গ দর্শন ও স্পর্শ করিতে পারে নাই। তথাপি দেশ-বিদেশ, নগরাদি গ্রাম হইতে শত সহস্র নরনারী আসিয়া আনন্দে ভাসিত। ইহা কেন? এই বিষয় ভাবিবার এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার সহিত তুলনীয় নয় কি?

তাই বলিতেছিলাম শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌর-লীলার বিশ্লেষণ করিলে অনেক পার্থক্য ও স্বতন্ত্রভাব পাওয়া যায় না কি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-লীলায়?

সুধী সমাজ আনুপূর্ব্বিক, শ্রদ্ধা সহকারে এই চরিতামৃত মন দিয়া পাঠ করিলেই ভক্তি-তত্ত্ব বুঝিতে ও বস্তু নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পল্লব

ফরিদপুর ধাম

(ঐতিহাসিক চিত্র)

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর যে সমুদয় স্থানে নিত্য-লীলা-বিলাস করিয়াছেন, সেই স্থানসমূহই নিত্যধামরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

প্রভুবন্ধুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে জানা গিয়াছে, তিনি পাবনা স্কুল ত্যাগের পরে দক্ষিণ ভারত ও পুরীধাম ব্যতীত, ভারত ও ভারতের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়াছেন। কোন্ স্থানে কি দেখিয়াছেন তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবির্ভাবের পরে পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ফরিদপুর সহরের সন্নিকট গোবিন্দপুর, ব্রাহ্মণকান্দা, বদরপুর, বাকচর ও গোয়ালচামট বা ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে অবস্থান করিতেন।

ব্রাহ্মণকান্দা, বদরপুর, বাকচর ও ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন হইতে সাময়িকভাবে শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, কালিকাবাড়ী, আবির্ভাব-স্থান চিন্তামণি-ধাম ডাহাপাড়া এবং ফরিদপুর সহরতলির নানা স্থানে গমনাগমন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ফরিদপুর-ধাম ধন্য। এই স্থানের পথ, ঘাট, মাঠ, নদীতট, বনাকীর্ণ স্থান সমস্তই প্রভুবন্ধুর শ্রীপদরেণুস্পর্শে রঞ্জিত এবং সুপবিত্র।

এই চিন্ময়ধাম ফরিদপুর বিশ্ববাসীর নিকট চিরস্মরণীয়. চির-পবিত্র।

অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত, অদূর ভবিষ্যতে এই ফরিদপুর ধামসমূহ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় পবিত্র তীর্থস্থানে পরিগণিত হইবে এবং বিশ্বমানব, এই চিন্ময় ধামের ধূলিকণায় রঞ্জিত ও স্নাত হইয়া নিজকে ধন্যাতিধন্য এবং অতি পবিত্র মনে করিবে।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে ॥"

যাহারা এই ফরিদপুরের ইতিহাস অবগত আছেন, তাহাদিগের জন্য না হইলেও ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মনে করিয়া, এই পবিত্র ধামের ঐতিহাসিক চিত্র সংক্ষেপে অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইলাম। ইহা হইতে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে।

ফরিদপুর পূর্ব্ববঙ্গের, বর্ত্তমানে পূর্ব্বপাকিস্তানের, একটি জেলা। রাজবাড়ী রেল ষ্টেশন হইতে ফরিদপুর সহর পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন আছে।

কীর্ত্তিনাশা পদ্মা নদীর পশ্চিম তীরে জাহ্নবীর পলিপড়া মাটীতে "ব" দ্বীপরূপে ফরিদপুর জেলার উৎপত্তি। বিশাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মা নদী ব্যতীত এই জেলার চারিদিক উল্লেখযোগ্য ছোট বড় খাল, বিল ও নদ নদীতে পরিবেষ্টিত।

এক সময়ে ঢোল সমুদ্র নামে, সহরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে আট মাইলব্যাপী একটি প্রকাণ্ড বিল বা হ্রদ বর্ষার সময়ে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। পারাপার হইবার সময় ইহাতে বহু নৌকা জলমগ্ন হইত। বর্ষা ব্যতীত দুই মাইল পর্য্যন্ত স্থান সর্বদাই জলপূর্ণ থাকিত।

কালপ্রবাহে ক্রমশঃ বর্ষার পলিপড়া মাটিতে এই বিল শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, গৃহস্থের ঘরবাড়ী এবং শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ বিলের চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ নামমাত্র আছে।

প্রভুবন্ধুর প্রকাশকালে, ঢোল সমুদ্রের উত্তর তীরে, রাস্তার ধারে বটবৃক্ষমূলে তিনি অনেক লীলা-বিলাস করিয়াছিলেন। তাহা স্থানান্তরে পরিবেশিত হইবে।

হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলা-বিলাসভূমি হইবে জানিয়া পূর্বেই প্রকৃতি রাণী মুক্ত হস্তে তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নানাপ্রকার ফল, ফুল, বিটপী, লতা, গুল্ম প্রভৃতি দ্বারা এই স্থানটি সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ফরিদপুর অতুলনীয়।

পথিকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বড় বড় রাজপথের দুই পার্শ্বে বট, অশ্বত্থ, ঝাউ, অর্জ্জুন প্রভৃতি নানা বৃক্ষের সারি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোথাও লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত ঘন বনরাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে দোলায়িত এবং কোথাও বা শ্যামল শস্যক্ষেত্রে সুশোভিত এই ফরিদপুর।

একদিকে চলিতেছে ক্ষীণা স্রোতস্বিনী অতীতের গৌরব বক্ষে ধারণ করিয়া মন্দমন্দ গতিতে, অপর দিকে উন্মাদিনী দিশেহারা বিশাল পদ্মানদী কুলুকুলু ধ্বনিতে কুল ছাপাইয়া চালাইতেছে ভাঙ্গাগড়ার কাজ।

জ্ঞানে, গুণে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে প্রতিভায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে ফরিদপুর ইতিহাসের পাতায় সগৌরবে স্থান লাভ করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

অধুনা পদ্মা নদীর বিভক্ত করা দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে ভূইয়া-রাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অতুলনীয় কীর্ত্তি-কাহিনী এক সময়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভূষণার মুকুন্দ রায় ও সীতারাম রায়ের বীরত্ব গাথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে আজিও তাঁহাদের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হিন্দু মুসলমানের বহু পুরাতন প্রসিদ্ধ দেবালয় ও মসজিদ্ অনেক আছে এই ফরিদপুরে, যাহা ইতিহাস-বক্ষে স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সহরের অনতিদূরে গেরদা গ্রামে আজিও অর্দ্ধভগ্ন একটি প্রাচীন মসজিদে ১৫৯২ খৃঃ আলিবাগদাদের সময়ের একখানি প্রস্তরফলকে আরবি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত আরও মসজিদ এবং প্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরগা আছে, যাহা হিন্দু-মুসলমান সমভাবে মর্য্যাদা দান করিয়া থাকে।

হিন্দুর জাগ্রত দেবালয়েরও অভাব নাই এ স্থানে।

মুখডোবার 'বাসুদেব' শ্রীবিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ। 'চৈতন্যদেব' গ্রন্থকার(৬৫ পৃঃ) আবিষ্কার করিয়াছেন এই স্থানে নবদ্বীপচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মাতামহ শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর আদি নিবাস ছিল। পরে গঙ্গাতীরে বাস উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমন করিয়া তাঁহারা এই স্থানেই বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে, এই 'বাসুদেব' শ্রীবিগ্রহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন নলিয়া জামালপুরের শ্রীবিগ্রহ 'হরিঠাকুর' বহুকালের স্থাপিত।

বেলগাছিতে নিম্বকাষ্ঠের শ্রীগৌর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিংবদন্তি, শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সময়ে পূর্ববাংলা পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে নানাস্থানে বহু পুরাতন শ্রীমূর্ত্তি ও দেবালয়ের অভাব নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয়, প্রভুবন্ধুর লীলাভূমি ফরিদপুর ধর্ম্মে কর্ম্মে পূর্বেও মহান্ ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায় ফরিদপুর কোন অংশেই অন্যস্থানাপেক্ষা ন্যূন নহে।

দক্ষিণ সীমান্তে কোটালীপাড়া গ্রাম বহু জ্ঞানী, গুণী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের বাসভূমি ছিল। প্রসিদ্ধ গীতা-ভাষ্যকার, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-নামক গ্রন্থ-প্রণয়ন-কর্ত্তা, তৎকালীন সময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর বসতি ছিল এই কোটালীপাড়ায়।

এই জেলার দৌলতপুর গ্রামে কোরাণ সরিপের ভাষ্যকার এবং আবু হানিফের মতাবলম্বী, ফরাইজী মতের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হাজি সরিতুল্যা এক সময়ে মুসলমান ধর্ম্মে যুগান্তর আনিয়াছিলেন।

দেশহিতব্রতী কংগ্রেস-নেতা প্রসিদ্ধ বাগ্মী অম্বিকাচরণ মজুমদারের বাড়ী ছিল সেনদিয়া গ্রামে। স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক, বহু গুণে গুণান্বিত অন্যতম কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতা, যুগান্তরকারী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল কারুণ্যপুর গ্রামে। 'ভারত সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠাতা ও ধর্ম্ম-প্রচারক স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের দেশ, ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে।

ধন্য সুপবিত্র পীঠস্থান প্রভুবন্ধুর লীলাভূমি এই ফরিদপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রবর্ত্তী পরিবার

(কুলজী) *

বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলোজ্জ্বলকারী স্বনামধন্য সুপণ্ডিত বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর বাস ছিল ফরিদপুর জেলার সাবেক গোয়ালন্দের (দরিদ্রাচর) অনতিদূরে পদ্মানদীর তীরে কোমরপুর গ্রামে। বেথুরের চক্রবর্ত্তী বংশ* বলিয়া ইঁহাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

বাসুদেবের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণের দুই পুত্র কৃষ্ণমঙ্গল ও কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র শম্ভুনাথ এবং কৃষ্ণকমলের পুত্র আরাধন।

শম্ভুনাথের চারি পুত্র ও দুই কন্যা মধ্যে জীবিত ছিলেন প্রথম পুত্র ভৈরবচন্দ্র ও চতুর্থ পুত্র দীননাথ। দুই পুত্র ও দুই কন্যা অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভৈরবচন্দ্রের দুই পুত্র, গোপালচন্দ্র ও তারিণীচরণ। দুই কন্যা দিগম্বরী ও গোলকমণি।

দীননাথের কন্যা কৈলাসকামিনী বাল্যকালেই দেহত্যাগ করেন। গুরুচরণ নামে এক পুত্রের শৈশবেই পরলোকপ্রাপ্তি হয়। পুত্রশোক-কাতর দীনু-দম্পতির প্রাণে পুত্র-লাভ-কামনা

---

* চক্রবর্ত্তী-পরিবারের কুলজী, গোবিন্দপুর বাস ও ব্রাহ্মণকান্দা আগমন প্রভৃতি বিবরণ,—গোপালচন্দ্র, তারিণীচরণ, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বকুলাল বিশ্বাস ও দেবী দিগম্বরী এবং গোলকমণি দেবীর নিকট হইতে সংগৃহীত। কুলজী গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুলজী বহি দৃষ্টে লিখিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল ছিল। যাহা হউক পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

গোকুলের নন্দ-যশোমতীর মতো মহা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা শ্রীজগদ্বন্ধুকে পোষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া। পুত্রস্নেহে সযত্নে লালন-পালন করিয়াছিলেন এই অপূর্ব্বসুন্দর চিত্তহারী বালককে। শ্রীজগদ্বন্ধু কাহারও ঔরসজাত পুত্র নহেন। এই গভীর বিষয় প্রভুবন্ধুর আবির্ভাব-তত্ত্বে বিশদ-ভাবে আলোচিত ও পরিবেশিত হইবে।

গোপাল চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র যোগেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র। তারিণী চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র নরেন্দ্রনাথ। কয়েকটি কন্যা মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যা কিরণবালা, প্রভু-বন্ধুর প্রদত্ত নাম ব্রজবালা। ইনি জীবনে শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর বহু বিভূতি দর্শন লাভের সৌভাগ্য পাইয়া বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভৈরব চক্রবর্ত্তীর কন্যা দেবী দিগম্বরী ও গোলকমণির নামও উল্লেখযোগ্য। কেননা, উত্তরকালে বন্ধু-লীলা-বিলাস কালে উভয়েই প্রভুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

দেবী দিগম্বরীর একমাত্র কন্যা ক্ষিরোদা দেবী।

গোলকমণি দেবীর পুত্রগণ মধ্যে সুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে ইঁহার লেখনীপ্রসূত বাণী পরিবেশিত হইবে। ইনি বন্ধুগতপ্রাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী

কোমরপুর

পণ্ডিত বাসুদেবের বাসস্থান কোমরপুর গ্রামে। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে কোমরপুর গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাসভূমি ছিল।

সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য চতুষ্পাঠীও (টোল) কম ছিল না। শ্রীধাম নবদ্বীপের পরেই কোমরপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত বাসুদেবেরও একটি বড় রকমের চতুষ্পাঠী ছিল। দেশ-বিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী, এই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য আসিত। পণ্ডিত বাসুদেব ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। শুধু তাহাই নহে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও দানশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই সমুদয় সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার প্রতিভা এবং যশোগৌরব চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ-কালে, এই কোমরপুর গ্রামে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন তিনি পদ্মা নদীতেও অবগাহন করিতেন। সে যাহাই হউক, বাসুদেব স্বীয় যশঃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিবার পরেও চতুষ্পাঠীটি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপর তৃতীয় পুরুষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণমঙ্গল ও কৃষ্ণকমলের সময়েই কীর্ত্তিনাশা পদ্মার তাণ্ডব-লীলা চলিতে থাকে। তাঁহাদিগের তিরোভাবের পরে, পদ্মা বিশাল কায়া বিস্তার করিয়া গোয়ালন্দ (দরিদ্রার চর) গ্রাস করিয়া ফেলে এবং কোমরপুর গ্রামের অধিকাংশ উহার উদরে প্রবেশ করে। গ্রামবাসীরা আশ্রয় লাভের জন্য এদিক ওদিক ছুটিয়া পড়িল।

বাসুদেবের কীর্ত্তি চতুষ্পাঠী সহ তাঁহাদের বাড়ী পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায়, শম্ভুনাথ ও সহোদরসম খুল্লতাত-ভ্রাতা আরাধন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া, পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ সহ, নৌকাযোগে ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামাভিমুখে ছুটিলেন। উদ্দেশ্য দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, দানশীল জমিদার মুক্তারাম সরকারের আশ্রয় গ্রহণ।

গোবিন্দপুরে আগমন।

শম্ভুনাথ ও আরাধন শ্রীবিগ্রহসহ গোবিন্দপুর আসিয়া সদাশয় জমিদার মুক্তারামের আশ্রয় চাহিলেন। সঙ্গে শ্রীবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ এবং উভয়েই সৎব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত জানিয়া সদাশয় জমিদার সাগ্রহে নিজ ব্যয়ে তাঁহাদের বসবাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্রহ্মোত্তর জমি জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন। বিপন্ন শম্ভুনাথ ও আরাধন শ্রীরাধাগোবিন্দের বিশেষ অনুগ্রহ মনে করিয়া তৎসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ইহার অতি অল্প দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই জমিদার সরকারও গ্রামবাসীর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সাধারণতঃ নদী-তীরবাসিগণ নদীতীরেই বস-বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু প্রবাদবাক্য আছে, 'তুমি যাবে বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে।' তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন নাই, যে নদী ভাঙ্গনীতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গোবিন্দপুর আসিলেন, এই গ্রামখানিও সেই শাখানদীর তীরে। সেকালে এই শাখা-নদী বড়-পদ্মা নামে খ্যাত ছিল। ইহা গোবিন্দপুর তট বাহিয়া কুলুকুলু রবে চলিয়াছে। তখন বড় বড় ষ্টীমার এই পথে চলিত, ষ্টীমার ষ্টেশনও ছিল গোবিন্দপুরে। বিধির বিধানে, পরবর্ত্তীকালে তাহাদের বাস-ভবনখানিও নির্মম পদ্মা গ্রাস করিয়াছিল। ইহা পরে প্রকাশ পাইবে।

শম্ভুনাথের চারি পুত্রের মধ্যে প্রথম ভৈরব ও চতুর্থ দীননাথ জীবিত ছিলেন। ভৈরবকে শিক্ষিত ও সংসারী করার দায়ীত্ব শম্ভুনাথ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরাধন ছিলেন বিপত্নীক ও অপুত্রক। সংসারে আদৌ আশক্তি ছিল না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যার গৌরব ও ন্যায়নিষ্ঠার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। সময় সময় সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। ভ্রাতৃবৎসল শম্ভুনাথ আরাধনের এই অবস্থা দেখিয়া পুনরায় সংসার বন্ধনের ... চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না।

শম্ভুনাথের চতুর্থ পুত্র দীন... বাল্যকাল হইতেই ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেধাবী, শ্রুতিধর, নম্র ও বিনয়ী। গুণগ্রাহী আরাধন দীননাথের বাল্যাবধি সদ্‌গুণ ও প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ ছিলেন, ক্রমে সন্তান-বাৎসল্য ভাব তাহার প্রতি পতিত হইয়াছিল।

দীননাথ খুল্লতাতের স্নেহে বিশেষ আকৃষ্ট। আরাধনকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

শম্ভুনাথ এই সুযোগ বুঝিয়া,—লালন-পালন ও শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া দীননাথকে আরাধনের হস্তে সমর্পণ করেন।

মহামায়ার হাত এড়ান সহজ নয়। ভ্রাতৃ-বৎসল আরাধন দীননাথের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার যাবতীয় ভার লইলেন।

আরাধন পূর্ব্বে কিছুদিন রাজসাহী জেলার নাটোর-অধিপতির সভা-পণ্ডিত ও রাজ-কুমারের গৃহ-শিক্ষক পদে ছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণত্বের যশঃ-গৌরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া অঞ্চলে বিদ্যোৎসাহী, প্রতিষ্ঠাবান, পাশাপাশি দুই জমিদারের বাস ও পরস্পর সৌহার্দ্যভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রথম মিত্রবংশীয় রাজা ও বঙ্গাধিকারী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণচক্রপাড়ায় ব্রাহ্মণ জমিদার এবং সাইকলির ময়ূরভট্টের সন্তান সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য। উভয়েরই বাসনা ডাহাপড়ায় একটি খুব ভাল চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। কিন্তু উপযুক্ত পণ্ডিত অভাবে তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হইতেছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা পণ্ডিত আরাধনের সুনাম অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাঁহাকে আনিবার সুযোগ পাইতেছেন না। জানিতে পারিলেন পণ্ডিত আরাধন নাটোর রাজের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই সুযোগে ডাহাপাড়া আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবার জন্য উভয় জমিদার পণ্ডিত আরাধনকে সসম্মানে আহ্বান করিলেন।

পণ্ডিত আরাধন শম্ভুনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ ও সন্তানস্নেহে প্রতি-পালিত দীননাথকে লইয়া ডাহাপাড়ার ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ইহাতে জমিদারগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পণ্ডিত আরাধনকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পল্লব

মুর্শিদাবাদ—ডাহাপাড়া

বঙ্গাধিকারী ও ভট্টাচার্য্য জমিদারগণের ঐতিহাসিক বিবরণ।

জেলা মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া এবং জমিদারগণের ঐতিহাসিক বিবরণ সুধী সমাজ মাত্রেই অবগত আছেন। তথাপি যাঁহারা অজ্ঞাত ও ভবিষ্যত চিত্র অঙ্কনকারী হইবেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে এখানে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণের অবতারণা করিলাম।

বিশেষতঃ উত্তরকালে ডাহাপারা-ধাম মহাপ্রেমাবতারী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবস্থান বলিয়া জগতে পূজিত হইবে, এই কারণেই এখানে উহার কতক বর্ণনা করা হইল। সকলের ইহা জানাও প্রয়োজন।

রাজধানী ভিন্ন কোনও অবতারীর আবির্ভাব হয় না। মুর্শিদাবাদ ও ডাহাপাড়া প্রাচীন রাজধানী। মুর্শিদাবাদকে প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর 'মুর্শিদাভাদ্ রাখ্' আখ্যা দিয়াছেন। কেন, তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। তবে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয় যে ইহা হিন্দি ভাষারই অভিব্যক্তি। মুর্শিদাবাদ হিন্দি চলিত কথায় 'মুর্শিদাভাদ্'- এবং সাধারণতঃ 'রাজ' শব্দে 'রাঝ্' কথিত হইয়া থাকে।

সে যাহাই হউক, মুর্শিদাবাদ এক সময়ে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার শেষ রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা 'মুকস্থদা-বাদ'ও বলিত।

পূতপ্রবাহিনী, ত্রিভুবন তারিণী, ক্ষীণা তরঙ্গিণী ভাগিরথী, দুই কুল ভাসাইয়া কুলুকুলু রবে অতীতের কলঙ্কগাথা গাহিতে গাহিতে, বিষাদ মনে সাগর-বক্ষে বদন লুকাইবার জন্য ধীর-মন্দ-গতিতে চলিয়াছে।

ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরে নবাবের সহস্র-দুয়ারী প্রাসাদ, পশ্চিম তীরে রাজা-বঙ্গাধিকারীর রাজধানী ডাহাপাড়া।

মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনের ২৮।২৯ মাইল ব্যবধানে পলাশীর রণক্ষেত্র। যে-স্থলে গৃহ-শত্রু প্রতারকগণ বাংলার, তথা ভারতের শেষ রাজ-সিংহাসন চিরতরে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিল। এখনও পলাশীর রণক্ষেত্র, নবাবের প্রাসাদ, ক্ষীণা ভাগিরথী সেই অকীর্ত্তির সাক্ষ্য দিবার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং উহার লুপ্তগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গাধিকারী ও ডাহাপাড়া *

মোগল রাজত্বকালে, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল প্রথমতঃ রাজমহলে. পরে ভারত-সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে ইহা স্থানান্তরিত হয় ঢাকা নগরীতে। এই কারণে ঢাকার অপর এক নাম জাহাঙ্গীরনগর।

সম্রাট আকবরের সময় হইতেই মিত্র বংশীয় রায় ভগবানচন্দ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব বিভাগের প্রধান কাননগো ও রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন এবং রাজস্ব বহুল পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া সম্রাট সন্তুষ্টচিত্তে ভগবানচন্দ্র রায়কে তাঁহার পুরুষানুক্রমিক রাজা ও বঙ্গাধিকারী উপাধির সনন্দ ও অনেক সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

জগৎশেঠ উপাধি যেরূপ পুরুষানুক্রমিক, রাজা এবং বঙ্গাধিকারী উপাধিও সেইরূপ পুরুষানুক্রমিক।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন আজিমওয়াগণ। মুর্শিদকুলি

---

* বঙ্গাধিকারী ও ডাহাপাড়া কাহিনী, রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারীর পুত্র কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী। তাঁহার প্রকাশিত "প্রাচীন ভারত-নীতি" হইতে সংগৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাফর খাঁ রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারী রাজা ভগবানচন্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ রায় উক্ত পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা নগরীতে গমন করেন এবং ঢাকার পশ্চিম সীমান্তে রাজোপযোগী অট্টালিকা-বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ স্থানে বাস করেন। এখনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঐ স্থান "রায়-বাজার" নামে খ্যাত আছে। রাজা বঙ্গবিনোদ কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়া, নিজেদের জমিদারী অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর সহিত নবাব আজিমওয়াগণের বিশেষ মনোমালিন্য ঘটায় (১৭০৪ খৃঃ) রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী ও বহু প্রজাবৃন্দসহকারে, তিনি প্রাচীন নাম মুকসুদাবাজে বসবাসের জন্য চলিয়া আসেন। পরে মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারে প্রচলিত মুর্শিদাবাদের নামকরণ হইয়াছে।

১৭০৭ খৃঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ায় গৃহবিবাদে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবার ফলে মুর্শিদকুলি খাঁ নবাবী পদ লাভ করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

এদিকে রাজা বঙ্গবিনোদের মৃত্যু হওয়ায় তৎস্থলাভিসিক্ত রাজা দর্পনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজধানী স্থাপিত হওয়ায়, মুর্শিদাবাদের অপর তীরে, ভাগিরথীর পশ্চিম কুলে নবগ্রাম থানার অধীন ডিহি-আসানপুরা ডাক নাম চক্‌পাড়া বা কাশীবাটী নামক পল্লীর এক প্রান্তে, রাজোপযোগী-অট্টালিকা সমূহ প্রস্তুত করাইয়া বসবাস করিতে থাকেন।

তিনি ঢাকা হইতে আগত অমাত্য ও প্রজাবৃন্দের জন্য বসবাসের উপযোগী যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ফলে জঙ্গলাকীর্ণ চক্‌পাড়া বা কাশীবাটী পল্লী এক অতি সুন্দরী নগরীতে পরিণত হয় এবং সেই সময় হইতেই এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বহু প্রজা, অমাত্য কর্ম্মচারী ঢাকা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে বসবাস করায় এই নগরীর নাম 'ঢাকা-পল্লী' শেষ ডাহাপাড়া নামে প্রচলিত হয় ও বঙ্গাধিকারীর প্রাসাদের নামকরণ হয় "বঙ্গাধিকারী রাজধানী"।

ডাহাপাড়ার অনতিদুরে দেবী কীরিটেশ্বরীর শূন্য পীঠস্থান। সতীদেহ বিক্ষিপ্তকালে কীরিটের এক অংশ এই স্থানে পতিত হওয়ায় দেবীর নামানুসারে ইহা কীরিটেশ্বরী বা কীরিটকণা হইয়াছে।

নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এই স্থানে। রাজা দর্পনারায়ণ মায়ের কারুকার্য্যময় শ্রীমন্দির ও কালীসাগর নামে গভীর পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গাধিকারী রাজধানীর অপর প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ সাইকলির ময়ূর ভট্টের বংশসম্ভূত * ভট্টাচার্য্য জমিদারগণের বাস। ছোট জমিদারী হইলেও ইঁহাদিগের সুনাম, সম্মান এবং প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।

সারদানন্দের পিতা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য, তাঁহার সাধন-পীঠ পঞ্চমুণ্ড, বেদী ও বিল্ববৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বঙ্গাধিকারী রাজবাটীর সহিত ভট্টাচার্য্য পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এই পল্লীতে এক সময়ে বহু ব্রাহ্মণ ও নানান জাতীয় লোকের বাসভূমি ছিল; এজন্যই এই স্থানের নাম হইয়াছিল ব্রাহ্মণ চক্‌পাড়া।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইল সে সময়ে মুর্শিদাবাদ ধনে, ঐশ্বর্য্যে, যশঃ-গৌরবে, জ্ঞানে, গুণে, প্রতিভায় এক সুবর্ণযুগে পরিণত হইয়াছিল।

ভাগিরথীর এক পাড়ে হিন্দুর দেব-মন্দির, কীরিটেশ্বরী-পীঠস্থান। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ জমিদারগণের বাস। পরপারে

---

* ভট্টাচার্য্য জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয় হইতে সংগৃহীত।

পঞ্চমুণ্ড বিল্ববৃক্ষ—পাঁচটি মড়ার মাথা বিল্ববৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া এই সাধন বেদী প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধু জন্মস্থান দর্শনে আসিয়া প্রথম এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবাবের সহস্র-দুয়ারী প্রাসাদ, ধর্ম্ম-উপাসনার মস্‌জিদ্। দুই তীরের হিন্দু-মুসলমানের সংপ্রীতি ছিল অগাধ। হায় রে সেকাল আর একাল!

মহাকালের কুটিল গতিতে আজ সেই মুর্শিদাবাদ তথা ডাহাপাড়া ও চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া প্রকৃতির সাজান বাগন, আজ জনমানবশূন্য কালাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকজন প্রভুভক্তের আপ্রাণ চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাবস্থান আবিষ্কৃত হইয়া পূর্ব্বগৌরবের এই ডাহাপাড়া মহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবস্থল

চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া তথা ডাহাপাড়া।

মুর্শিদাবাদ জেলার চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া বা ডাহাপাড়ায় পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্নের বাসভবন ও শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর আবির্ভাবস্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমান কুঞ্জদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ স্থান আবিষ্কার করিয়া উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। পরে অক্লান্তকর্ম্মী সেবক শ্রীমান জয়বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী আসিয়া এদের সঙ্গে যোগ দেয়। বন্ধুগতপ্রাণ কর্ম্মীদিগের শুভ প্রচেষ্টায় জঙ্গল কাটিয়া, নগর বসাইয়া "জগদ্বন্ধু-ধাম" নামে এক সুন্দর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমে নিয়মিত সেবা, পূজা ও সকল উৎসব পরিচালিত হইতেছে এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 'জগদ্বন্ধু-ধাম' এখন ভক্তসমাগমে সদা মুখরিত। এই মহান্ কার্য্যের উদ্যোক্তাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

আমরা মুর্শিদাবাদ এবং ডাহাপাড়ার ঐতিহাসিক-চিত্র অঙ্কন করিতে করিতে অনেক দূর আসিয়াছি। এখন ক্রমশঃ মূল বিষয় আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত আরাধনের চতুষ্পাঠী।

(ডাহাপাড়া-চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া)

আরাধন পণ্ডিত ও দীননাথ বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দসহ জমিদার সারদানন্দের বাস-ভবনে উঠিয়াছেন।

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী এবং জমিদার সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য উভয়েই বিদ্যোৎসাহী আরাধনকে পাইয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্ত হইলেন। পণ্ডিত আরাধন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট অপরিচিত হইলেও পাণ্ডিত্যের যশোগৌরবে সকলেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহারা আরাধনকে যথাযোগ্য অভিনন্দিত করিলেন। রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ মর্য্যাদাসহকারে তাঁহাকে দ্বার-পণ্ডিত পদে অভিষিক্ত করিলেন।

সারদানন্দ তাঁহার বাটির বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড আটচালা মণ্ডপ ঘরে, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত আরাধনকে প্রধান অধ্যাপক স্বরূপে বরিত করিলেন। আরাধন ও দীননাথের গ্রাসাচ্ছাদন এবং শ্রীবিগ্রহ সেবার ব্যয়ভার উভয় জমিদার বহন করিবেন এবং সারদানন্দ বসোপযোগী ও শ্রীবিগ্রহ সেবার ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন স্থির হয়।

পণ্ডিত আরাধন চতুষ্পাঠী গঠ[illegible]ার প্রাপ্ত হইয়া ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। কতিপয় স্থানীয় পণ্ডিত ও অল্প সংখ্যক পড়ুয়া লইয়া প্রথমতঃ কার্য্য আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত আরাধনের শিক্ষা-প্রণালীতে বিদ্যার্থিগণ বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায় নানা স্থান হইতে বহু বিদ্যার্থী আসিয়া চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিতে থাকে। জমিদার সারদানন্দ ও রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই আরাধনের গুণে মুগ্ধ হইয়া আনন্দানুভব করিলেন।

পণ্ডিত আরাধনের স্নেহ-ভালবাসার উত্তরাধিকারী মায়ার পুতুল দীননাথ। আজ্ঞাবহ দাস দীননাথ আরাধনের নিকট পাঠ গ্রহণপূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র দর্শন এবং বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক 'ন্যায়রত্ন' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই দীননাথের জ্ঞান-প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। উদারতাবিহীন গণ্ডিবদ্ধ বা ধর্ম্মের গোঁড়ামী তিনি কখনো পছন্দ করিতেন না। সাম্যবাদ ও সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তিনি নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার যুক্তিবাদ খণ্ডন করিতে পারিতেন না। পাণ্ডিত্য, সুমধুর চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর জন্য সকলেই দীননাথের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আরাধন দেশে শম্ভুনাথকে এই সুসংবাদ জানাইয়া, কিছুদিন পরে দীননাথকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তখন হইতে আরাধন ডাহাপাড়াতেই রহিয়া গেলেন এবং এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণয়সূত্রে বদ্ধ দীননাথ

বহুকাল পরে সর্ব্বগুণভূষিত হইয়া নিজ গ্রাম গোবিন্দপুরে ফিরিলেন পণ্ডিত দীননাথ। অনেক দিন পুত্রমুখ দেখেন নাই শম্ভুনাথ। ফলভারাবনত বৃক্ষের মত অভিমানশূন্য বিদ্বান ও গৌরবোজ্জ্বলকারী দীননাথকে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা নাই।

শম্ভুনাথ পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্রকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া সংসারের সম্পূর্ণ ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ভৈরব ও ভৈরব-গৃহিণী রাধামণি ওরফে রাসমণি দেবীর আনন্দও কম নয় আজ দীননাথকে পাইয়া।

দীননাথকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য শম্ভুনাথ সু-পাত্রী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দীননাথ রূপবান, গুণবান ও বিদ্বান; পাত্রীও তদনুরূপ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী হওয়া প্রয়োজন।

ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে কাফুরা গ্রামে শীতলচন্দ্র চৌধুরী নামক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। তাঁহার বামাসুন্দরী নামে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী গুণবতী এক কন্যা আছে জানিয়া শম্ভুনাথ উহার সহিত দীননাথের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। শম্ভুনাথ সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পকালমধ্যেই চরিত্র-মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, মিষ্টভাষণ প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণবিভূষিতা নব-বধূ দেবী বামাসুন্দরী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। ভৈরব-গৃহিণী ইঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। যথাসময়ে দেবী বামাসুন্দরী এক পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুর নাম রাখা হইল গুরুচরণ। আদর-যত্নে লালিত পালিত 'গুরুচরণ' দীননাথের প্রথম পুত্র। নিয়তির হাত এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। আট মাস বয়সেই স্নেহের দুলাল 'গুরুচরণ' ইহলোক ত্যাগ করিল। দীননাথ ও বামাসুন্দরী গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছু দিন পরে শোকের সান্ত্বনা হইল বটে কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো উভয়ের অন্তরে পুত্রকামনা রহিয়া গেল।

কিছুকাল পরে দম্পতি যুগলের শোকের সান্ত্বনাস্বরূপ একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে। উহার নাম রাখা হইল "কৈলাসকামিনী"। বালিকা ছয় বৎসরকাল মাত্র জীবিতা থাকিয়া বিধির বিধানে শান্তিধামে চলিয়া যায়।

এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ইহার পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বালিকা প্রভুকে কোলে করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শম্ভুনাথ ও আরাধনের মহাপ্রয়াণ

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
কি হবে কাঁদিয়া ফল,
কেহ চিরজীবী নয়।"

লীলা-রসময়ের ইচ্ছানুসারে, মায়া-প্রপঞ্চের খেলাঘরে মানুষ আসে, আবার ডাক পড়িলে খেলা ফেলিয়া চলিয়া যায়। জন্ম, অবস্থান, মৃত্যু একটা রহস্য। এ ভব সংসারে ইহার হাতে কাহারও অব্যাহতি নাই।

একটি গান মনে পড়ে,—

"খেলার ছলে হরি ঠাকুর
গ'ড়েছেন এই জগতখানা।
চারদিকে তাই খেলার মেলা
খেলার শুধু আনা-গোণা।
খেল্‌তে খেলা ভবের বাসে,
কোত্থেকে সব মানুষ আসে,
খানিক খেলে খেলনা ফেলে
কোথায় পালায় যায় না জানা।"

শম্ভুনাথ ছিলেন খাঁটি সংসারী। সংসার-ধর্ম্ম-পালন করাই ধর্ম্ম মনে করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবকে কাছে রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সযত্নে শিক্ষা-বিধান ও সংসার নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভৈরবের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ গোপাল ও কনিষ্ঠ তারিণী। কন্যা দিগম্বরী ও গোলকমণি। একবৃন্তে চারটি ফুল।

শম্ভুনাথের অপর পুত্র দীননাথ, ভ্রাতা আরাধনের নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। সর্ব্বদা বিদ্যা-বিহ্বল থাকিতেন। সংসারে উদাসীন, ভৈরবের লক্ষণ ভাই-সদৃশ ভাব। দাদা ভৈরবের উপরেই সমস্ত নির্ভরশীল। এরূপ ভ্রাতৃভক্তি আজিকার যুগে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এক দিকে গোবিন্দপুরে শম্ভুনাথ সংসার সাজানো গুছান কাজে ব্যস্ত। অন্য দিকে মুর্শিদাবাদ-ডাহাপাড়া চতুষ্পাঠী ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যস্ত মায়ার পুতল দীননাথ সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। আরাধন মুক্ত স্বাধীন। সংসার-বিরাগী, নির্লিপ্ত, ত্যাগী, ধ্যান-ধারণা, ভাগবতচর্চ্চা, সদালাপে নিরত থাকিয়া শেষের সম্বল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

যথাকালে গোবিন্দপুরে শম্ভুনাথ এবং ডাহাপাড়ায় পণ্ডিত আরাধন নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে প্রবেশ করিলেন।

পিতা ও পিতৃব্যের শোকে ভৈরব ও দীননাথ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

শম্ভুনাথের পরলোক গমনে ভৈরবের উপরেই সংসারের ভার পড়িল। বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ভৈরব সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃব্য অনুরক্ত দীননাথের চিন্তা ডাহাপাড়ার চতুঃস্পাঠী সম্বন্ধে। আরাধনের গৌরব-স্মৃতি জাগরুক রাখিবার বাসনা অধিকতর প্রবল হইল।

ভৈরবচন্দ্র পুত্র গোপাল ও তারিণীর শিক্ষা-বিধান করিয়া যথাসময়ে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিলেন।

কন্যাদ্বয় দিগম্বরী ও গোলকমণিকেও পাত্রস্থা করিলেন।

দিগম্বরী দেবীর একমাত্র কন্যা ক্ষীরোদা। দিগম্বরী দেবী স্বামীর আকস্মিকভাবে পরলোকপ্রাপ্তিতে কন্যাসহ প্রথমে পিতৃগৃহে পরে ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

অপর কন্যা গোলকমণির বিবাহ হয় পাবনা সহরে উকিল প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীল লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পল্লব

ডাহাপাড়া—ন্যায়রত্ন দীননাথ

পণ্ডিত আরাধনের মহাপ্রয়াণের পরে, তাঁহার প্রিয় চতুষ্পাঠীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় ও হতশ্রী হইতে লাগিল। রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এবং জমিদার সারদানন্দ ইহা রক্ষার ব্যবস্থার জন্য খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন ব্যতীত ইহা সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালন করিতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই। এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া যোগ্য পণ্ডিত দীননাথকে তাঁহার খুল্লতাতের অতুলকীর্ত্তি চতুষ্পাঠীটির ভার লইবার জন্য জমিদারগণ মর্য্যাদার সহিত আহ্বান করিলেন।

দীননাথ পারণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রধান আকর্ষণ ছিল ডাহাপাড়ায় আরাধনের চতুষ্পাঠী ও পতিতপাবনী গঙ্গার প্রতি। আজ তাহার সেই মহা সুযোগ উপস্থিত। জ্যেষ্ঠ ভৈরবের সহিত পরামর্শক্রমে সপরিবারে তথায় যাওয়া স্থির করিয়া উহার কার্য্যভার গ্রহণের সম্মতি জানাইলেন।

যথাসময়ে পত্নী বামাদেবী, কন্যা কৈলাসকামিনী এবং বাড়ীর পুরাতন ঝি উর্ম্মিলাসহ, নৌকাযোগে ডাহাপাড়া রওয়ানা হইলেন। তৎকালে রেলগাড়ী বা ষ্টীমার না থাকায় নৌকাযোগেই যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। নৌকা-যাত্রীগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সময়েই পথিমধ্যে নানাভাবে বিপদাপন্ন হইতেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, রাস্তায় নৌকা-ডুবিতে দীননাথকেও কিছু বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

যাহাহউক, দীননাথ সপরিবারে ডাহাপাড়া পৌঁছিলে জমিদারগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যিনি বহুপূর্ব্বে বিদ্যার্থী ছিলেন, আজ তিনি অধ্যাপক আচার্য্য হইয়া আসিলেন। তাঁহার দেবপ্রতিম তাত আরাধন আজ ইহজগতে নাই, এই চিন্তা দীননাথকে সাময়িক অভিভূত করিয়াছিল। দীননাথ এস্থানে নূতন নহে, সকলেরই পরিচিত, অনেকের স্নেহের পাত্র। দীননাথের সপরিবারে পৌঁছানোর সংবাদ প্রচার হওয়ায় অনেকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাইল। জমিদার-গৃহিণী ন'মা ক্ষমাময়ী পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় তাদেরে সযত্নে বরণ করিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইল।

ন'মা ক্ষমাময়ী কে ?

চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া ছোটতরপের জমিদার পরমসাধক কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী। সারদানন্দ তাঁহার দত্তক পুত্র। বহির্ব্বাটিতে, বিল্ববৃক্ষমূলে বেদীতলে, পাঁচটি মড়ার মাথার উপর কৃষ্ণানন্দের সাধন-পীঠ, এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এখনও সেই বিল্ববৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ন'মা ছিলেন গ্রামবাসী ছোট বড় সকলেরই ন'মা। দীননাথ, বামাদেবী, কৈলাসকামিনী, ঝিরও ন'মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার যেমনি ছিল নাম, তেমনি ভাব ; অদোষদর্শী, দয়াবতী, সর্ব্বগুণভূষিতা দেবী। পরকে আপন করা, পরের জন্য নিজ স্বার্থ বলিদান ছিল তাঁর ধর্ম্ম।

বহুকাল পরে হারানিধি পাইলে যেরূপ আনন্দ হয়, স্নেহ বাৎসল্য-প্রতিমা ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর সেইরূপ আনন্দ হইল, পুত্র দীননাথ এবং পুত্রবধূ বামাসুন্দরী ও স্নেহের পুতুলী কন্যা কৈলাসকামিনীকে পাইয়া।

এই ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী উত্তরকালে লীলাময় শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে কতক দিন পর্য্যন্ত সন্তান-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিবার সৌভাগ্য ল্যভ করিয়াছিলেন।

চতুষ্পাঠীর ভার অর্পণ

পিতৃব্য আরাধন যে প্রকার পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী দীননাথও আজ সেই সমস্ত পদ-গৌরবের অধিকারী হইলেন। রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে সভা-পণ্ডিত ও চতুষ্পাঠীর আচার্য্য অধ্যাপকরূপে বরণ করিয়া চতুষ্পাঠীর সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বভার পণ্ডিত দীননাথের হাতে ন্যস্ত করিলেন। নব পর্য্যায়ে চতুষ্পাঠী পরিচালন করিয়া আরাধনের পূর্বগৌরব রক্ষা করিবেন—এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া দীননাথ কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

আজ ন্যায়রত্ন পণ্ডিত দীননাথকে পাইয়া বিদ্যার্থীমণ্ডলীও পরমানন্দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবপর্য্যায়ে দীননাথের চতুষ্পাঠী

(মন্তব্য :—দীননাথের চতুষ্পাঠী, মাসাবাটী এবং ডাহাপাড়া সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারীর পুত্র, অতিবৃদ্ধ কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। ইনি দীননাথের নিকট পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন।)

দীননাথ পূর্ব্বানুরূপ সারদানন্দের চণ্ডীমণ্ডপেই অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহাই জাগতিক নিয়ম।

পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন সময়োপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। বিদ্যা শিক্ষার সহিত পরাবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা করায় নবযুগের সৃষ্টি হইল।

ছোট তরপের কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কুলপুরোহিত পণ্ডিত ময়ুর ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত। দীননাথ তাঁহাদিগকে সহকারী-রূপে গ্রহণ করিলেন। চক্পাড়ার কালীনাথ ভট্টাচার্য্যও অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

আরাধনের চতুষ্পাঠী আবার সঞ্জীবীত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রাম-গ্রামান্তরে ও দেশ দেশান্তরে সুযশ ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্যার্থী পড়ুয়া সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন আর চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে স্থান সংকুলান হয় না। এজন্য স্থানান্তরে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুষ্পাঠীর নূতন বাটী

জমিদার সারদানন্দ ও রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের একতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সারদানন্দের বাটীর সংলগ্ন বড় চত্বরে এক প্রকাণ্ড নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়া চতুষ্পাঠীর স্থান পরিবর্ত্তিত হইল।

পড়ুয়াগণ নবোৎসাহে নূতন চতুষ্পাঠী বাড়ীকে দেবালয় সদৃশ সুসজ্জিত করিয়া পণ্ডিত দীননাথের প্রবর্ত্তিত বিধান অনুযায়ী পাঠ আরম্ভ করিলেন।

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যা শিক্ষার্থ পুত্র কুমার প্রতাপ-নারায়ণকে দীননাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অন্যতম জমিদার-পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এবং জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যও প্রতাপনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন।

আদর্শ চতুষ্পাঠীর নূতন বাটী

(দৃশ্য বর্ণনা)

(কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারীর বর্ণিত মতে, লিখিত হইল।)

সারদানন্দের চণ্ডীমণ্ডপ হইতেও বৃহৎ খড়ের আটচালা চৌয়ারী ঘর তৈয়ারী করা হইল চতুষ্পাঠীর জন্য। শীতল পাটীদ্বারা প্রথমে চালা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ভাল খড়ের ছাঁউনী। চালার চটা ইত্যাদি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। বাঁশের চটার বেড়া, দুইদিকে মাটীর লেপ দিয়া কোঠাঘরের অনুরূপ। চারিদিক ঘেরা বারান্দা, জানালা, দরজা, বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত। এতদ্ভিন্ন আরও তিনখানি দোচালা বড় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল টোল বাড়ী ও ছাত্রাবাসের জন্য।

দীননাথ ছিলেন উদ্যানপ্রিয়। তাঁহার ঘরের সম্মুখে দুই সারিতে ছিল তুলসী ও নানাজাতীয় ফুলের গাছ। অপর তিন দিকে স্থলপদ্মাদি বড় বড় ফুলের গাছ ও সব্জী বাগান। প্রত্যহ তিনি মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক আদর্শ অধ্যাপকরূপে টোলের কার্য্য আরম্ভ করিতেন, এবং তাহার উৎসাহের পরিসমাপ্তি হইত পড়ুয়াগণের আনন্দের ভিতর দিয়া।

চতুষ্পাঠী গৃহে পাঠের স্থান

বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখন পাঠ-গৃহে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। বিদ্যার্থীদের বসিবার ব্যবস্থা ছিল কম্বল, পাটী, মাদুর, আসন প্রভৃতি। পুস্তকাদি রাখার জন্য ছিল তিন-পয়া বা সে-পায়া। লিখিবার কালী হাতের তৈয়ারী, খাগের কলম, তুলট কাগজ, ভূর্জ্যপত্র ও তালপত্র।

অধ্যাপকগণ সামান্য উঁচু জল-চৌকিতে আসন পাতিয়া বসিতেন। সম্মুখে থাকিত সে-পায়া ও মাটির বেদী। এই নিয়মেই তৎকালীন বসিবার ব্যবস্থা অধ্যাপকদিগের ছিল।

শিক্ষা পদ্ধতি—প্রথমে সরস্বতী ও শিবস্তোত্র, তৎপর নারায়ণ ও গঙ্গাস্তোত্র পাঠ ও প্রণামপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভগবতীর প্রসঙ্গ আলোচনান্তে পাঠ আরম্ভ হইত।

বহু বিষয়ে শিক্ষার দ্বার মুক্ত ছিল। বিদ্যার্থিগণ তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাব সোপান স্থির করিয়া লইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত দীননাথের বাসস্থান নিরূপণ

তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি :—

আমি অফিস সংক্রান্ত কাজে মুর্শিদাবাদের নেহালিয়া ষ্টেটের জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়বাহাদুরের বাড়ী গিয়াছিলাম। তিনি ও তাঁহার ম্যানেজার পান্নালাল সিংহ মহোদয়, উভয়েই থিওসফিষ্ট, অবতারে বিশ্বাসী ও পরম ধার্মিক। প্রভুবন্ধুকেও তাঁহারা বিশেষরূপ জানিতেন। প্রভুর আবির্ভাবস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও প্রায় জনমানবশূন্য ডাহাপাড়া দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহারা আগ্রহের সহিত সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া, সঙ্গে এষ্টেটের সদর নায়েব ইন্দুভূষণ ঘোষ, দারোয়ান ও পথপ্রদর্শকরূপে ডাহাপাড়ার প্রাচীনতম ব্রহ্মদাস বৈরাগী নামক এক ব্যক্তিকেও তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে আমরা ১৩২৫ বাংলা সনের ৮ই বৈশাখ (ইং ২২।৪।১৯১৮) রবিবার প্রাতে রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারীর নিকট ক্রমান্বয়ে চারি দিবস গিয়াছিলাম। তিনি খুব প্রাচীন লোক, ন্যায়রত্ন দীননাথের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন ও বহু বিষয় অবগত আছেন। তাঁহার নিকটে হইতে ও তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী ভট্টাচার্য্য জমিদারদিগের প্রজা অতি বৃদ্ধ বিপিন দাস বৈরাগী ও তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনীর নিকট হইতে যে সমুদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং প্রভুবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী ১০-৪-১৯১৭ তারিখের পত্র অনুযায়ী পণ্ডিত দীননাথের বাসভবনের বিবরণ ও ফটোচিত্র প্রদত্ত হইল।

বাস ভবন

অনুমান দশকাঠা জমির উপরে পণ্ডিত দীননাথ বাসভবন নির্মিত হইয়াছিল।

সেই সময়ের বর্ণিত বাড়ীর চতুঃসীমা—

১। উত্তরে ; কৃষ্ণদাস মিস্ত্রীর বাড়ী। বর্ত্তমানে সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের জমি।

২। দক্ষিণে ; দোপায়া পথ।

৩। পূর্ব্বে ; শিবদাসীর জমি।

৪। পশ্চিমে ; সারদানন্দ ভট্টাচার্য্যের গোয়াল ঘরের পাকা দেয়াল।

ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষের ইং ১০-৪-১৯১৭ তারিখের পত্র অনুসারে উক্ত বাড়ীর এবং ফটো চিত্রের বিবরণ।

"ডাহাপাড়া স্থান নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে সারদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী প্রভৃতিতে।"

"এক হিস্যায় এক পোষ্যপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আছেন।"

"প্রভুর ভিটার পূর্ব্ব ও উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত চাষ হইয়া গিয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রভুর বাড়ীর সীমানা প্রায় সমুদয়ই জঙ্গল হইয়াছে। মাঝে একটুখানি স্থান (আঙ্গিনার মাঝটুকু) পরিষ্কার আছে।"

বাড়ীর চৌহুদ্দী (বর্ত্তমান সাধারণভাবে) — "দক্ষিণে মাদার গাছের লাইন। এই লাইনের পশ্চিমেও মাদার গাছ। তৎপূর্ব্বে বনচিতা ও জিকা গাছ আছে। পশ্চিম সীমানায় সারদানন্দ ভট্টাচার্য্যের (বাড়ীর পূর্ব্বে) গোয়াল দালান ও তৎদক্ষিণস্থ ছাড়দেয়াল ঘেড়া।"

"গোয়ালের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে (Corner-এর) ছাড়-দেয়াল ঘেড়ার পূর্ব্বে, প্রভুর সীমানা মধ্যে একটি নিম, বেল ও ফুলের গাছ আছে। আম গাছও আছে বহু কালের।"

দীননাথের বাসগৃহাদির বিবরণ—

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী ও বিপিন দাস বৈরাগী দম্পতি এবং ব্রহ্মদাস বৈরাগী বর্ণিত বিবরণ—

উত্তর দিকে ; মাটির দেয়াল, হুইটী বড় কুঠরি, দরজা জানালা, তিনদিক ঘেরা বারেন্দাবেষ্টিত খড়ের চৌয়ারী ঘর।

পূর্ব্বদিকে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের পূজাঘর ও পশ্চিম দিকের ঘরে পণ্ডিত দীননাথ থাকিতেন।

দক্ষিণদিকে খুব বড় দোচালা ঘর, বাঁশের চটায়, দুই দিকে মাটির লেপ, দেয়ালের মতো দুই কুঠরি, মেঝ ইটের বান্ধান। ঐ ঘরের এক কুঠরীতে থাকিতেন দীননাথের বিগ্রহরূপিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো-মাতা। অপর কুঠরীটি ছিল আগন্তুক অতিথির শয়নের স্থান। এই ঘরের পূর্ব্বদিকে ছিল জিকা ও মাদার গাছের সারি। ঘরের সম্মুখে ছিল ভাল একটি কুল ও ডালিমের গাছ এবং নিকটেই একটি বেলের গাছ, বড় বড় বেল হইত। তুলসীবেদী বান্ধান ছিল একটা। এই গো-গৃহের পশ্চিম অংশে, **অতিথি থাকিবার ঘরেই প্রভুবন্ধু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।**

পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আরও দুইখানা লম্বা চটার বেড়া মাটি দেওয়া ঘর ছিল।

পূর্ব্বদিকের ঘরে রসুই হইত। পশ্চিম ঘরে ঝি থাকিত এবং ভাড়াড়ের জিনিষ রাখা হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব স্থান—ডাহাপাড়া। (দীননাথের বাসভবন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত দীননাথের আদর্শ জীবন

(প্রাপ্ত বর্ণনা মতে)

সস্ত্রীক দীননাথ, রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে শয্যাত্যাগান্তে, শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। স্নানান্তে সন্ধ্যা-বন্দনা ও বিগ্রহ-সেবা সম্পন্ন করিয়া, গো-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার, ঘর ধোয়ান প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এবং ধূপ-ধূনা, গো-গ্রাসাদি (গো-খাদ্য) দিয়া তৎপর কিছু সময় গীতা ও ভাগবত পাঠান্তে চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। তিনি ছিলেন রাগ-দ্বেষ বিবর্জিত। সর্ব্বদা সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলিতেন। দীননাথ কেবলমাত্র ন্যায়দর্শন শাস্ত্রেরই পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যত বড় বিদ্বান, দার্শনিক-তার্কিক হউন না কেন, তর্কজাল বিস্তার করিয়া কোন বিষয় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে স্থির ধীর, অচঞ্চলচিত্তে, এমন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতেন যে, তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন হইত। সুচিন্তিত অভিমত দ্বারা নিজের মতবাদ সর্ব্বদা স্থির রাখিতেন। কোন দিন কাহারও নিকট পরাজিত হইতে দেখা যায় নাই।

এই কারণে জনমত এমন প্রবল হইয়াছিল যে, "পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন ইচ্ছা করিলে জাত নিতে এবং জাত দিতে পারেন। ধর্ম্মমত ভাঙ্গাগড়াও পণ্ডিত ঠাকুরের হাতে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অফুরন্ত শাস্ত্রজ্ঞান-ভাণ্ডারের যুক্তি-জাল ছিন্ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তৎকালে প্রবাদবাক্যের মত ইহা ঘরে ঘরে উচ্চারিত হইত।

দীননাথের অকলঙ্ক চরিত্র, অভিমানশূন্য হৃদয়, বিনয়নম্র ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অসংখ্য গুণরাজি সকলকে প্রেমডোরে বাঁধিয়াছিল। অনেক সময় তিনি এমন তন্ময় ও বিদ্যাবিহ্বল থাকিতেন যে দিন রাত্রি তাঁহার নিদ্রার খেয়াল পর্য্যন্ত থাকিত না। একাগ্রচিত্তে কি চিন্তা করিতেন তাহা অন্যের অগোচর ছিল।

তাঁহার মত ছিল অতি উদার। ধর্ম্মের বা আভিজাত্যের গোঁড়ামী ছিল না কোনকালেই। তাই বলিয়া যথা তথা যার তার বাড়ী, যার তার হাতে খাইতেন না। বেদবিধি এবং শাস্ত্রানুগ পন্থায়, সর্বদাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং অশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন।

তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্রমাধুর্য্য, সহজ সরল জীবনধারার প্রণালী, নিয়ম নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণসমূহে, ভট্টাচার্য্য সারদানন্দ, রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এমন কি সৈদাবাদ নিবাসী স্বনামধন্য বিজ্ঞ কবিরাজ গঙ্গাধর পর্য্যন্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। দীননাথের চরিত্রে এমন বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেজন্য তাঁহার অমূল্য আদর্শ জীবনের কতকাংশ এখানে বর্ণিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীননাথের গঙ্গাভক্তি

(কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী বর্ণিত)

ন্যায়রত্ন পণ্ডিত দীননাথের গঙ্গাভক্তি এক অপূর্ব্ব তত্ত্বপূর্ণ কাহিনী। এজন্যই উহা পরিবেশিত হইল। এতদ্ব্যতীত এই প্রকার আরও বহু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন। গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে এখানে সমুদয় বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

গ্রীষ্মকাল, দীননাথ তৃষ্ণার্ত্ত। একজন পড়ুয়াকে পানীয় গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করিলেন। সে তাড়াতাড়ি একটি পাথরের গ্লাসে গঙ্গাজল আনিয়া পণ্ডিতের হাতে দিল। তিনি জল পানে উদ্যত, অমনি গ্লাসের তলদেশ হইতে একটি অন্ন তাঁহার বস্ত্রে পতিত হইল। তখন উহা পান না করিয়া গ্লাস হাতে রাখিয়া, কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। পড়ুয়াগণ দেখিল, যে জল আনিয়াছিল সে নিতান্ত অপ্রতিভ ও ভীত হইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে অন্যান্য পড়ুয়া ও অধ্যাপকগণ আসিয়া নীরবে দাঁড়াইলেন।

দীননাথের ছিল অটুট গঙ্গাভক্তি। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "কলিতে দেব-দেবী নিদ্রিতা, তাহাদিগকে জাগ্রত করিবার সাধক বিরল। পাতক নাশ করিতে গঙ্গা প্রত্যক্ষ দেবী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক, কিছু সময় পরে, গ্লাসটি হাতে ধরিয়াই, গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বহু যুক্তিসিদ্ধান্তও আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার বাণীর মর্ম্ম ;—

"বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা, শিব-জটাশ্রিতা ত্রিভুবন-তারিণী, পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সগর-বংশ উদ্ধার করিবার জন্য মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিয়াছেন, সেই সুপবিত্র জলস্পর্শে অপবিত্র পবিত্র হইয়া যায়। সরিষা-পরিমিত জলস্পর্শে পাপ তাপ নাশ করে। আজ উচ্ছিষ্ট অন্ন ও তাহার আধার গঙ্গা স্পর্শে (গ্লাস স্পর্শে) পবিত্র হইয়াছে। উহা পরিত্যাগে মহা অপরাধ, অন্ন ও জল উভয়ই গ্রহণীয়।" আরও কত কি বলিয়া ভক্তিসহকারে অন্ন ও গঙ্গাজল মস্তকস্পর্শে গ্রহণ করিলেন। পড়ুয়াগণ গঙ্গামাতার জয়ধ্বনি করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যে জল আনিয়াছিল, দীননাথ তাহাকে কোনরূপ তিরস্কার করিলেন না। অধ্যাপকগণ ধন্য ধন্য করিলেন।

সেইদিন হইতে অনেকের গঙ্গার প্রতি-ভক্তি-বিশ্বাস প্রবল হইয়াছিল।

মহাপ্রসাদে অটুট বিশ্বাসী ন্যায়রত্ন দীননাথ

(কুমার প্রতাপনারায়ণ বর্ণিত)

মহাপ্রসাদে পণ্ডিত দীননাথের অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি ঘটনা পরিবেশিত হইতেছে ;—

জমিদার গৃহিণী ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর একান্ত বাসনা খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় রকমের একটি মহোৎসব করান। উদ্দেশ্য—প্রতিবেশী, গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্র প্রজামণ্ডলীকে ভূরিভোজন করানো। সারদানন্দ বিরাট মহোৎসবের আয়োজনে ব্রতী হইলেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন পণ্ডিত দীননাথের সম্মতি ভিন্ন উভয় জমিদার বাড়ীতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অধিকারী ঠাকুরদিগের রন্ধন করা ভোগের প্রসাদ পণ্ডিতগণ ও আভিজাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণমণ্ডলী গ্রহণ করিবেন কিনা, ইহা ছিল বড় সমস্যা।

পণ্ডিত দীননাথের সম্মতিক্রমে, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদিগকে স-সম্মানে আহ্বান করা হইল, তাঁহাদিগের অভিমত জানিবার জন্য। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে জমিদার সারদানন্দ মহোৎসবের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সমাগত সকলেই ন্যায়রত্ন দীননাথের মুখ চাহিয়া নীরব।

পূর্বাপর নিয়ম ছিল অধিকারী ঠাকুর ভোগ রন্ধন করিত এবং কতিপয় বৈরাগী-নামধারী নেড়া-নেড়ী তাহাকে সাহায্য করিত। অন্য লোক সাহায্য করিতে পারিত না।

ঐরূপ ভোগের প্রসাদ তৎকালীন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং ভদ্রমণ্ডলী গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদিগের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত হইত।

আজ মহা সমস্যা উপস্থিত। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বঙ্গাধিকারীদিগের কুল-পুরোহিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ময়ুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টাচার্য্য, সৈদাবাদের সর্ব্বজনসমাদৃত বিশিষ্ট বিজ্ঞ কবিরাজ গঙ্গাধর, বহু শাস্ত্রজ্ঞ জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাগত। এ হেন সভায় মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করিবার জন্য সকলেই নির্ব্বাক্‌চিত্তে শাস্ত্রবিচার-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ মহান্ পণ্ডিত ন্যায়রত্ন দীননাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বলিলেন, আমার তখন বয়স অল্প, এখন সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিব না, যতদূর মনে পড়ে তাহাই বলিতেছি।

ন্যায়রত্ন পণ্ডিত দীননাথ যুক্তি-মীমাংসায় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া নিম্নের অভিমত প্রদান করিলেনঃ—

১। "লোকযাত্রা মহোৎসবে কোন স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না।"

২। "ভোগ রান্না করিয়া যখন শ্রদ্ধাভক্তির সহিত চিন্ময় ভগবানকে নিবেদন করা হয় তখনই প্রসাদ চিন্ময়-শক্তি লাভ করে। প্রসাদে স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না।"

৩। "প্রসাদের মাহাত্ম্য কেবল পুরীধাম জগন্নাথক্ষেত্রে নিবদ্ধ নহে। জগন্নাথক্ষেত্র প্রসাদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন সবারই জন্য। তাই শুষ্ক-প্রসাদ সর্বত্র, সর্বাবস্থায় গ্রহণীয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব খুব বড় বৈদান্তিক পণ্ডিতকেও প্রসাদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন, নিত্যকর্ম্ম অসম্পন্নাবস্থায়।"

৪। "যত্র অবিরাম হরিনাম কীর্ত্তন, তথায় ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব, ইহা ভগবানের বাণী। এখানে অবিরাম কীর্ত্তন হইতেছে ও ভোগ গঙ্গাজলে রান্না হইতেছে, ইহা পবিত্র। প্রসাদ অমান্যে মহা পাপ। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। এই গৌড়দেশে, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কীর্ত্তন মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।"

৫। "ভগবান ভাবগ্রাহী। তিনি মানুষের অন্তরের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা লোকাচারের বাহিরে।

এই প্রকার অনেক শ্লোক সিদ্ধান্ত দিয়া, মহোৎসব ও প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া বলিলেন, "আর কেহ প্রসাদ গ্রহণ না করিলেও, একই চন্দ্রাতপতলে বসিয়া, আমি প্রসাদ গ্রহণ করিব।" এইরূপ অনেক সিদ্ধান্ত দিয়া নীরব হইলেন।

সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া, প্রসাদ গ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

জমিদার সারদানন্দ মহা উৎসাহের সহিত ঘটা করিয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন।

ন'মা, কুলবধূরা অন্তরালে থাকিয়া সবই শুনিয়াছিলেন। বিরাট সভায় দীননাথ জয়ী হইলেন, ন'মা ক্ষমাময়ীর আজ আনন্দ ধরে না। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে, সমারোহে কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে বিরাট মহোৎসব হইল। পণ্ডিত দীননাথ জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীসহকারে একই বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে একদিকে বসিলেন, অপর দিকে নিম্নশ্রেণীর জাতি বলিয়া কথিত নানাজাতির লোক বসিয়া স-সম্মানে প্রসাদ গ্রহণ করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীননাথের মনোবেগ প্রশমিত না হওয়ায় প্রসাদ পাইতে বসিয়াও রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মণ কে ? আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কখনই ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি নিত্যশুদ্ধ পবিত্র। তাঁহার স্পর্শমাত্রেই অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হইয়া যায়। জাতিভেদ, সমাজ শৃঙ্খলার নৈতিক ধর্ম, উহা লোকাচার, বেদাচার নহে। উচ্চবর্ণ সমদর্শী হইবেন। তপস্যাবলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। আচার-বিহীনের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহলাভ সব সময়ে ভাগ্যে ঘটে না।" ইত্যাদি অনেক কথাই আলোচনা করিলেন। সকলেই মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এই সিদ্ধান্তে বুঝাইলেন, জাতিভেদ ও ছুঁতমার্গ ধর্ম নয়, উহা সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামী।

আচমনান্তে কবিরাজ গঙ্গাধর ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী দীননাথকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন।

এই কাহিনীর ভিতর বহু শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে যাহা সুধী মণ্ডলীর চিন্তনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পল্লব

ন্যায়রত্ন দীননাথ ও কবিরাজ গঙ্গাধর

ভাগ্যবিধাতা প্রতিকূল হইলে জাগতিক নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি বলিতে যাহা বুঝায় কাহারও অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। দীননাথের যশঃপ্রতিভা, এবং অন্যান্য বিষয়ে আনন্দ থাকিলেও সংসারে সুখশান্তি নাই। পত্নী শ্রীবামাদেবী রুগ্না, ক্রমেই রোগভারে এলাইয়া পড়িতেছেন। কন্যা কৈলাসকামিনী জন্মিবার পর হইতেই নানা রোগগ্রস্তা।

বিদ্যাচর্চ্চায় নিবিষ্টচিত্ত দীননাথের এই দিকে দৃষ্টি নাই। ন'মা ক্ষমাময়ীর চিন্তা সর্ব্বাধিক। তিনি সৈদাবাদের বিচক্ষণ কবিরাজ গঙ্গাধর রায়কে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বামাদেবীর চিকিৎসার যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয় সেই দিকে ন'মার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

এদিকে নারীমহলের জল্পনা-কল্পনা, বামাদেবীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। বামাদেবীরও সেই ধারণা। জমিদার সারদানন্দ বিজ্ঞ কবিরাজ গঙ্গাধর মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আনাইলেন বামাদেবীর ভাল চিকিৎসার জন্য।

এইস্থানে কবিরাজ গঙ্গাধরের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎকালে পূর্ব্ববাংলার যশোহর জিলার, মাগুরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামের স্বনামধন্য কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়ের পুত্র, বাংলায় একজন অসাধারণ পণ্ডিত। জ্যোতিষ এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ছিল অগাধ অধিকার, এজন্য তিনি পণ্ডিত শিরোমণি বলিয়া অভিহিত হইতেন। অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। নাড়ীজ্ঞান ছিল আশ্চর্য্য রকমের। নাড়ী ধরিয়া সঠিক রোগ নির্ণয় করিতে ও মৃত্যু তারিখ, সময় পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি নিজ মৃত্যুর পূর্বদিবস বলিয়াছিলেন, 'আগামী কল্য ৩৩ দণ্ড সময়ে আমার পরলোকগমন হইবে'। তাহাই হইয়াছিল। কবিরাজ গঙ্গাধরের ন্যায় বিজ্ঞ চিকিৎসক তৎকালে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তিনি একুশ বৎসর বয়সে প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ-সৈদাবাদে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্ম ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৮৫ খ্রীঃ, ৮৭ বৎসর বয়সে। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর আভির্ভাব-সময়ে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর ছিল। পণ্ডিত দীননাথ অপেক্ষা বয়সে তিনি অনেক বড় ছিলেন। তথাপি পাণ্ডিত্য-গৌরবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল।

ন'মা উদ্যোগী হইয়া বামাদেবীকে দেখাইয়া গর্ভ-লক্ষণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কবিরাজ গঙ্গাধর সযত্নে বারংবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিমর্ষভাবে জানাইলেন যে, রোগিণীর গর্ভ সঞ্চার ত হয়ই নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরং প্রাণঘাতিনী এক বিষম রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি রক্ত-গুল্ম-রোগাক্রান্তা। এই রোগে অন্তঃস্বত্বার যাবতীয় লক্ষণসমূহ বাহ্যতঃ প্রকাশ পাইলেও তাহা প্রকৃত নহে। ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় করিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে এই সমুদয় বলিয়া রোগ-নিদান* বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিলে সকলেই খুব আশ্চর্য্যান্বিত ও চিন্তিত হইলেন। গঙ্গাধরের চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

---

* রক্ত-গুল্ম রোগ নিদান;—জরায়ূতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ অর্বুদ জন্মে। নিদানের মতে ইহা রক্ত-গুল্ম। গর্ভ-চিহ্ন ইহার প্রধান লক্ষণ। ঋতুবন্ধ, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ বা ভেনা পড়া। স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ। নানা দ্রব্য ভোজনেচ্ছা। মুখে জল উঠা, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়ূর ভট্ট কে ?

[বঙ্গাধিকারী কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় ও ভট্টাচার্য্য জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্ণিত।]

তৎকালীন সমাজ-সংস্কারক ও নেতাদিগের মধ্যে ময়ূর ভট্টাচার্য্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে অবস্থাবৈগুণ্যে ময়ূর ভট্টের বংশধরগণ নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের মাতুলবংশ ছিলেন ময়ূরভট্ট সন্তান। অদ্বৈতমাতা নাভা দেবী উক্ত ভট্ট বংশের দুহিতা।

যাহা হউক, দেবেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সাইকলির ময়ূরভট্ট সন্তান পদমর্য্যাদা ও বংশ-গৌরবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ডাহাপাড়ার ভট্টাচার্য্য জমিদারগণ ময়ূর ভট্ট বংশের সন্তান। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববাংলার নানাস্থানে এবং কোড়কদি গ্রামে অতি দরিদ্র অবস্থায় এই বংশের সন্তানগণ বসবাস করিতেন। ডাহাপাড়া গ্রামে যে ময়ূরভট্ট-দম্পতি ছিলেন, তিনি ভট্টাচার্য্য জমিদারগণের জ্ঞাতি-আত্মীয়।

[কুমার প্রতাপনারায়ণ বর্ণিত।]

এক ময়ূরভট্ট দম্পতি পূর্ব্ববাংলা হইতে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া আমাদের রাজবাড়ীতে সাহায্যপ্রার্থী হন। বাল্য-কালের কথা, নাম মনে আসিতেছে না। তিনি ময়ূরভট্ট, ময়ূর ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। আমার পিতা রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার বংশমর্য্যাদা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীসহ দুর্গম তীর্থভ্রমণে যাইতে বারণ করিলে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। পিতা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে রাজবাড়ীর পুরোহিত ও পাণ্ডিত্য গৌরবের মর্য্যাদায় অন্যতম সভাপণ্ডিতরূপে বরিত করিলেন। রাজবাড়ীর সন্নিকট গঙ্গাতীরে, থাকিবার বাসস্থান এবং রাজকোষ হইতে খরচের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ভট্ট-দম্পতি ডাহাপাড়ায় রহিয়া গেলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়রত্ন দীননাথের সহিত সখ্যতা জন্মিলে তিনি পণ্ডিত ময়ূরভট্টকে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। বামাদেবীও ভট্ট-গৃহিণীর সহিত ভগিনী সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একবৃন্তে দুইটী ফুলের মতো মহানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ন'মা গোপনে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জগদ্বন্ধু আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি। তাই তাঁহারা তাঁহার প্রতি দাবী রাখেন। এই কারণেই ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধু-ধাম স্থাপনে উৎসাহী ও উদ্যোগী। সে যাহাই হউক প্রভুবন্ধুর বাণী, 'আমি ময়ূরভট্টের সন্তান, তাই আমি ভট্টাচার্য্য লিখি। দীনু ন্যায়রত্ন 'পোষ্য' আনিয়াছিল।"

এই সমস্ত বিষয় আবির্ভাব-তত্ত্বে আলোচিত ও আস্বাদিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়ূর ভট্ট কে ?

[বঙ্গাধিকারী কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় ও ভট্টাচার্য্য জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বর্ণিত।]

তৎকালীন সমাজ-সংস্কারক ও নেতাদিগের মধ্যে ময়ূর ভট্টাচার্য্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে অবস্থাবৈগুণ্যে ময়ূর ভট্টের বংশধরগণ নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের মাতুলবংশ ছিলেন ময়ূরভট্ট সন্তান। অদ্বৈতমাতা নাভা দেবী উক্ত ভট্ট বংশের দুহিতা।

যাহা হউক, দেবেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সাইকলির ময়ূরভট্ট সন্তান পদমর্য্যাদা ও বংশ-গৌরবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ডাহাপাড়ার ভট্টাচার্য্য জমিদারগণ ময়ূর ভট্ট বংশের সন্তান। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববাংলার নানাস্থানে এবং কোড়কদি গ্রামে অতি দরিদ্র অবস্থায় এই বংশের সন্তানগণ বসবাস করিতেন। ডাহাপাড়া গ্রামে যে ময়ূরভট্ট-দম্পতি ছিলেন, তিনি ভট্টাচার্য্য জমিদারগণের জ্ঞাতি-আত্মীয়।

[কুমার প্রতাপনারায়ণ বর্ণিত।]

এক ময়ূরভট্ট দম্পতি পূর্ব্ববাংলা হইতে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া আমাদের রাজবাড়ীতে সাহায্যপ্রার্থী হন। বাল্য-কালের কথা, নাম মনে আসিতেছে না। তিনি ময়ূরভট্ট, ময়ূর ঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। আমার পিতা রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার বংশমর্য্যাদা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীসহ দুর্গম তীর্থভ্রমণে যাইতে বারণ করিলে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। পিতা ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে রাজবাড়ীর পুরোহিত ও পাণ্ডিত্য গৌরবের মর্য্যাদায় অন্যতম সভাপণ্ডিতরূপে বরিত করিলেন। রাজবাড়ীর সন্নিকট গঙ্গাতীরে, থাকিবার বাসস্থান এবং রাজকোষ হইতে খরচের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ভট্ট-দম্পতি ডাহাপাড়ায় রহিয়া গেলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়রত্ন দীননাথের সহিত সখ্যতা জন্মিলে তিনি পণ্ডিত ময়ূরভট্টকে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। বামাদেবীও ভট্ট-গৃহিণীর সহিত ভগিনী সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একবৃন্তে দুইটী ফুলের মতো মহানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ন'মা গোপনে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, জগদ্বন্ধু আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি। তাই তাঁহারা তাঁহার প্রতি দাবী রাখেন। এই কারণেই ডাহাপাড়া জগদ্বন্ধু-ধাম স্থাপনে উৎসাহী ও উদ্যোগী। সে যাহাই হউক প্রভুবন্ধুর বাণী, 'আমি ময়ূরভট্টের সন্তান, তাই আমি ভট্টাচার্য্য লিখি। দীনু ন্যায়রত্ন 'পোষ্য' আনিয়াছিল।"

এই সমস্ত বিষয় আবির্ভাব-তত্ত্বে আলোচিত ও আস্বাদিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গাধিকারীর রাজবাড়ী

(অন্নপ্রাশন ও ভুবনেশ্বরী দেবী-অর্চ্চনা)

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী ও ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ীর প্রজা অতি প্রাচীন বিপিনদাস বৈরাগী ও তাহার স্ত্রী সৌদামিনী, ইহারা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী ও জ্ঞাত-সার ব্যক্তি। ইহাদিগের বর্ণিত মূল বিষয় সমূহ ঃ—

বাংলা বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ। কাল বৈশাখীর বজ্র নিনাদ, ঝঞ্চাবাত ও প্রবল বারিপাতের পর প্রকৃতি দেবী শান্তশীতল হওয়ায়, আবার পূর্ব্বাকাশে নব দিনমণি উদিত হইয়া কিরণজালে দশদিক আলোকিত করিলেন। পশু পক্ষী জীবজন্তু সকলে জড়তা ভাঙ্গিবার সুযোগ পাইল।

আজ বাংলা ১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, ইংরেজী ২৮ এপ্রিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৯৩ শকাব্দা, ১৯ দণ্ড ৫ পল পর্য্যন্ত অষ্টমী, পরে নবমী তিথি সংক্রমিত হইবে। সীতানবমী তিথিখ্যাত প্রাকৃত জগতের ইতিহাসের ঘটনা, বীরের বীরত্ব-কাহিনী, কালপ্রবাহে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক-জগতের বিষয়সমূহ চিরউজ্জ্বলরূপে মানবহৃদয়ক্ষেত্রে প্রকাশিত থাকে।

এই নবমীর পূণ্য তিথিতে জনকদুহিতা, জনমদুঃখিনী সীতা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাই এই তিথির আরাধনা হইয়া আসিতেছে স্মরণাতীত যুগ হইতে। নানা প্রকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ও দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াই বুঝি এই স্মরণীয় তিথিতে আবির্ভূত হইবার নিয়ম।

যাহা হউক, আজিকার এই শুভদিনে শুভক্ষণে মহা সমারোহে বঙ্গাধিকারীর রাজবাড়ীতে একটি শিশুর শুভ অন্নপ্রাশন ও প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবী ভুবনেশ্বরীর বিশেষ সাড়ম্বরে সাত্ত্বিকীভাবে অর্চ্চন বন্দন হইবে।

প্রণালী অনুযায়ী দেবীর অর্চ্চনা ও অন্যান্য দেবকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়, পণ্ডিত দীননাথ, ময়ূরভট্ট, সারদানন্দ ও কয়েকজন সুযোগ্য পণ্ডিতের উপর এই শুভকার্য্য সম্পন্নের ভার অর্পণ করিলেন। নহবত, নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খ-উলুধ্বনী এবং অগণিত জন-সমাগমে রাজবাড়ী ধূমধামপূর্ণ।

ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ীর পরমনিষ্ঠাবতী, সরলহৃদয়া ন'মা ক্ষমাময়ী, বামাদেবী ও পুরমহিলাগণ সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ী আজ আনন্দোৎসবে মুখরিত।

এদিকে বামাদেবীকে পাইয়া, আসন্নপ্রসবা ময়ূরভট্ট-গৃহিণী আনন্দোৎফুল্লা। দুই জনই রুগ্না ও ভগ্নস্বাস্থ্য। উভয়েই অন্তঃস্বত্তা লক্ষণযুক্তা। বাদ্যভাণ্ড ও জনকোলাহলে কেহই উৎসবে পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। উৎসবকার্য্যাদি সম্পন্ন হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ময়ুর ভট্ট-গৃহিণীর শরীরিক অবস্থা খুব খারাপ হইয়া প্রসব-বেদনার সূচনা মনে হইতে লাগিল। ন'মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী ক্ষমাময়ী অত্রাবস্থায় চিন্তান্বিতা হইলেন। ভট্ট-গৃহেও অন্য মহিলা নাই। পুর মহিলাগণ উৎসবক্লান্তা। ইঁহাকে দেখিবার অন্য কেহ নাই। পরম দয়াবতী ক্ষমাময়ী তৎক্ষণাৎ দীননাথ, ময়ূরভট্ট এবং সারদানন্দকে ডাকাইয়া বামাদেবীর অনুরোধে উহাদের বাড়ীতেই ভট্ট-গৃহিণীকে আনার ব্যবস্থা করা হইল। উহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল।

বেদনাক্লান্তা ও পথশ্রান্তা ময়ূরভট্ট-গৃহিণী দীননাথের বাড়ী আসিয়া খুবই এলাইয়া পড়িলেন।

প্রসববেদনা সুনিশ্চিত বুঝিয়া, ন'মা সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত দীননাথের বাড়ীর ভাল দাঁড়িম্ব ও কুল গাছের ছায়াতলে দেবমন্দিরসদৃশ, সুপরিস্কৃত একটি দোচালা লম্বা গোয়াল ঘর। দুইটী কুঠরীর একটিতে থাকেন গো-মাতা, অপরটি অতিথি অভ্যাগতের জন্য রক্ষিত। ন'মা ক্ষমাময়ী ঐ গৃহেই ভট্ট-গৃহিণী ও বামাদেবীর শয্যা রচনা করাইয়া দিলেন প্রসবের জন্য। উভয়ে শয়ন করিলেন। ময়ূরভট্ট এবং দীননাথ তাঁহার বাসগৃহে রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ-আবির্ভাব

"বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য চরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত।।"

আজ শুক্লা নবমী-নিশি। দশ দিক্ হাসি হাসি। শুভ্র জ্যোৎস্না, পুলকিতা-যামিনী। গ্রহনক্ষত্র পরিবেষ্টিত সুনির্মল আকাশে চন্দ্রমা উদয়ে দিগ্‌মণ্ডল বিচিত্র শোভায় সুশোভিত হইয়া জগজ্জনের আনন্দ বিধান করিতেছে।

প্রকৃতিরাণী শুভ যোগ, ক্ষণ ও গ্রহ সমাবেশ জন্য মহা-ব্যস্ত। কি জানি! কেন! কখন কাহার ধরাধামে অবতরণ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতির অনুকূলে আজ ধীরে ধীরে পুষ্পবন্তযোগ, মহেন্দ্রক্ষণ এবং নবগ্রহ মধ্যে পাঁচটী শুভগ্রহ তুঙ্গস্থানে মিলিত হইতে লাগিল। এই প্রকার যোগাযোগ ক্বচিৎ কখনও ঘটে। জীবজগত পাঁজি অনুসারে গ্রহ, নক্ষত্র মানিয়া চলে। কিন্তু স্রষ্টার আগমনে তাঁহার অনুকূলে গ্রহ ক্ষণাদি সেই ভাবেই সম্মিলিত এবং অসম্ভবও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে সম্ভব হয়। ইহা জীববুদ্ধির ধারণাতীত হইলেও অভ্রান্ত সত্য।

এদিকে ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর চোখে নিদ্রা বা বিশ্রামের অবকাশ নাই। কি হয়! কি হয়!! ভাবের একটা আতঙ্কের সৃষ্টি মনে দোলা দিতেছে। তিনি অতি বিচক্ষণ, স্থিরা ধীরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গম্ভীরা, মনোভাব বাহিরে প্রকাশ করেন না। নীরবে কর্ত্তব্য করাই তাঁহার স্বভাব।

কয়েকজন বর্ষিয়সী পুরমহিলাকে তিনি সহকর্মীরূপে খুব সতর্ক করিয়া রাখিলেন।

নবমীর নিশি অবসানে ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী ভট্ট-গৃহিণীর অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, বামাসুন্দরীর উপর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার ভার দিয়া বাড়ীর সন্নিকটস্থ ধাত্রীকার্য্যে অভিজ্ঞা বৈরাগী বিপিনদাসের স্ত্রী সৌদামিনী ও উহাদের কন্যাকে ডাকিবার জন্য নিজেই বাহির হইলেন। রাজবাড়ীর উৎসবে যোগদানের পর তখনও তাহারা বাড়ী ফিরে নাই। নিরুপায় হইয়া নিজেই প্রসব করাইবেন মনস্থ করিলেন। ঐ বিষয়ে তাঁহারও কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। বিধির বিধান অপূর্ব্ব। মানুষ ভাবে এক হয় আর।

অবশেষে ভাবিতে ভাবিতে ন'মা সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হায়! হায়!! এ কি হইল! অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া ন'মা বজ্রাহতার ন্যায় স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সারা পাইয়া দীননাথ, ময়ূরভট্ট, সারদানন্দ ও সতর্ক পুরমহিলারা ছুটিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

একি দৃশ্য! নীরবে সকলেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; ভট্ট-গৃহিণী অজ্ঞান! রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তিনি নিত্যলোকে চলিয়া গেলেন। উদর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও উদরাবর্ত্ত ছিন্নবিচ্ছিন। নাড়ীসমূহ সব বহির্গত হইয়াছে, তাহার উপরে স্বর্ণকমলসদৃশ অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় এক শিশু, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন মহা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। গাত্রে রক্ত-ক্লেদের লেশমাত্র নাই, নাড়ীও জড়িত নহে। ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিবাদ চলে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, ভগবদিচ্ছায়, অসম্ভবও সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়।

"সামান্য মানুষে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়॥"
তাঁহার জন্ম কর্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক।
লৌকিক জগতের অনুরূপ নহে।

যাহা হইবার হইয়াছে, ন'মা ক্লেদরক্তহীন সদ্যজাত বালক শিশুটিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, অস্নাত অবস্থায় একেবারে গৃহ-দেবতার মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। শিশুর মঙ্গলের জন্য গঙ্গাজল তুলসী দিয়া গাত্র মার্জ্জন করিলেন ও অনুচ্চৈস্বরে হরিবোল, হরিবোল বলিয়া সর্বগাত্রে হস্ত সম্বাহন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে শিশু চোখ খুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ওদিকে বামাদেবী ভট্ট-গৃহিণীর রক্ত বমন দেখিয়া ভীতি-বিহ্বলা। রুগ্নদেহা। একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন ও রক্ত-গুল্মের স্রাব হইতে লাগিল। সকলেরই শোক বিষাদে সমাচ্ছন্ন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্ট-গৃহিণী অত্রাবস্থায় পরলোকগমনে, দাহকরা বিধিযুক্ত নহে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা পণ্ডিত মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে সমাধিস্থ করিয়া আসিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, সকলেই বিষাদগ্রস্ত। ময়ূরভট্ট মহা শোকাচ্ছন্ন।

যোগমায়া শক্তিবলে ন'মা ক্ষমাময়ীর প্রাণে বিষাদে হরিষের সৃষ্টি হইল অনুপম সুন্দর শিশুর মুখচন্দ্রমা দর্শন করিয়া। অন্য সকলেরও শোকাবেগ ক্রমে প্রশমিত হইতে লাগিল। আশ্চর্য্য মায়াশক্তি!

এদিকে প্রভাতসূর্য্য তরুণ অরুণ, কিরণরশ্মি বিস্তার করিয়া, ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে দেখা দিতে লাগিলেন। এই রহস্যময়ী ঘটনা বাহিরে কোনরূপে প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য ন'মা ক্ষমাময়ী সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু সত্য কখনও গোপন থাকে না। সূর্য্য স্ব-প্রকাশ, উহা হস্তদ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় না। কিছু দিন পরে, সত্য ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পাড়ায় সারা পড়িয়া গেল, বামাদেবী অতি সুন্দর এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পাঁচ মাসের শিশুর অনুরূপ তাহার দেহকান্তি। ঢল ঢল কাঁচা সোণার মত শিশুর অঙ্গলাবণ্য। প্রতিবেশী বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী সকলেই ছুটিয়া আসিল। ন'মা শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছেন। নারীগণ উলুধ্বনীতে পুরী মুখরিত করিল। ন'মা সকলকে যথাযোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর আপ্যায়ন করিলেন। অনেকেই "যেমনি দেবতা-পণ্ডিত ঠাকুর, তেমনি দেব-শিশু হয়েছে ; নাক, মুখ, চোখ, মাথা ভরা চুল, হৃষ্টপুষ্ট, কি সুন্দর যেন পাঁচ মাসের ছেলে।" বলিতে বলিতে যে যার গৃহে চলিয়া গেল।

সকলে শিশুকে লইয়াই মহাব্যস্ত, ওদিকে বামাদেবীর কি অবস্থা কাহারও খেয়াল নাই। এমন সময়ে ধাত্রী বিপিনের স্ত্রী সৌদামিনী ও কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবী ন'মা বলিলেন, "এখন এসেছিস্, ছেলের মা কেমন আছে যেয়ে দেখ্।" উহারা সূতিকা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, বামাদেবী সংজ্ঞাহীনা। রক্তক্লেদপূর্ণ শয়ন শয্যা, লাল পিপড়া চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ন'মার ক্রোড়ে অপূর্ব্ব শিশু ; উহাদিগকে সকল পরিস্কার করিয়া নূতন শয্যা রচনার আদেশ করিলেন। বামাদেবীর ক্ষণিক জ্ঞানসঞ্চার হইলেই কৈ ! কৈ !! অস্ফুট শব্দ করিয়া থাকেন। বামাদেবীকে অনেকবার ন'মা ডাকিলে চেতনা লাভ করিয়া কৈ ! কৈ !! ধ্বনি করিলেন। এই যে, ন'মা পুত্র দর্শন করাইয়া নিজ অন্দরে চলিয়া গেলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কুমার প্রতাপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বামাদেবী সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন এবং এক সময়েই মৃত পুত্র প্রসব করিয়া ভট্ট-গৃহিণী নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন সংবাদ শুনিয়া রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ মর্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

কিছু সময় পরে ন'মা শিশু ক্রোড়ে বাহিরে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিন্দ্যসুন্দর শিশুমূর্ত্তি দর্শনে রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আনন্দিত হইলেন।

স্বভাবসুলভ সারল্যপূর্ণা নারীজাতি কোন কথা বেশীক্ষণ গোপন রাখিতে পারেন না। ন মা ক্ষমাময়ী, রাজা ব্রজেন্দ্র-নারায়ণকে সারদানন্দের অন্তরঙ্গ বন্ধু জানিয়া, তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন না করিয়া অতি নির্জ্জনে, আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। বিধির বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তখন খুবই চিন্তিত হইলেন পণ্ডিত ময়ূরভট্টের জন্য।

সকলে চলিয়া গেলে ন'মা শিশু কোলে বামাসুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন বামাসুন্দরী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। ন'মা আদরের সহিত শিশুটিকে তাঁহার পার্শ্বে শোয়াইয়া দিলেন। বামাসুন্দরী অনুপম সুন্দর শিশুটিকে নিজ পুত্র জ্ঞানে বাৎসল্য রসে আপ্লুতা হইলেন। অতিরিক্ত স্রাবে তাঁহার গর্ভলক্ষণ বাহ্য দৃষ্টিতে তিরোহিত হইয়াছে বটে, ভিতরে রোগ নির্ম্মূল হয় নাই। তিনি হস্তদ্বারা শিশুকে আদর করিতে লাগিলেন।

এদিকে সৈদাবাদের কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, দীননাথ-গৃহিণী অনিন্দ্য-সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন। শুনিয়াই নাড়ী পরীক্ষায় জীবনে এত বড় ভুল হয় নাই ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। যাহাকে রক্ত-গুল্ম ও এই দুরারোগ্য রোগেই মৃত্যু—এই সিদ্ধান্ত দিয়াছি, তাহার পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসব হইল! তা হতেই পারে না, ইহার মধ্যে কোনও রহস্য নিহিত আছে। ন'মা গোপন করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি ডাহাপাড়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে আসিয়া অপূর্ব্বরূপলাবণ্যময় তেজপূর্ণ শিশুমূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এত বড় বিচক্ষণ কবিরাজের মনে একটা সমস্যা রাখা ঠিক নহে ভাবিয়া ন'মা ক্ষমাময়ী তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত দীননাথও কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকটে সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন।

আসিলে ধরায় নেমে,
পতিত জনের বন্ধু তুমি ॥

বামাসুন্দরী শয্যাগতা, রোগক্লিষ্টা, সন্তান পালনে অসমর্থ, ক্ষমাদেবীর উপরই শিশুর সমস্ত ভার অর্পিত হইল। তিনি সন্তাননির্ব্বিশেষে পালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ পটভূমিকা

একটি প্রবাদ আছে, "ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী ইচ্ছা করিলে দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পারেন। অপরিসীম বুদ্ধিমতী যাহাকে যাহা বলিবেন সে তাহাই পালন করিবে, এমনই দৈবশক্তিসম্পন্না।"

ন'মা পণ্ডিত দীননাথকে বলিলেন, "ময়ূরভট্ট শিশুটিকে লইয়া নিরুপায়। তুমি তাহাকে ভট্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া পোষ্যরূপে লালন পালন কর।" ময়ূরভট্টকেও ইহাই বুঝাইলেন। ময়ূরভট্টের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থা। পুত্র স্নেহধারা-বিগলিতচিত্ত অধীর। একান্ত নিরুপায়। উভয়েই ন'মার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এমন সময়ে সারদানন্দ, কুমার প্রতাপনারায়ণসহ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আসিলে তাঁহাদিগকে লইয়া ন'মা সূতিকাঘরে প্রবেশ করিলেন। বামাদেবীর পার্শ্বে শায়িত সোণারচাঁদ শিশু। ন'মা শিশুটিকে উঠাইয়া ভট্টের ক্রোড়ে দিলেন। শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে ভট্ট শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিছু সময় পরে প্রকৃতস্থ হইয়া ন'মার ইঙ্গিতে বামাসুন্দরীর অঙ্কে শিশুটিকে স্থাপন করিয়া ক্ষণপরে সকলেই ঘরের বাহিরে আসিলেন। ঐ স্মরণীয় দিন হইতে বামাসুন্দরী ও দীননাথ নিজ পুত্রজ্ঞানে শিশুর লালন পালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়ূরভট্টের ডাহাপাড়া ত্যাগ

পত্নীবিয়োগ-বিধুর, পুত্রহারা পণ্ডিত ময়ূরভট্ট অত্রাবস্থায় নিজেকে প্রকৃতস্থ রাখা অসম্ভব মনে করিয়া চিত্ত-শান্তির জন্য তীর্থ ভ্রমণে যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ, ন্যায়রত্ন দীননাথ, ভট্টচার্য্য সারদানন্দ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলের প্রবোধ-বাক্য এবং অনুরোধেও তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল না। পর দিন হইতে তাঁহাকে আর এদেশে দেখা গেল না। মহাজ্ঞানী সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত ময়ূরভট্টের ন্যায় সৌভগ্যবান জগতে সুদুর্লভ। যাহার গৃহে এহেন আবির্ভাব তাঁহার আর দুঃখ কি? আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

শুভ আবির্ভাবের পটভূমিকা এখানেই শেষ হইল।

শুভ-আবির্ভাবের কাল-নির্ণয়

বাংলা ১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ। খ্রীঃ ১৮৭১, ২৮শে এপ্রিল, শকাব্দা ১৭৯৩ শুক্রবার। সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড পূর্ব্বে মহেন্দ্রক্ষণে, ডাহাপাড়া চক্‌ব্রাহ্মণপাড়ায়, রাজধানী মুর্শিদাবাদ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজধানী ভিন্ন অবতার বা অবতারির আবির্ভাব হয় না।

শুক্লপক্ষ, সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, নবমী তিথি পুষ্পরন্ত যোগ। নবগ্রহমধ্যে ঐ সময়ে পাঁচটিগ্রহ তুঙ্গস্থানে অবস্থিত ছিল।

বন্ধু নবমী তিথি প্রভুভক্তবৃন্দের চির অর্চ্চনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন-পঞ্জী

১৬ই বৈশাখ ১২৭৮, দিবা ১৯ দণ্ড ৫ পল গতে নবমী তিথি আরম্ভ। ৫৭।৩৩ পল পরে মঘা নক্ষত্র। ১৭ই বৈশাখ শনিবার, নবমী দিবা ১৯।:৮পল পর্য্যন্ত, পরে দশমী তিথি।

১৭ই বৈশাখ শনিবার, সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড পূর্বে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ আবির্ভাব।

এতাবতকাল অসতর্কতাবশতঃ ১৭ই বৈশাখ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব-দিবস লেখা চলিয়া আসিতেছে। কাশীধামের জ্যোতিষ বিজ্ঞান-মন্দির হইতে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে অসতর্কতা-ভুল ধরা পড়িয়াছে। কোষ্ঠি দৃষ্টে সংশোধন করা গেল।

শুভ-আবির্ভাব-তত্ত্বে জনমত।

"কে তাঁরে জানিতে পারে, যদি না জানায়।"
কে-তত্ত্ব বুঝিতে পারে, যদি না বুঝায়।

বর্ত্তমান আস্তিক্যবুদ্ধিহীনতার যুগে, ধর্ম ও নীতিহীন শিক্ষার প্রভাবে, অবিশ্বাসের বেদীমূলে দাঁড়াইয়া একপক্ষ শিক্ষিত সমাজ, নিগূঢ়তত্ত্বপূর্ণ প্রভুর এই আবির্ভাব-বাদকে আষাঢ়ে গল্প বা আরব্য উপন্যাসের এক পৃষ্ঠা মনে করিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু দর্শন-বিজ্ঞান এমন কি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের অতীত, অভ্রান্ত সত্যবস্তু, কখনও কোনকালেই উড়িয়া যাইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মাইবার মতো উপাদান কিম্বা মত খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা আমার নাই। জটিল কুটিল মতবাদ চিরকাল আছে ও থাকিবে।

সরল বিশ্বাসী, ভগবদ্-তত্ত্ব-জ্ঞানী এক পক্ষ শিক্ষিত লোক "ইহা হয়, এইরূপ হইয়া থাকে চিরকাল" বলিয়া সহজেই মানিয়া লইবেন। ভগবৎ-তত্ত্ব সাধারণ জ্ঞানে লভ্য নহে। উহা সাধন-সাপেক্ষ। শাস্ত্র বলেন, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"—গীতা।

অবিশ্বাসীর বিশ্বাস লওয়ান সম্ভবপর নহে। এইমাত্র বলা যাইতে পারে ;—

"ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝা নাহি যায়
বিদ্যা বুদ্ধি কল কৌশলে।"
"পাণ্ডিত্যের বলে, ধরা নাহি যায়।"

এই ধরাতলে, কত সময়, কত সুধার ধারা বর্ষিত হইয়াছে, তাহা কি সকলেই আস্বাদন করিয়াছে? উহা কৃপা সাপেক্ষ।

"কে তাঁরে জানিতে পারে
যদি না জানায়।"
কে "তত্ত্ব" বুঝিতে পারে, যদি না বুঝায়।
অচিন্ত্য ঈশ্বর শক্তি।"

পৃথিবীতে ও তদূর্দ্ধে বুঝিবার বহু বিষয় আছে, যাহা স্বপ্নাতীত। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধিতে বা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। যাঁহারা বুঝিবেন না, বা বুঝিতে প্রয়াসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেন, তাঁহাদিগকে মহাজনী ভাষায় বলা যাইতে পারে ;—

"কুমতি তার্কিক জন, পড়ূয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ।"

পুরাণ ইতিহাস পাঠে ও প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধর্মগ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, এতাবৎকাল পাপভারাক্রান্ত, ধর্মহীন ধরণীর ভার লাঘব, সাধুদিগকে রক্ষা ও ধর্মের কন্টকাকীর্ণ পরগাছা কাটিয়া, সুগম পথ আবিষ্কার এবং বিশ্ব-প্রেমের প্লাবন আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক, পূর্ণতম, মহাপ্রেমময় পুরুষপ্রধান, মহা-অবতারী স্বয়ং বা অবতার মহাপুরুষ, মহামানব, কি মহাত্মা রূপে যখন ধরায় অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আবির্ভাব-তিরোভাব সবই রহস্যাবৃত গূঢ়-তত্ত্বপূর্ণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ ইহা মানিয়া লইয়াছেন।

অনন্তকাল ধরিয়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া, যুগে যুগে ভগবত লীলা-খেলার শেষ নাই, এই ভাবেই হইয়া আসিতেছে।

"এসব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥"

মীমাংসাবাদী শিক্ষিত এক সম্প্রদায়, বলিয়া থাকেন ; "আচ্ছা তিনি যদি ধরায় নেমে আসেন, মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া, তাহা হইলে মানুষের রীতি অনুযায়ী জন্মেন না কেন? কেন জন্ম এইরূপ রহস্যপূর্ণ? ইহা কেমন করিয়া, কেনইবা বিশ্বাস করিব?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই 'কেন'র সমাধান করা যায় কি করিয়া! যাহা সাধন রাজ্যের কথা, তাহা জড়জগতের ছাঁচে ঢালিয়া মীমাংসা করা যায় কি? মায়ার জগতে আসিলেও ভগবান চিন্ময় দেহধারী। তাঁহার জন্ম কর্ম দিব্য, গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। প্রয়োজন অনুসারে ভয়ার্ত্ত জীবকে অভয় দিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কোনও যুক্তি তর্ক অথবা শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না। 'কেন', তিনি এই বিচিত্র-ভাবে আসেন, তাহার কৈফিয়ত বা জবাব দিতে তিনি বাধ্য বা রাজী নহেন। ভগবান স্বতন্ত্রপুরুষ।

প্রভুবন্ধুর বাণী,—

"ইচ্ছাধীন অবতার কি ভয় রে।"

সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধিতে গূঢ়তত্ত্ব বুঝা বা বুঝান যায় না।—"কেন" প্রশ্নের লোপ করিতে হইবে। আমরা কয়টি "কেন"র জবাব দিতে পারি।

'কেন', এই বিশ্ব বিবর্ত্তন, 'কেন' সব পৃথক্ পৃথক্। এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও 'কেন'র সমাধান জন্য জড়াতীতের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

যা হউক, এই স্থলে কান্ত-কবির একটি সঙ্গীত আস্বাদন করিয়াই এই পল্লব শেষ করিব।

"ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে;
দেখবো সে উপাধি নিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'টা 'কেন' জবাব শিখে ?
ধরা কেন কেন্দ্র পানে,
ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেড়া ফলটি কেন সে,
দেয়না যেতে অন্য দিকে ?
কোকিল কেন কুহু বলে,
জোনাকীটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র বৃষ্টি শিশির মিলে,
কেন ফোঁটায় কুসুমটিকে ?
বায়ু কেন শব্দ বহে,
অনল শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে
টা'নেনা মনি মানিকে ?

* * * *

কান্ত বলে, আছে জেনো,
'কেন'র 'কেন' তত্ত্ব কেন
যাও, নিখিল মূল কারণে।

আবির্ভাব তত্ত্বানুশীলন।

প্রকাশিত-তত্ত্বসমূহ ও প্রভুবন্ধুর বাণী এবং পত্রাবলী।

"যার যেই ভাব সেইত উত্তম।
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত-তত্ত্ব সমূহ।

প্রভু বন্ধুর "শুভ আবির্ভাব-তত্ত্ব" আঙ্গিনা গ্রন্থে, "জন্ম রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে ও গ্রন্থাদিতে এ যাবত নানাভাবে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা ও আস্বাদন করিব এই বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই।

'যার য়েই ভাব সেইত উত্তম।'

লেখকগণ কেহ প্রভু-বন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত সুমধুর বাণী শ্রবণ করেন নাই, যাহার নিকট হইতে যেরূপ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র ভাই প্রণীত জগদ্‌গুরু নামক গ্রন্থের ২য় পৃষ্টায় জন্মরহস্য গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আস্বাদনীয়।

জগদ্‌গুরুর জন্মরহস্য :—

"শ্রুত আছি, ১২৭৮ সনের বৈশাখ মাসের সীতানবমী তিথির শুভ মহেন্দ্রক্ষণে, পুষ্পবন্তযোগে, অভিন্ন শচীমাতা বামাদেবী যখন আত্মস্থা হইলেন তখন অমিয়-নিমাই-গৌরহরি পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষার্থ এবং অনর্পিত-প্রেম বিতরণ করিবার জন্য গাভীর অশ্রু ও চন্দ্রের সুধা আশ্রয় করতঃ তাহার মেরুদণ্ডাশ্রিত সুষম্নাদি ত্রিতন্ত্র বিরাজিত হৃদয়সরোজ বিকশিত করিয়া পীতবর্ণ পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইলেন।'

বর্ণিত এই 'জন্মরহস্য' প্রামাণ্য ও স্থিরসিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া, বহু গবেষণা ও শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগে, সুললিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাষা বিন্যাসে শ্রীমান মহানামব্রত ভাই, 'মহানাম মধুভাষ্য' রচনা করিয়া রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন ১৩৩৭ সনের 'আঙ্গিনা' নামক গ্রন্থে। উক্ত ভাষ্যের এক স্থলে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, (নাওডুবি সাকিনের) মতিলাল ঘোষকে অতুল চম্পটী মহাশয় লিখিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত লেখাটি মহেন্দ্রজী নিজে পাঠ করিয়াছেন। তাহা হইতে ও কতিপয় প্রাচীন বন্ধু-ভক্তগণ হইতে শ্রবণ করিয়া, নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ানুসারে, প্রামাণ্যরূপে যতদূর সাধ্য গ্রহণ করতঃ স্বকীয় বুদ্ধিযোগে, অনুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া জগদ্গুরু গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব সেই লেখার যে অংশ মহেন্দ্রজী প্রামাণ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহা স্বকীয় লেখার মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।'

উক্ত মন্তব্য আলোচনান্তে এবং 'নিঃসন্দেহ' উক্তিতে বুঝা যায় যে, চম্পটি মহাশয়ের লিপিকায় ও ভক্তগণের বর্ণিত তত্ত্বে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রামাণ্যরূপে যেটুকু মনের সহিত মিলিয়াছে তাহা ও নিজ অনুভূতি ও বুদ্ধি যোগে নষ্টাশ্ব ... ন্যায়ানুসারে যাহা উদ্ভব হইয়াছে তাহা ঐ সঙ্গে যোগ করিয়া জগদ্গুরু গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন ইহা সুস্পষ্ট। ইহা সঠিক মানিয়া, মহানামব্রত (এম্ এ, পি, এইচ, ডি) ভাই 'মধুভাষ্য' রচনা করিয়া, সাধারণে পরিবেশন করিয়াছেন সুধী সমাজের আস্বাদনীয়।

শ্রীল চম্পটী মহাশয় অনেক বন্ধুভক্তকে, বিভিন্ন প্রকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব-বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যশোহর জেলার মাগুড়া সবডিভিসনের রাঘবদাড়ি গ্রামের শ্যামানন্দ বাবাজী ও ঢাকা জেলার জয়পাড়া সাকিনের মধুসূদন সাহা এবং হাওড়া জেলার আন্দুল নিবাসী ভক্তবর ডাক্তার শ্রীতিনকড়ি ঘোষ এম, বি মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত বিবরণ পরে আলোচিত হইবে।

এই বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা সম্বন্ধে, চম্পটী মহাশয়কে 'সর্বশ্রেষ্ঠ, মহা অধিকারী ভক্ত, সকলের মাথার মণি' ইত্যাদি ভাষায় মর্য্যাদা দান করিয়া, মহানামব্রত ভাই মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'চম্পটি মহাশয়ের বাক্যাবলী'কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিয়াছি, এক ভাগকে মহামহা প্রমাণ রূপে আর এক ভাগকে তাঁহার বাক্‌ভঙ্গিরূপে স্বীকার করিয়াছি।'

'বাক্‌ভঙ্গি' অমূলক বা বাক্‌চাতুরী। ইহা অবিশ্বাসের নামান্তর নয় কি? এস্থলে বলা যাইতে পারে,—

মহা অধিকারী ভক্তেরও;

চাতুরি বা "বাক্‌ভঙ্গি" কভু মান্য নহে।
অকপটে বন্ধুকথা যদি নাহি কহে॥

সত্য নিরূপণ করিতে হইলে শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ উপদেশ, শ্রীমুখবিগলিত বাণী এবং পত্রাবলীর মধ্য দিয়াই তাহা করিতে হইবে, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। নিজ নিজ স্বকলোপকল্পিত ভাববাণীদ্বারা নিগূঢ়-তত্ত্বের প্রকৃত সত্য কখনো নিরূপিত হয় না, হইতে পারে না।

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমারি ভাবেতে তোমাকে বুঝিব
এই ধরি মনোরথে।"

বিভিন্ন ভক্তগণের আস্বাদিত জন্ম-রহস্য ঃ

শ্রীমান্ মহানামব্রত ভাইর কবিতা-ছন্দে বর্ণিত ১৩৩৮ সনের বৈশাখের "আঙ্গিনা" নামক সাময়িক পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই,—

রচিত কবিতার সারাংশ ঃ

—"মুর্শিদাবাদের হিয়ামাঝে রাজে",

০ ০

—"জাহ্নবীর তীরে ডাহাপাড়া ধামে
বামাদেবী দীননাথ।"

০ ০

—"পাপ-পীড়িতা বসুমতী সতী,
ধরিল গাভীর সাজ।"

০ ০

—"পঞ্চতত্ত্ব সুধাময়-বপু
গঙ্গার উপরে চলে।"

০ ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"মাহেন্দ্রক্ষণ পুষ্পবন্ত-যোগ
একত্র মিলিল সবে।"

০ ০

—"বামা দীননাথ আত্মস্থ উভয়ে।"

০ ০

—"পদ্মে ভাসিয়া পদ্মপলাশাখি
শিশুরূপে দিল দেখা।"

০ ০

"দীননাথ…অপরূপ শিশু নেহারে।

০ ০

"এই ন্যাও" বলি, অঙ্কে দিল তুলি
চাহে বামাদেবী সতী।"

০ ০

"অঞ্চলে ঝাপিয়া চলে সংগোপনে
গৃহ পানে দুইজন।"

০ ০

আজি বিশ্বের শুভ দিন,
মূঢ় মহানামব্রত পতিত বঞ্চিত
যেমন চাঁদে না জানিল মীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিতার তাৎপর্য্যার্থ ;

পদ্মফুলের উপরে শায়িত বন্ধু গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিলেন। দীননাথ শিশুটিকে তুলিয়া, বামাদেবীর ক্রোড়ে দিলেন। বামাদেবী অঞ্চলে ঢাকিয়া শিশুটি নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী গ্রন্থে বর্ণিত
'শুভ-আবির্ভাব'

প্রচ্ছন্নলেখক মহানামব্রত, প্রকাশ্যে গোপীবন্ধু দাস প্রণীত
১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা

মহানামব্রত ভাইর বর্ণিত মস্তিচ্ছন্ন মহেন্দ্রের জন্ম-রহস্য, মহানাম-মধুভাষ্য,—লিখিত কবিতা চ্ছন্দ, কথিত চম্পটি মহাশয়ের মহা মহাবাণী প্রভৃতির কতক অংশ গ্রহণ করিয়া, তৎসমস্ত, পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এখন তাহা বামাদেবীর স্বপ্ন-পর্য্যায় ফেলিয়া নব-পর্য্যায়ে "শুভ-আবির্ভাব" তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয়-কথা সাধ্যাতীত।

যাহা হউক নব-পর্য্যায়ে লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম এই ;—

"বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে একটি অন্নপ্রাশনের বিপুল উৎসব। নিমন্ত্রিত হইয়া দীননাথ সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত আছেন। কর্ম্মক্লান্ত হইয়া, উভয়ে একটি কক্ষে নিদ্রাবিষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামাদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন"—উপরে তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "নিদ্রা টুটিয়া গেল। উভয়েই স্খলিত চরণে বাসায় আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই দেখিলেন অপূর্ব্ব সত্তোজাত শিশু বিদ্যমান। জ্যোতির্ম্ময় গৃহ। আলোকে উদ্ভাসিত। উভয়ে স্তম্ভিত। ভাববিহ্বল অবস্থায় নিজ আত্মজ বোধে কোলে তুলিয়া লইলেন। গর্ভাভাস-লক্ষণ তিরোহিত হইল।"

অতুলকৃষ্ণ চম্পটি মহাশয়ের বর্ণিত, (শ্যামানন্দ বাবাজীর প্রতি)—

১ম সূত্র। "পূর্ব্বদিন রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হয়, তাহাতে গঙ্গার জলে ফেনা বান্ধে, সেই ফেনার মধ্যে প্রভুর জন্ম ; বামাদেবী স্নান করিতে যাইয়া ঘাটে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন ।"

২য় সূত্র। ঢাকা জেলার জয়পাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহাকে কথিত—

"গঙ্গার জলে পাওয়া গিয়াছে. ঐটি সত্য কথা।"

৩য় সূত্র। হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ এম, বি, মহোদয়কে লিখাইয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা—

"ন্যায়রত্ন দীননাথ ও বামাদেবী বঙ্গাধিকারীর বাড়ী অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে যান, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘরের ভিতর অপূর্ব্ব সত্তোজাত শিশু বর্ত্তমান, জ্যোতির্ম্ময় গৃহ আলোকে উদ্ভাসিত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চম্পটি মহাশয়ের বর্ণিত, উপরোক্ত ১ম ও ২য় সূত্র "বাক্‌ভঙ্গি" পর্য্যায়ে ফেলিয়া এই ৩য় সূত্রই "মহা মহাসত্য,' মনে করিয়া লীলা-তরঙ্গিণী, ভাষ্য সহিতে শুভ আবির্ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছেন।

কেদার ওরফে উপানন্দ শীল, প্রভু ইহাকে কাহা (কাকা) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার বর্ণিত প্রভুবন্ধু বাণী ঃ—

"গাভীর অশ্রু আশ্রয় করিয়া, গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জন্মিয়াছি।"

"নাওডুবি সাকিনের ভুবন ঘোষ ওরফে প্রভুবন্ধুর রক্ষিত নাম নবদ্বীপ ঘোষ নামে যাহা প্রকাশিত হইয়াছেল, তৎসম্বন্ধে ১৩৫৫, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে উৎসবের সময় প্রকাশ্য জনসভায় ভুবনমোহন ঘোষকে প্রশ্ন করিয়া জানা যায় যে, তিনি উহা লিখেন নাই বা ঐরূপ বর্ণনা দেন নাই।

ঢাকা জিলার কাঠিগ্রাম নিবাসী ডাক্তার সুধন্যকুমার সরকারের বর্ণিত—

যদিও কুমার রমেশচন্দ্রের এবং অন্যান্যের নিকট হইতে শ্রুত বিষয় (যাহা যথাযথ বর্ণিত হয় নাই), ভ্রমপ্রমাদযুক্ত* তাহা—

"সাড়ে তিন মণ চাঁদের সুধা লইয়া, অশোক বৃক্ষের কুড়ির অগ্রভাগে জন্মিয়াছি।"

* পরে সঠিক প্রকাশিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকচরের গোপালচন্দ্র মিত্রকে প্রভু 'জ্যেঠা' বলিতেন। তাঁহার প্রশ্নোত্তরে প্রভুবন্ধু বলিয়াছিলেন ;—

'আমি তোমাদের মত মুতামুতিতে জন্মি নাই। আমি অযোনীসম্ভব।'

পরমারাধ্যতমা দেবী দিগম্বরী লৌকিক সম্পর্কে প্রভুবন্ধুর জেঠতুত ভগিনী। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হাতে লালিত পালিত হইয়াছেন। প্রভু 'বড়দিদি' সম্বোধন করিতেন।

দিগম্বরী দেবীর শ্রীমুখ হইতে শ্রুত—

একদিন তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জগত, তুই কী বামাদেবীর গর্ভে হইস্ নাই ?'

উত্তরে সহাস্যে প্রভুবন্ধু বলিলেন, 'না ! (হাত দেখাইয়া) "আমি হাতে জন্মিয়াছি, যোনী সম্বন্ধ নাই।"

প্রভুবন্ধুর বাণী অভ্রান্ত। ইহাতে এই বোঝা যায় যে, তিনি বামাদেবীর হস্তে কিছু দিন লালিত পালিত হইয়াছেন ও আদরযত্ন পাইয়াছেন। এবং আরও বুঝা যাইতেছে যে তিনি বামাদেবীতে আবির্ভূত হন নাই।

যাহা হউক, এযাবত অনেক ভাবে অনেকের প্রকাশিত প্রভুর "জন্ম রহস্য"-তত্ত্ব অনুশীলন হইল।

বাংলা ১৩২৫ সনের বৈশাখ, ইংরাজি ১৯১৮ সনের মে মাসে আমি নিজে ডাহাপাড়া-চক্‌ব্রাহ্মণপাড়া যাইয়া, যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত ছিলেন, তৎসমস্ত প্রাচীনতম ব্যক্তিগণের নিকটে, নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া, যে তত্ত্ব সংগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি তাহা এই গ্রন্থে "শুভ-আবির্ভাব" পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রভুর জন্ম রহস্য বা আবির্ভাব-তত্ত্ব নানাভাবে প্রকাশিত হওয়ায় মতান্তর হইতে পারে। অনেক স্থলে প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া হয় নাই বলিয়াই বর্ত্তমান আবির্ভাব-তত্ত্ব লিখিত হইল। প্রভুবন্ধুর অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। প্রভুবন্ধুর একান্ত ভক্তজনের ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং সুদীর্ঘকাল প্রভুবন্ধুর সেবা-সৌভাগ্যের ফলে যতটুকু অনুভবের সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থমধ্যে পরিবেশিত হইয়াছে। কোথাও অতিরঞ্জনের প্রয়াস নাই।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর, বামাদেবী ও দীননাথের আত্মজ (পুত্র) নহেন। পালিত বা পোষ্য।

লৌকিক 'মায়া-মনসিজে' বা গর্ভাবাসে তিনি আবির্ভূত হয়েন নাই। অবতারের আগমন ইচ্ছাধীন। অযোনী-সম্ভব। এই নিগূঢ় সত্যধারায় কোন মতান্তর নাই।

প্রশ্ন ও সমাধান

আবির্ভাব-তত্ত্ব আলোচনায় সাধারণভাবে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম ঃ—'শুভ আবির্ভাব-রহস্য বহুকাল যাবত জানা সত্বেও পিতা দীননাথ ও মাতা বামাদেবী সম্বন্ধে পূর্ব্ব গ্রন্থা-দিতে এই প্রকার প্রকাশ করিবার হেতু কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় ঃ—জগদ্বন্ধু যদি ময়ূরভট্টের সন্তান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দীননাথ ও বামাদেবীর স্থান কোথায়? তাঁহারা কি ধরা হইতে মুছিয়া যাইবেন?

ইহা স্বাভাবিক প্রশ্ন। কোনরূপ জটিলতা নাই। ইহার সমাধানও সরল, সহজ, সুস্পষ্ট।

প্রথম প্রশ্নোত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, যেভাবে যতটুক সাধারণের গ্রহণযোগ্য প্রভুবন্ধুর নীতি অনুসরণ করিয়া, সেই ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে, দেশ বিদেশের অনেকের এই দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। অনেকেই প্রভুবন্ধুর সমগ্র বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যই শুভ আবির্ভাব-তত্ত্ব সমূহ যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে,—বামাদেবী ও দীননাথ যেমন মাতৃ-পিতৃস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন; সেই ভাবেই নিত্যকাল, যুগযুগান্ত, বিশ্বের শিরোমণি ও পূজিত হইয়া থাকিবেন। এই স্থলে একটি পৌরাণিক বিষয়ের আলোচনা ও আস্বাদন করিলেই প্রশ্নের সমাধান হইবে।

দ্বাপর-লীলায় সর্বচিত্তাকর্ষক মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব মথুরাপুরে, কংশ কারাগারে। অঙ্গীকার করিলেন, বসুদেব-দেবকীকে পিতামাতা রূপে। কিন্তু নন্দপুরচন্দ্র, নন্দ-নন্দন, যশোদা-দুলাল নামেই সুপরিচিত হইলেন ব্রজধামে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বমাঝে। উত্তরকালে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের রচিত একটি সঙ্গীতে,— শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবিষ্টভাবাবস্থায় উক্তি বর্ণনায় আছে ;—

"কোথা পিতা নন্দরাজ, সব গোপের সমাজ,
কোথা উপানন্দ তাত, কোথা যশোমতী মাই ॥"

এস্থলে বসু দেবকীনন্দন, উল্লেখ করেন নাই। মায়াতীত চিণ্ময়বস্তু হইয়াও লৌকিক জগতের সম্বন্ধই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমুখের বাণী ঃ—

"কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি ॥"

এস্থলে বসু-দেবকীর কোন উল্লেখ নাই।

পাণ্ডবজননী প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবীর স্তবেও এই মতের সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে ;—

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ
নন্দগোপ কুমারায়, যশোদা নন্দনায় চ
গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

বাসুদেব দেবকী-নন্দন বলিয়া আরম্ভ করিলেন প্রথম। যদিও বসুদেব দেবকী পরমাত্মীয়, তথাপি তৃপ্তি হইল না। সম্বন্ধ যেন দূরে রহিয়া গেল। ইহারা মহান্ কৃপার অধিকারী। তুমি তাঁহাদিগের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু তোমার বাৎসল্য-মধুর-রস আস্বাদনের ভাগ্য তাহাদের হয় নাই। সেই মাধুর্য্যময়ী কৌমার-লীলার রস আস্বাদন করিয়াছিল ব্রজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরনারী আর নন্দ যশোমতী। তুমি মাতাপিতার আসনে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়া, মধুর স্নেহ বাৎসল্য-রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছ ও জগতে তাহা বিতরণ করিয়াছ। এই শেষোক্ত ভাবের দ্বারাই কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধুসুন্দর ময়ূরভট্টের সন্তান বলিয়াছেন, সুস্পষ্ট পুত্র বলেন নাই। সে যাহাই হউক আমরা চিরদিনই ভট্টদম্পতীকে বসুদেব-দেবকীর আসনে রাখিয়া, দীননাথ ও বামাদেবীকে নন্দ যশোমতীর স্থলাভিষিক্ত করিয়া ভক্তিভরে অর্চ্চন করিব। বামাদেবী ও দীননাথ জগতবাসীর নিকট-সম্বন্ধ।

জগদ্বন্ধু, জগতবাসীর সকলেরই বন্ধু। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্মমতই জাগতিক কল্যাণধর্ম্ম ও উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণ পথ।

বামাদেবী ও দীননাথের কৃপা না হইলে ইহা জগতে জানিত কে?

জয় জয় দীননাথ—
জয় বামা সুন্দরী।
জয় জয় জগদ্বন্ধু,
জয় পুরুষ হরি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবির্ভাব তত্ত্বে

শ্রীবন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত বাণী ও পত্রাবলী

এইক্ষণে আমরা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখবিগলিত বাণী ও শ্রীকর লেখনি পত্রাবলী হইতে শুভ আবির্ভাব-তত্ত্বের আস্বাদন করিব।

ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী। আমি, সুরেন দাস, দেবেন্দ্র গুপ্ত, যাই অক্ষয় সেন ও বিধু বিশ্বাসকে সঙ্গে করিয়া, কিছু খাবার লইয়া, তখন বেলা অনুমান চারি ঘটিকা।

পৌঁছিয়া দেখি প্রভুর ঘরের বারান্দায় বাদল, মোক্তার রজনী ঘোষ ও রজনী নাগ উপবিষ্ট। প্রভু ঘর হইতে আবির্ভাব-তত্ত্ব বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া, হাসির লহর তুলিয়া বলিলেন, "সহরিয়া পাঁচ বাবু এসেছেন, আমার জন্য কি এনেছ?" আমি সকলের মুখপাত্র ছিলাম। বলিলাম, কিছু খাবার, অমনি দরজা খুলিয়া দিলেন, ঘরে দেওয়া হইল। গ্রহণ করিলেন বুঝা গেল।

কিছু সময় পরে, রবারের জুতা চরণে, গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন; 'দেখ সকলেই আমার জন্মকথা শুন্‌তে চায়। ওরে, শুনে কি বুঝবে! এযাবত দেখে, শুনে, কেহ বুঝল না, গ্রহণ করল না। সাধু সন্ন্যাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেবে, চলে যায়। দ্রাবিড়, কনোজ, মহারাষ্ট্র জ্যোতিষীদ্বারা গণায়ে বুঝতে হয়।'

এই বলিয়া ভুবনপাবন হাসির লহর তুলিয়া, কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন। স্থরেন দাস, আমার দ্বারা প্রশ্ন করাইল যে, "তুমি হ'লে, দীননাথ চক্রবর্ত্তীর ছেলে। চক্রবর্ত্তী না লিখে, ভট্টাচার্য্য লিখ কেন ?" আবার হাসির লহর তুলিয়া বলিলেন,; ওরে আমি দীনুরত্নের পুত্র নই—পোষ্য, ময়ূরভট্টের সন্তান। তাই ভট্টাচার্য্য লিখি, আমার কথা আমিই জানি। তাই, কাক-চরিত, বুঝলি। দিনু পণ্ডিত আমাকে ময়ূরভট্টের কাছ থেকে পেয়েছিল, তাই গোপাল ঠাকুরদের পোষ্য হয়ে আছি। দীননাথ ন্যায়রত্ন পুত্র বলেই বল্ত। আমি দীনু নারীর মাই খাই নাই।" প্রভু এইভাবে আরও যেন কি সব বলিতে যাইতেছিলেন।

এই বাণী শেষ হইতে না হইতেই অপর গৃহ হইতে গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাগতভাবে বাহির হইয়া বলিলেন; "জগত কি বলিতেছ ? আমরা কি তবে কেউ নই ?" প্রভু-বন্ধু একেবারে নীরব, মৌনী। ভিতর বাড়ী হইতে দেবী দিগম্বরী আসিলেন। নীরবতা দেখিয়া, তাঁহারা যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। আমরাও সকলে, রসভঙ্গ হওয়ায় গৃহে ফিরিলাম।

এস্থলে বলা উচিত যে, উত্তরকালে গোপাল চক্রবর্ত্তী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারিণী চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং পরিবারস্থ সকলে জন্ম-রহস্য মানিয়া লইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীমুখবিগলিত বাণীর মধ্যে রসভঙ্গ হওয়ায় খুব মর্ম্মাহত, কিন্তু প্রাণের মধ্যে অদম্য আগ্রহ, সবই জানিবার জন্য। তিন দিন পরে, রবিবার, আজ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাড়ীতে নাই মনে করিয়া উল্লসিতচিত্তে, কিছু খাবার লইয়া, ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে, সহযোগী সুরেন, দেবেন, অক্ষয়, বিধু এবং সেন উপেনকে লইয়া পৌঁছিলাম। পূর্ব্বদিনের মত সহাস্যবদনে বলিলেন, "সহরিয়া ছয় বাবু এসেছেন। কি এনেছ? দেও।" দরজা খুলিয়া খাবার লইলেন ও গ্রহণ করিলেন। বারান্দায় বাদল, বাক্‌চরের মহিম দাস এবং গোয়ালচামটের গৌরকিশোর উপবিষ্ট। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'সহরিয়া বাবুগণ আমার জন্মকথা শুনতে চান।" মহিম দাস বলিল, "আমরা ত শুনেছি, আবারও শুনব, অমৃতে অরুচি নাই, বল"। আমি বলিলাম, সেদিন কিছু শুনে, আমরা অবাক্ হয়ে গেছি, আজ সব খুলে বল। শুন্‌বি! শুন্‌বি!! তীর্থযাত্রী ভট্টদম্পতী ডাহাপাড়া ছিল। মহিম দাস প্রশ্ন করিল ময়ূরভট্টের নাম কি? প্রভু নীরব, নাম প্রকাশ করিলেন না।

"তারা আমাকে একান্তে চেয়েছিল, তাই আমি ভট্টনারীর সুষুম্নাদি (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না) ছিন্ন করে উদরাবর্ত্ত (নাভিপদ্ম ষোলটি প্রধান নাড়ী সংযোগস্থল) ভেদ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হয়েছি। আমি স্ব-প্রকাশ জান্‌লি, তোদের মত যোষিতা মন্থনে আমার জন্ম নয়, উদরে পঁচি নাই। যোনী সংশ্রব নাই। তাই অযোনীসম্ভব।' এই বলিয়া নীরব হইলেন। কিছু সময় পরে বলিলেন, "এখন তোমরা যাও।" আমরা সকলে চলিয়া আসিলাম কিন্তু আশা মিটিল না। তত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমুখবিগলিত বাণী শুনিবার ইচ্ছা প্রবলতর রহিল। কয়েক দিন পর পুনরায় শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর প্রিয় কিছু কাঁচাগোল্লা রসগোল্লা লইয়া সুরেন, অক্ষয়, দেবেন ও বিধু সহ ব্রাহ্মণকান্দা বাড়ী যাইয়া প্রভুর ঘরে দিলাম, সানন্দে গ্রহণ করিলেন। বারেন্দায় বাদল, গৌরকিশোর, মতিদাস, রামসুন্দর মুদী উপবিষ্ট, কি তত্ত্বকথা আলোচনা হইতেছিল। আমরা যাওয়ায় তাহা বন্ধ করিয়া বলিলেন,—আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ; "ওরে তোরা যখন যা ভাবিস্‌, সবই আমাকে বলতে হয়, আমি সব জানি, তবুও জানাতে হয়।"

"তুমি অন্তঃস্থলের খবর জান,
তাই, ভেবে আমি মরি লাজে ॥"

প্রভু অন্তর্য্যামী জানি, তাই কিছু বলি নাই। আমরা শ্রীমুখে আবির্ভাব-তত্ত্ব সমূহ শুনিতে আগ্রহান্বিত, অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু না বলাতে ঐরূপ বলিলেন।

"জানিস্‌, আমি চন্দ্রের জ্যোছনার সঙ্গে, বর্ত্তমান সাড়ে তিন মন ওজন লয়ে, অশোকপুষ্পের কুড়ির অগ্রভাগের আভা নিয়ে জন্মেছি। কপালে যে রাঙ্গটিকা, উহা রাকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শশী, চন্দ্রভাল। নীল, স্বভাবজ্যোতি। চন্দ্রের জ্যোছনা লয়ে জন্ম, তাই চন্দ্রপুত্র। Moon-lightএর দেহ, সময়ে বাড়ে ও কমে।

এমন সময় জ্ঞানদীয়ার রজনী নাগ ও আলীপুরের মোক্তার রজনী ঘোষ আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর তত্ত্ব-কথা থামিল না।

প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর আরও বলিয়াছিলেন, "গৌর-লীলায় কীটমোক্ষণ হয়েছিল না. অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে হরিনাম প্রচারও হয় নাই। তাই আমাকে আবার আসতে হলো। এবার আমি বিশ্বের কেন্দ্র হয়ে এসেছি। অণুপরমাণুকে আমার স্বরূপ আস্বাদন দিতে। তবেই আমার নাম জগদ্বন্ধু. জানলি।"

রজনী নাগ ও মোক্তার রজনী ঘোষ উভয়েই নৈষ্ঠিক ভজনশীল বৈষ্ণব। নাগ মহাশয়ের কণ্ঠে কণ্ঠি এবং জপমালা সর্বদাই হাতে থাকিত। প্রভুবন্ধু তাঁহাদিগকে নাগ রজনী ও ঘোষ রজনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা যে হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর, তাতে আমারই নাম করা হয়। ভজনের বস্তু আমি একক। তোমাদের পরিচয় ও আমি তোমরা সকলেই অচ্যুতগোত্র। তাই তোমাদের ছেড়ে যাই না। আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধু। আমার দেহে বিষ্ণু-চিহ্ন আছে। আমি অযোনী-সম্ভব। মাহেন্দ্রক্ষণে আমার জন্ম। পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শনির গর্ব খর্ব। মায়িক জগতের সঙ্গে আমার সংশ্রব নাই। তোমরা এতকাল দেখে চিনলেও না বিশ্বাসও করলে না। মহা মহা জ্যোতিষী-গণনায় বিশ্বাস করো।"

উত্তরে ঘোষ রজনী বলিলেন,—"আমরা কয়জন না হয় আপনার কথাগুলি অভ্রান্ত বলে মেনে নিলাম, জগতবাসী লোক তা শুন্‌বে ও মান্‌বে কেন? আপনার অমন রূপের জ্যোতি, মধুর বাণী। ঘরের বাহির হয়ে সবাইকে দর্শন দিন। সকলে দর্শন ক'রে বাণী শুনে তৃপ্তিলাভ করুক।"

প্রভুবন্ধু বলিলেন;—"কার কাছে বে'র হব, আমায় চায় কে? আমায় চিন্‌বে কে? আমার দেহে বিষ্ণুচিহ্ন দেখে সবাই আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌বে। এক এক জন অবতার সেজে বসবে। আমার লোক ত আসেনি। তাঁরা প্রচার করলে, সবার বিশ্বাস হবে। প্রকৃতির অনুকূলে ধীরে ধীরে সহস্র বৎসরব্যাপী আমার কাজ চল্‌বে।"

নাগ মহাশয় বলিলেন, "তবে কি অনর্পিত-প্রেম জগতে কেহ পাবে না?"

প্রভুবন্ধু মৃদু হাসির লহর তুলিয়া বলিলেন,—"পাবে! পাবে!! এবার অণুপরমাণু ধূলিকণা পর্য্যন্ত বঞ্চিত হবে না।" তিনি আরও বলিলেন,—

"সম্মুখে মহাপ্রলয়কাল। পশ্চিমাকাশে নীলিমা প্রকাশ। দেখো কত কী হবে। তোমরা হরিনাম করে' আমার কাজের সহায় হও।" এই বলিয়া, প্রভু বলিলেন, 'এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা যাও।' প্রভু একেবারে নীরব হইলেন। তখন আমরা সকলেই শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুর অচিন্ত্যশক্তি ও নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে করিতে মহানন্দে গৃহে ফিরিলাম। আমাদের মনে উদিত প্রশ্নের অনেকটা সমাধান হইল। অবশ্য ইহার পরেও অনেকবার প্রভুবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নানাভাবে আমাদের মনে উদিত প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞানদ্বারা ভগবদ্বস্তু উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র বলেন,

"'ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।"

একমাত্র আনুগত্যতেই ভগবদ্ কৃপা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধুতে আমাদের যতটা আনুগত্যভাব থাকিবে আমরা ততটা প্রভুবন্ধুকে উপলব্ধি করিতে পারিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকরলেখনী পত্রাবলী।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বহু জনকে নানাভাবে তাঁহার শ্রীকর-লেখনীতে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এইক্ষণ আমরা তাহাই আস্বাদন করিব।

এই চিঠিগুলি আমার দ্বারাই বিতরিত ও ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। সব গুলিই খোলা খামের চিঠি ছিল, কাজেই আমরা ঐ সমুদয় পড়িয়া, নকল করিয়া রাখিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। মনে হয়, সুযোগ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই, প্রভুবন্ধু খোলা খামে চিঠি দিয়াছিলেন। যথাযথ তাহাই পরিবেশিত হইল।

জিলা ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, বাঙলার গৌরব, কংগ্রেস-নেতা, পরোপকারী ও স্বনামধন্য বাগ্মী অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বরাবরে লিখিত :—

১ম পত্র। "আম্বিকা বাবু; রাজালোক!! আপনি নিত্য, ত্রিকালে, হরিনামে উদ্দীপনা দিবেন। ত্রিকালে হরিনামে জয়ী হইবেন। হরিনামে বল পাইবেন। পতিত হইবেন না।"

—জগদ্বন্ধু।

২য় পত্র। "আমাকে মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না। পুরুষ ও ব্রহ্ম। অযোনী সম্ভব। অন্ত্র সম্বন্ধ নাই, ক্ষণে জন্ম। পাঁচটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহ তুঙ্গস্থ। আমি, ময়ুরভট্টের সন্তান। উদরাবর্ত্ত, ভেদ করে, প্রকাশ হয়েছি।"

—জগদ্বন্ধু ॥ ভট্ট ॥

৩য় পত্র। "আমি, হরি, পুরুষ একই। ইথারের উপরে, আমার শক্তি। বিষ্ণুচিহ্ন, আমাতে, আছে। বিশ্বাস না হয় জ্যোতিষী, গণনা, করায়ে দেখ্‌বেন।

জীবন শেষ, একবার দেখবেন* বুনাদের, ভার, নিবেন।"

— জগদ্বন্ধু ॥

ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, 'আত্মোৎসর্গ', 'কীর্ত্তি-মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, তান্ত্রিক-সাধক, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে লিখিত ঃ—

১ম পত্র। "বিদ্বান্ হয়ে, অবিবেকির আচরণ, তাই, পথ-হারা। ইচ্ছা আছে, পথ পাচ্ছেন না।"

২য় পত্র। "হরিদাস বুনা নয়। তার, হরিনামে, বাধা, দিবেন না। সহরের বালকদেরও সমজাইবেন না।"

—জগদ্বন্ধু ॥

---

* উত্তরকালে গবর্ণমেণ্ট ট্রান্সিলেটর আশুতোষ মৈত্র মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসিয়া প্রভুবন্ধুকে দর্শন করিয়া ধন্যহইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২য় পত্র। "আমাকে, মানুষ বুদ্ধে, ত্যাগ করলে. শক্তি কৃপা করবেন না। আমি, ক্ষণে জন্মেছি. ময়ূরভট্টের সন্তান. দীননাথের পোষ্য॥ আমি স্বপ্রকাশ। অন্ত্র সংশ্রব নাই। বিষ্ণু ও শক্তি আমার আশ্রিত। এই মাত্র. আমার, পরিচয় দিয়ে নিরস্ত হ'লাম॥ ইতি। জগদ্বন্ধু ভট্ট॥

॥ কাকচরিত ॥

ফরিদপুরের উকিল, ৺অবিনাশচন্দ্র মৈত্র * মহাশয়কে লিখিত চিঠি :—

১ম পত্র। "অবিনাশ :: :: "কাহারও. পরামর্শ লইলে. শক্তি হারাইবা। তোমার শক্তি আমার আশ্রিতা। আমার সান্নিধ্যে আস্‌লে তাকে দেখা যায়। আমি ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র।"

২য় পত্র। "আমার, পরিচয়, একমাত্র. আমিই, জানি। দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্রের, জ্যোতিষীরাও জানে।

আমি, ক্ষণে জন্মেছি। গ্রহ পাঁচটি তুঙ্গে। বর্ত্তমান. ওজন, সাড়ে তিন মন। চাঁদের সুধায় জন্ম। দীনু ঠাকুররা

---

* তিনি শক্তি-উপাসক হইলেও প্রভুবন্ধুকে ভগবান্ বুদ্ধি করিতেন। প্রভুর প্রতি অটুট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। আদেশ পালনে তৎপর ছিলেন। কতিপয় সঙ্গীসহ প্রভু যখন স্বয়ং মাদল স্কন্ধে সহরে কীর্ত্তন লইয়া আসিতেন, তখন ইঁহার বাসার সম্মুখের মাঠে বসিয়া, বহুক্ষণ কীর্ত্তন করাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ নয়, ময়ুরভট্ট সন্তান। অযোনী সম্ভব। আজ আমার, পরিচয় দিয়া, খালাস হইলাম।

বার লাইব্রেরী, উকিল মহলে সবকে, যথাতথা, নির্ভয়ে বলিও। হরিনাম, প্রচার করিও। কীর্ত্তনে উদ্দীপনা দিও। ইতি ॥ জগদ্বন্ধু ভট্ট ॥ ব্রাহ্মণ ॥"

৺ প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত। ইঁনি ফরিদপুর রোড্‌সেস আফিসে কেরাণী ছিলেন। অতি পরোপকারী এবং প্রভুবন্ধুতে ভগবান্ বুদ্ধি করিতেন এবং প্রভুতে বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন, ৺ অবিনাশ মৈত্র উকীল মহাশয়ের মোহরার, নবীন চক্রবর্ত্তী ও নিবারণ ভট্টাচার্য্য। সকলেই ছিলেন প্রভুতে শ্রদ্ধাবান্। প্রভুও স্নেহ করিতেন, আশ্রয় দিয়াছেন।

১ম পত্র। "শ্রীমান্ প্রসন্ন ;; ;; আমি, প্রভু জগদ্বন্ধু। ক্ষণে জন্মিয়াছি। আমার, জন্মস্থানে, পাঁচটি, তুঙ্গ আছে। বিশ্বাস না হয়, বাজারে যাচাইয়া নেও।" ॥ জগদ্বন্ধু ভট্ট ॥

বন্ধু-প্রেমিক ভক্ত-শিরোমণি অতুলকৃষ্ণ চম্পটী মহাশয়কে লিখিত :—

অতুল !!!! হরিবোল !!! ঠাকুর ;; ;;

১। "মহানগরী, কলুষপূর্ণ, নিত্য, তিনবার, ঝাড় দিয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মল, ছাপ, সাদা, বরফের মত করিবা। কোথাও, যেন কৈতব, না থাকে। হরিনামে, ছোট বড়, বাছিও না।

—॥ জগদ্বন্ধু ॥

॥ ব্রাহ্মণকান্দা ॥"

২। "আমি, দীনু ঠাকুরের, পুত্র নই॥ ময়ুরভট্টের, সন্তান॥ দীনু ঠাকুর, পোষ্য এনেছিল। তাই, ভট্টাচার্য্য। ভট্টনারীর, ত্রিতন্ত্রী ছিন্ন, উদর-উদরাবর্ত্ত ভেদে মহেন্দ্রক্ষণে আগমন। উদরে, পঁচি নাই। তাই, অযোনী সম্ভব। এই, আমার, পরিচয়। মহানগরী, গোপন রে'খ। আমার হিত জন্য॥ ইতি—

॥ জগৎবন্ধু ভট্ট॥ কাকচরিত ॥"

পরমভাগবতশিরোমণি, বন্ধুগতপ্রাণ, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জয়নিতাই বাবাজীকে লিখিত :—

"শ্রীদেবেন্দ্র !! শ্রীজয়নিতাই !!!

আমার, পরিচয়, আমি জানি। বড় মহলে, প্রকাশ করিবা না।

আমি, ভট্টের, সন্তান। ময়ূরভট্ট নারীর ত্রিতন্ত্রী ছিন্ন, উদর—উদরাবর্ত্ত-ভেদে আমি, এসেছি। গর্ভাবাস হয় নাই। তাই অযোনী সম্ভব। দীননাথের পোষ্য।

॥ ইতি ॥

—॥ জগদ্বন্ধু ভট্ট।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুবন্ধুতে একনিষ্ঠ, স্থিরবিশ্বাসী, চিরকুমার রমেশচন্দ্রকে, ঢাকা, ৮।২ নবাবপুর মেসে লিখিয়াছিলেন —

১। "রমিকা, মুঞ্জকেশীষু ;; ;;

॥ ঢাকার, মস্ত সাধু, বাবুজী ;;=

হাত কড়ি ভয়।। (১) ছোলা, বোড়া, আদা খে'ও ॥ নিত্য, এক বছর। (২) নিত্য টহল, নিত্য কীর্ত্তন ।।

২ ।। সব, ছাত্র বাবুদিগকে, এই ফকিরের কথা বলিও, আপন্ মনে ক'রে। বাবু মহলে, নির্ভয়ে বলিও ॥

জগদ্বন্ধু মনুষ্য নয়, পুরুষ, হরি।। চন্দ্রের, জোছনার, সঙ্গে, বর্ত্তমান সাড়ে তিন মন, দেহের ওজনে, অশোক পুষ্পের কুড়ির অগ্রভাগের আভা নিয়ে জন্মেছি। (৩)

চন্দ্রের জোছনায় জন্মেছি, তাই চন্দ্রপুত্র, Moon light এ দেহ, তাই ছোট বড় হয়।

---

(১) (২) হাতকড়ি ভয়—(ঢাকা জেলার বালিগায়ে) প্যারীমোহন সেন, কালিন্দীমোহনকে আনিবার জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলেন। সেই সময়ে দুই জনের হাতে হাতকড়ি দিয়ে গারদে পুরিয়াছিল, এই জন্যই পূর্ব্বে ছোলা আদা বোড়া এক বৎসর খাওয়াইয়াছিলেন।

(৩) জন্ম-রহস্যযুক্ত চিঠি—ডাঃ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুধন্য সরকার, ব্রজেন্দ্র নিয়োগী ও মেসের অন্যান্য সকলের সহিত নকল করিয়া রাখিয়াছি। বাহিরে মৌখিক প্রকাশ করিতে কিছু ওলট পালট হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনু ঠাকুরেরা, আমার, কেউ নয়। চেয়ে পোষ্য এনেছিল, জানিস্।

আমি ময়ুর ভট্টের সন্তান।—ভট্টনারীর. গর্ভ হয় নাই। সুষুম্নাদি ত্রিতন্ত্রী ছিন্ন ক'রে, উদর, উদরাবর্ত্ত-ভেদ ক'রে অবতরণ; অন্ত্র সংশ্রব নাই, উদরাবাস হয় নাই। তাই অযোনী সম্ভব। ওরা আমাকে চেয়েছিল সন্তান কামনায়। মহেন্দ্রক্ষণে জন্ম। পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গস্থ। বিশ্বাস না হয় ত', বড় বড় জ্যোতিষী গণনা করায়ে দেখতে বলিস্।

আমার কপালে রাকাশশী। দেহে স্বভাব নীলজ্যোতি। আমি পুরুষ ব্রহ্ম একমাত্র।" * ইতি

॥ জগদ্বন্ধু ॥

---

* এই চিঠি অনেকে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

শরৎকাল। আশ্বিন মাস। বাঙ্গালার চারিদিক আজ আনন্দ-মুখরিত। ছোট বড় ছেলে মেয়ে সবাই মহানন্দে আত্মহারা। এ যেন কাহার শুভ-উৎসবের মঙ্গল-গীতি চারিদিক ধ্বনিত করিতেছে। পণ্ডিত দীননাথের ক্ষুদ্র ভবনেও আজ আনন্দের পরিসীমা নাই। প্রতিবেশী গ্রামবাসীর গমনাগমনে দীনাথ-ভবন আনন্দোচ্ছলিত। ন'মা ক্ষমাদেবীর প্রাণের প্রাণ মহা আদরের বামাদুলালকে তিনি ডাকিতেন গৌর-গোপাল, আজ তারই শুভ-নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের মহা আনন্দ উৎসব। পণ্ডিত দীননাথ চিরদিন সংসারে উদাসীন। সংসারের যাবতীয় ভার ন'মার হাতে অর্পণ করিয়া আরও নিশ্চিন্ত। সদা বিদ্যাবিহ্বল। কাজেই প্রধানা উদ্যোগী, সর্ব্বকার্য্যের মূলাধার দেবী ন'মা ক্ষমাময়ী।

জমিদার সারদানন্দ ও রাজা ব্রজেন্দ্র রায় ক্ষমাদেবীর অভিপ্রায় কখনো অবহেলা করেন না। আজ বিশেষ ঘটা করিয়াই এই শুভ উৎসব-কার্য্যের আয়োজন করা হইয়াছে। সৈদাবাদের পণ্ডিত জ্যোতিষী কবিরাজ গঙ্গাধর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, ছোট বড় ও রাজবাড়ী, পুরুষ, নারী জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সাদরে এই শুভ-উৎসবে আমন্ত্রিত। সুমধুর বাদ্যভাণ্ডের ঐক্যতান-বাদন দিঙ মণ্ডল মুখরিত করিয়া শুভ উৎসবের আনন্দ-বার্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারি-দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আজ পণ্ডিত-ভবন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। শুভক্ষণে শুভলগ্নে সকলের আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে শুভ-নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের মাঙ্গলিক কার্য্য আরম্ভ হইল। আদরের দুলালের শুভ-উৎসবে বামাদেবীর মাতৃস্নেহ-বিগলিত প্রাণে আনন্দ-ঝঙ্কার দোলা দিতে লাগিল। মায়ের কোলে শিশুর চন্দ্রবদন দর্শনে. সকলেরই প্রাণে যেন একটা আনন্দ-শিহরণ খেলিতেছিল। মায়ের কোলের ছয় মাসের শিশুকে দেখিলে মনে হয় যেন দশ-এগার মাস বয়সের।

পণ্ডিতমণ্ডলী ও জ্যোতিষী কবিরাজ গঙ্গাধর বালকের অনুপম রূপলাবণ্য এবং মহাপুরুষের সর্ব-লক্ষণযুক্ত দেখিয়া ভাবিলেন ইহার দ্বারা উত্তরকালে, জগতের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে। কোন দেবতা, নর-শিশুরূপে ধরায় নামিয়া আসিয়াছেন বিশ্বহিত-কামনায়। এ নরদেহে নয়, চিন্ময় দেহ। গঙ্গাধর আভাসে বুঝাইলেন, মহাপুরুষদিগের জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের মতো নয়। জগন্মঙ্গলের জন্যই যাঁহার আগমন তাঁহার জগদ্বন্ধু নাম রাখিলে ভাল হয়।

জ্যোতিষী পণ্ডিত গঙ্গাধরের প্রস্তাবে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী ও নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শঙ্খ, উলুধ্বনি, বিবিধ বাদ্যভাণ্ড মাঝে প্রকাশ্যে শিশুর 'জগদ্বন্ধু' নাম রাখা হইল এবং যথাবিধানে শ্রীবদন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণ্ডলে 'অন্ন' প্রদান করিয়া উৎসব-কার্য্য সমাধান হইল। প্রতাপনারায়ণ বলিয়াছেন, কবিরাজ গঙ্গাধরের রাখা নামই জগদ্বন্ধু নাম।

কবিরাজ গঙ্গাধর অপরাহ্ণে বাড়ী যাইবার কালে ন'মা ক্ষমাদেবীর অনুরোধে পুনরায় বামাদেবীর নাড়ী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া অতি গোপনে ন'মাকে বলিয়া গেলেন, আর ছ' মাসের মধ্যেই বামা দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। ক্ষুণ্ণ মনে কবিরাজ বিদায় গ্রহণ গেলেন। বাড়ীর উৎসব মিটিয়া গেল।

ন'মা ক্ষমাদেবী নির্জ্জনে সারদানন্দ ও রাজা ব্রজেন্দ্র-নারায়ণকে ডাকিয়া বামাসুন্দরী সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয়ের অভিমত জানাইয়া রাখিলেন এবং দীননাথ ও বামাদেবীকে ইহা একেবারেই জানিতে দিবেন না স্থির করিলেন।

ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় সারদানন্দ ও রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের প্রাণে বিষাদের এক কালো ছায়া দোলা দিতে লাগিল। বিধাতার লীলা বুঝা ভার। আনন্দের পাশেই নিরানন্দ। আলোর নীচেই আঁধার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামাদেবীর মহাপ্রয়াণ

"ওমা, তুই ত' চলিলি, তুই ত' চলিলি গো।
তোর, সাধনা ফুরাল, সিদ্ধি হইল,
তুই ত' চলিলি গো।"

বামাসুন্দরীর দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। শিশু জগদ্বন্ধুর অনুপম রূপলাবণ্য, অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল সন্দর্শনে দেহাত্মিকাবুদ্ধি বিস্মৃতা হইয়া পড়েন। এ রূপের জ্যোতি হেরিতে চোখে পলক পড়ে না। কল্পনার মন্দির, কতই ভাঙ্গেন গড়েন।

জগদ্বন্ধুর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। সুন্দর সরল-শিশু জননীর কোলে, হাসির লহর তুলিয়া এক মহা আহ্লাদ-সাগর-তরঙ্গায়িত ফুল্ল শতদলের মতো ভাসাইয়া রাখিয়া বিষাদের কালিমা যা কিছু সব মলিনতা ঘুচাইয়া আনন্দ-লহরীতে ডুবাইয়া রাখেন।

কালের বিচিত্র গতি, বিধির বিধান রদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আজ বামাদেবী খুব নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। শরীর হইতে অবিরাম ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অবস্থা বুঝিয়া ন'মা ক্ষমা দেবী সকলকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন। জ্যোতিষী কবিরাজ গঙ্গাধরকেও সংবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া ঔষধ প্রয়োগে বামাদেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

পুত্রকামনা-সাধনায়-সিদ্ধি লাভ করিয়া, জগন্মাতা দেবী বামাসুন্দরী জগতের কল্যানের জন্য প্রাণপ্রতিম জগদ্বন্ধুসুন্দর, দেবতুল্য স্বামী মহাপণ্ডিত দীননাথ, কন্যা কৈলাসকামিনী এবং আত্মীয় স্বজন রাখিয়া, ডাহাপাড়ায় শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তৃষিত এ সংসার-মরু ত্যাগ করিয়া, রসাল-নন্দন, নিত্য-ধামে চলিয়া গেলেন। বামা দেবীর মহাপ্রয়াণে পুঞ্জীভূত বিষাদের একটা কালো ছায়া সর্ব্বত্র নামিয়া আসিল। যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী বামাদেবীর পার-লৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইল।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই লৌকিক জগতের মাতৃহারা হইলেন।

ন'মা দেবী ক্ষমাময়ী, স্নেহবিগলিতকণ্ঠে আদর করিয়া, তাঁহার প্রাণের প্রাণ, মহা আদরের, গৌর-গোপালকে বুকে ধরিয়া অপলকদৃষ্টিতে বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই জীবের এই প্রকার সৌভাগ্যলাভ ঘটিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফরিদপুর গোবিন্দপুরে জগদ্বন্ধুসুন্দর

ন্যায়রত্ন দীননাথের জীবন-নাট্যে যবনিকাপাত হইল। কালের বিধানের উপর কোনও যুক্তি, দর্শন, বিজ্ঞান স্থান পায় না। "বল দেখি ভাই মরিলে কি হয় ?" এই প্রশ্নের সমাধান, আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন কি ?

যাহা হউক, দীননাথ শোকসন্তপ্তচিত্তে গোবিন্দপুরে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবচন্দ্রকে দেবী বামাসুন্দরীর মহাপ্রয়াণের নিদারুণ সংবাদ দিলেন। যথাসময়ে ভৈরবচন্দ্র এই দুঃসংবাদ সকলকে জানাইলেন।

সাময়িক সকলেই শোক-বিহ্বল। "কি হবে কাঁদিয়ে ফল, কেহ চিরজীবী নয়।" শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হইলে ভৈরবচন্দ্র ডাহাপাড়া যাইয়া, শিশুসহ, সকলকে দেশে লইয়া আসা স্থির করিলেন। ডাহাপাড়া রওনা হইয়া, যথানির্দ্দিষ্ট দিনে, তথায় পৌঁছিলেন।

দীননাথ একেই নির্লিপ্ত সংসারী ; দেবী বামাসুন্দরীর মহাপ্রয়াণে আরও উদাসীন হইয়াছেন। তিনি গোবিন্দপুর যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ভৈরবচন্দ্র ন'মা ক্ষমাময়ী, সারদানন্দ, রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ ও অন্যান্যের সহিত পরামর্শ করিয়া, গোবিন্দপুর রওনা হইবার দিন স্থির করিলেন। দেবী ন'মা প্রাণাধিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌর-গোপাল-জগদ্বন্ধুকে বুক হইতে সরাইতে, হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যাইবে মনে করিয়া আকুল হইলেন।

দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে ভৈরবচন্দ্র দেবী ন'মা, স্নেহের ভাই দীননাথ, জমিদার সারদানন্দ, রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের নিকট হইতে সাশ্রুনেত্রে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্নেহের দুলাল জগদ্বন্ধুসুন্দর, কৈলাসকামিনী, পরিচারিকা উর্ম্মিলা সহ গোবিন্দপুর নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাড়ী আসিয়া ভৈরবচন্দ্র সহধর্ম্মিণী শ্রীরাধামণি ওরফে রাসমণির প্রতি যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া স্নেহের-পুত্তলী অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। সমাগত সকলেই শিশুর চন্দ্রবদন ও অনুপম রূপ সন্দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, চোখ যেন আর ফিরিতে চায় না। 'হায় সখি, কিবা অপরূপ রূপ হেরিনু নয়নে।' রাসমণি দেবী মাতৃস্নেহ-বিগলিত ধারায় প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বপ্রকারে শিশুর সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর হাসির লহর তুলিয়া সকলকে নন্দিত করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের "আবির্ভাব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে ডাহাপাড়া গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর বৃদ্ধ বিপিনদাস বৈরাগী ও তাহার স্ত্রী বৃদ্ধা সৌদামিনী দাসী, তাহাদের মাতৃভাষায় যাহা বর্ণনা করিয়াছিল তাহা মধুর ও আস্বাদনীয়। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব-কাল হইতে বহু বিষয়ই ইহাদের প্রত্যক্ষ ও জ্ঞাতসার। সৌদামিনী ও বিপিন দাসের ভগিনী দু'জনেই ধাত্রী। দু'জনেই আতুর ঘরের কাজ করিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী যাইতেই রাস্তার পার্শ্বে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটিরে তাহারা বাস করিত।

বাংলা ১৩২৫ সালের ৮ই বৈশাখ, ইং ২১শে মার্চ্চ, ১৯১৮ তারিখে আমি, নেহালিয়া জমিদার বাড়ীর খাদাঞ্চী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ এবং ব্রহ্মনারায়ণ দাসকে সঙ্গে লইয়া প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের অবির্ভাব-তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ডাহাপাড়া গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কুমার প্রতাপনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত আলোচনা ও অনুসন্ধানে কতক জ্ঞাত হইলাম। তৎপর তিনি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, উক্ত গ্রামেরই অতি প্রাচীন বিপিন দাস বৈরাগী ও তাহার স্ত্রী সৌদামিনীর নিকট হইতে এতদ্‌সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে, কারণ তাহারা

১০]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। তদনুসারে আমরা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাহাদের কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই, দুইখানা ছিন্ন ছালা দুর্ব্বাঘাসের উপর পাতিয়া বসিতে দিয়া বিপিন দাস বৈরাগী জিজ্ঞাসা করিল,– "গোসাইরা কৈত্থনে, কিয়ের লাইগা আইছেন্?"

উত্তরে আমি বলিলাম;— "অনেক দূর থেকে এসেছি একটি বিষয় জানবার জন্য! প্রায় ৪৭।৪৮ বছরের কথা, এইখানে দীননাথ ন্যায়রত্ন নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য বাড়ীর টোলে পড়াইতেন এবং পরিবার সহ বাস করিতেন, তা মনে আছে কী?"

উত্তরে সৌদামিনী বলিল; —"আলোমা, গোসাই কন কী! এই তো হেদিনের কথা। পণ্ডিত ঠাকুর ও তেনার বেরাহ্মী, আমাগো এগানার মতন আছিল্। দুই জনেই খুব উচে-গোটে সুন্দর আছিল্। বামুন ঠাকুরাইণ কত ভালবাসত, তার আছিল্ বড় ব্যাম গুলম রোগ। পণ্ডিত ঠাকুর আছিল খুব জববর পণ্ডিত। জাইত লইতে ও জাইত দিতে পার্ত। বড় বড় পণ্ডিতরাও তেনার লগে পার্ত না।"

"রাজবাড়ীর পুরুইত ময়ূর ঠাকুরও আছিল্ বড় পণ্ডিত। রাজবাড়ীর পূজা কর্ত আর পণ্ডিত ঠাকুরের টোলে পড়াইত। পণ্ডিত ঠাকুরের বেরাহ্মণীর লগে, ময়ূর ঠাকুরের বেরাহ্মণীর গলায় গলায় পীরিত (ভালবাসা) আছিল। কি কওইনা অইছিল,—ময়ূর ঠাকুরের বেরাহ্মণীর ছাইলা-পাইলা অওনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতন আছিল। রাজবাড়ীর অন্ন অরশ্বের নিমন্ত্রন্ন খাইতে ন'মা ওনাগ লইয়া গেছিল, আমরাও কাম করতে গেছিলাম। হেই রাইতেই, ময়ূর ঠাকুরের বেরাম্মণীর বেদনা ওঠে, তড়াতড়ি ন'মা, তেনারে ও হন্নলেরে লইয়া বাড়ীতে আয়েন। পণ্ডিত ঠাকুরের গোয়ালগরে, দুই বেরাম্মনীর আতুর পড়ে। ময়ূর ঠাকুরের বেরাম্মণীর পেট ছিড়া, নাড়ী-বুরি পেচাইয়া এক মরা ছাইলা অয়। তেনারে ও মরা ছাইলা গঙ্গায় ফালাইয়া দেয়। আমাগো পণ্ডিত ঠাক্‌রাইণেরও আর এক ছাইলা অই গরে, এক সময়ে অয়।"

"ছাইলা কী, যেমুন পাঁচ মাসের। খুব মোটা সোটা, মটর ডাইল লাখান বন্ন। মাথা বরা চুল, পটল চিড়া চৌখ, নাক, কান বড় বড়। দেখলে চোখ ফিরান যায় না।" (ইত্যাদিরূপ বর্ণনা)।

"ন'মা আতুর গর থাইকা, না নাওয়াইয়াই ঠাকুর গরে লইয়া যায়, খুব আদর যত্ন করে। এই দিকে বামন ঠাকুরাইন অগ্গেন, কেল্লেদ রক্তে মাখা। লাল পিপড়ায় বেড়াইয়া আছিল, আমি ও নন্দাই সব ধুইয়া পাকলাইয়া দেই।"

"হেষে কিছুদিন বাদে লোকের কাণাকাণিতে হোন্‌লাম যে ছাইলা পণ্ডিত ঠাকুরের না। ময়ূর ঠাকুরের। ন'মারই এই কারসাজ্জি। কিছু বাংতে দেয় নাই। হেষে ন'মার আকার ইংগিতে বুঝলাম যে হত্যিই তাই। মাইনষের মুখ বন্দ করব কে!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় হইয়া এই ছাইলা (জগদ্বন্ধু) অনেক লোকজন নইয়া আইছিলো। কত হরি সংকীর্ত্তন, নুট দিচিল। হপ্পল মাথায় গায় কাপড় দিয়া থাক্‌তো অই পঞ্চমুণ্ডি বেলগাছ তলা। ন'মাকে মা বইলা ডাক্‌তো। গলার মালাগাছ ন'মাকে দিয়া যায়। কি রূপ গো, যেন ফাইটা পড়ে সোনা।······অখন হুনি, হে নাকি ঈশ্বর অইচে।"

তৎপরে উহারা আমাদিগকে পণ্ডিত দীননাথের জঙ্গল-সমাকীর্ণ বসতবাটী, আবির্ভাব-স্থান, কোন্ স্থানে কোন্ ঘর এবং কোথায় কি বিশেষ গাছপালা ছিল তৎসমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিল।

অতঃপর আমরা এই পরম ভাগ্যবান্ সরলপ্রাণ দম্পতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্রঃ—যে সময়ে বিপিন দাস বৈরাগী ও সৌদামিনী দাসী তাহাদের মাতৃভাষায় আমাদের সহিত কথা বলিতেছিল, তখন ইন্দুবাবু এবং আমি তাহাদের ভাষায়ই এই কাহিনী নোট করিয়াছিলাম।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। উপহার পৃষ্ঠা	...	।৵০
২। উৎসর্গ	...	।৫০
৩। (ক) দিগ্‌দর্শন ভূমিকা	...	॥০
(খ) অবতার-বার্তা প্রচারণ	...	১।০
৪। প্রকাশকের নিবেদন	...	১৮৵০

শ্রীশ্রীপ্রভু-জগদ্বন্ধু-চরিতামৃত।

আদি-লীলা

প্রথম ভাগ

প্রথম পল্লব

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রণতি	—	১
পতিতের প্রার্থনা	—	৩
Sayings of Ramesh Sarma	—	৬
ঐ ইংরাজীর বঙ্গানুবাদ	—	৭

দ্বিতীয় পল্লব

বিষয়		পৃষ্ঠা
বন্ধু ধামাষ্টক (বন্দনা)	—	৮
১৭ বৎসরের শ্রীমূর্ত্তি ইংরাজী বিবরণ	—	১৩
ঐ বঙ্গানুবাদ রমেশ শর্ম্মা লিখিত	—	১৪
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু পরিচয়	—	১৫
দিগম্বর শ্রীজগবন্ধু	—	১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পল্লব

বিষয়		পৃষ্ঠা
অবতারবাদ, লীলারস-তত্ত্ব ও বস্তু নির্ণয়	—	২০
লীলা-রস-তত্ত্ব	—	২৬
লীলা বিশ্লেষণ (বস্তু-নির্ণয় শ্রীকৃষ্ণ	—	৩০
শ্রীগৌরাঙ্গ	—	৩২
শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু	—	৩৫

চতুর্থ পল্লব

ফরিদপুর ধাম (ঐতিহাসিক চিত্র)	—	৪৩
চক্রবর্ত্তী পরিবার (কুলজী)	—	৪৯
পণ্ডিত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী		৫১
গোবিন্দপুরে আগমন	—	৫২

পঞ্চম পল্লব

মুর্শিদাবাদ-ডাহাপাড়া (ঐতিহাসিক বিবরণ)	—	৫৬
বঙ্গাধিকারী ও ডাহাপাড়া	—	৫৮
শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর আবির্ভাবস্থল	—	৬৩
পণ্ডিত আরাধনের চতুষ্পাঠী	—	৬৪
পরিণয়সূত্রে বদ্ধ দীননাথ	—	৬৬
শম্ভুনাথ ও আরাধনের মহাপ্রয়াণ	—	৬৮

ষষ্ঠ পল্লব

ডাহাপাড়া—ন্যায়রত্ন দীননাথ	—	৭১
নব-পর্য্যায়ে দীননাথের চতুষ্পাঠী		৭৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়		পৃষ্ঠা
পণ্ডিত দীননাথের বাসস্থান নিরূপণ	—	৭৭
পণ্ডিত দীননাথের আদর্শ-জীবন	—	৮১
দীননাথের গঙ্গাভক্তি	—	৮৩
মহাপ্রসাদে অটুট বিশ্বাসী ন্যায়রত্ন দীননাথ	—	৮৪
সপ্তম পল্লব		
ন্যায়রত্ন দীননাথ ও কবিরাজ গঙ্গাধর	—	৮৯
ময়ূর ভট্ট কে ?	—	৯২
বঙ্গাধিকারীর রাজবাড়ী	—	৯৪
শুভ-আবির্ভাব	—	৯৭
শেষ পটভূমিকা	—	১০৪
ময়ূর ভট্টের ডাহাপাড়া ত্যাগ	—	১০৫
শুভ-আবির্ভাবের কাল নির্ণয়	—	১০৫
দিন-পঞ্জী	—	১০৬
শুভ আবির্ভাব-তত্ত্বে জনমত	—	১০৬
আবির্ভাব তত্ত্বানুশীলন	—	১১০
প্রকাশিত তত্ত্ব সমূহ	—	১১১
বিভিন্ন ভক্তগণের আস্বাদিত জন্ম-রহস্য	—	১১৪
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থে বর্ণিত 'শুভ-আবির্ভাব	—	১১৬
আবির্ভাব-তত্ত্বে শ্রীবন্ধুর শ্রীমুখবিগলিত বাণী ও পত্রাবলী	—	১২৪
শ্রীকরলেখনী পত্রাবলী	—	১৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়		পৃষ্ঠা
শুভ-নামকরণ ও অন্ন-প্রাশন	—	১৩৮
বামাদেবীর মহাপ্রয়াণ	—	১৪১
ফরিদপুর গোবিন্দপুরে জগদ্বন্ধুচন্দ্রোদয়		১৪৩
পরিশিষ্ট	—	১৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৷৵০	৩	৩	মিশনারী	ইম্পিরিয়াল সেমিনারী
২০	১	৩	চৈঃ চঃ মঃ	চৈঃ মঃ
২৫	৫	৪	লব	কলা
৭৭	২	১৩	রাজা ব্রজেন্দ্র	কুমার প্রতাপ
১০৬	২	১	১৭ই বৈশাখ	১৬ই বৈশাখ
			শনিবার	শুক্রবার
১২৫	২	৬	দীনু রত্নের	দীনু ন্যায়রত্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়		পৃষ্ঠা
শুভ-নামকরণ ও অন্ন-প্রাশন	—	১৩৮
বামাদেবীর মহাপ্রয়াণ	—	১৪১
ফরিদপুর গোবিন্দপুরে জগদ্বন্ধুচন্দ্রয়		১৪৩
[illegible]		[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi